Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Sraban 17, 1433 Bangla, August 01, 2026, Saturday, No. 207, 56th year

H I G H L I G H T S

Information and Broadcasting Minister has said no attempt to divide Bangladesh along religious, ethnic, linguistic or other identity lines will be allowed to succeed. [R. Today: 27]

Ziaur Rahman Foundation Vice-President Dr Zubaida Rahman has called for creating a nationwide database of people suffering from thalassaemia & other congenital rare diseases. [Jago FM: 19]

Health and Family Welfare Minister has said government will provide the highest level of support for the treatment and welfare of thalassemia patients. [Jago FM: 18]

India is reviewing a formal request from Bangladesh to extradite former Prime Minister Sheikh Hasina. [BBC: 06]

Saudi Arabia has announced formation of new maritime defense alliance with 13 countries including Bangladesh to safeguard freedom of navigation through Bab Al-Mandeb Strait, Red Sea and Gulf of Aden. [DW: 11]

UAE government has agreed in principle to send former Inspector General of Police of Bangladesh Benazir Ahmed back to Bangladesh. [BBC: 04]

Bangladesh Petrol Pump Owners Association has said that country's liquid fuel sector is currently facing a severe crisis. [Jago FM: 20]

Dhaka Metropolitan Police have arrested 433 people in separate drives across capital. [Jago FM: 23]

More than 30 people have been killed in clashes between protesters and security forces during regional elections in Pakistan-administered Kashmir. [NHK: 12]

About 60,000 migrants have crossed into Spain's North African territory of Ceuta from Morocco in the last 24 hours via land and sea. [BBC: 32]

Director: 44813046	**Deputy News Controller: 44813048 44813179**	**Assistant News Controller: 44813047 44813178**

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট

মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

শ্রাবণ ১৭, বাংলা ১৪৩৩, আগস্ট ০১, ২০২৬, শনিবার, নং- ২০৭, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেছেন, পাহাড়ি, সমতল কিংবা ভাষা, বর্ণ, লিঙ্গ ও ধর্মের ভিত্তিতে দেশের মানুষের মধ্যে বিভেদ-বিভাজন তৈরি করার কোনো চক্রান্ত বাস্তবায়ন হতে দেওয়া হবে না। [রে. টুডেঃ ২৭]

দেশে থ্যালাসেমিয়া ও জন্মগত বিরল রোগে আক্রান্তদের জন্য দেশব্যাপী ডেটাবেজ তৈরির আহ্বান জানিয়েছেন জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট ডা. জুবাইদা রহমান। [জাগো এফএম: ১৯]

থ্যালাসেমিয়া রোগীদের চিকিৎসা ও কল্যাণে সর্বোচ্চ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী। [জাগো এফএম: ১৮]

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ফেরত পাঠাতে ঢাকা থেকে পাঠানো আবেদনটি ক্ষতিয়ে দেখছে বলে জানিয়েছে ভারত সরকার। [বিবিসি: ০৬]

বাব আল-মান্দেব প্রণালি, লোহিত সাগর ও এডেন উপসাগরে নৌ চলাচল নিরাপদ রাখতে বাংলাদেশসহ ১৩টি দেশকে সঙ্গে নিয়ে নতুন সামুদ্রিক প্রতিরক্ষা জোট গঠনের ঘোষণা দিয়েছে সৌদি আরব। [ডয়চে ভেলেঃ ১১]

সংযুক্ত আরব-আমিরাতের কারাগারে বন্দি আলোচিত সাবেক পুলিশ মহাপরিদর্শক বেনজীর আহমেদকে বাংলাদেশের কাছে হস্তান্তর করার বিষয়ে দেশটির সরকার নীতিগতভাবে রাজি হয়েছে। [বিবিসি: ০৪]

দেশের তরল জ্বালানি খাতের ব্যবসা বর্তমানে চরম সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে বলে দাবি করেছে বাংলাদেশ পেট্রোল পাম্প মালিক সমিতি। [জাগো এফএম: ২০]

রাজধানীতে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগে ৪৩৩ জনকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ। [জাগো এফএম: ২৩]

পাকিস্তান-শাসিত কাশ্মীরে আঞ্চলিক নির্বাচন চলাকালীন বিক্ষোভকারী ও নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষে ৩০ জনেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন। [এনএইচকে: ১২]

গত ২৪ ঘণ্টায় মরক্কো থেকে স্থল ও সমুদ্রপথে প্রায় ৬০ হাজার অভিবাসী স্পেনের উত্তর আফ্রিকান অঞ্চল সেউতায় প্রবেশ করেছেন। [বিবিসি: ৩২]

বিবিসি

ঢাবির সাত শিক্ষকের বিরুদ্ধে শাস্তির সিদ্ধান্ত ঘিরে পাল্টাপাল্টি বক্তব্য, কী বলছে আইন?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাময়িক বরখাস্ত ও অব্যাহতি পাওয়া শিক্ষকরা তাদের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তকে 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত' বলে বর্ণনা করেছেন। যদিও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলছে, এসব সিদ্ধান্তের পেছনে রয়েছে একাধিক কারণ। তবে, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের বিরোধিতা করার অভিযোগকে অন্যতম কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অধ্যাপক সাদেকা হালিমসহ তিনজন শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে, আর চারজনকে প্রশাসনিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। এই শিক্ষকদের প্রায় সবার সঙ্গে কথা বলেছে বিবিসি বাংলা। তাদের অনেকেই বলছেন, তারা জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় শিক্ষার্থীদের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। কিন্তু নীল দলের সমর্থক হওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সাতজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকার অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে সাদা দলের পক্ষ থেকে। তারা বলছে, সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে নিয়ম মেনে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। নীল দল হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আওয়ামী লীগ সমর্থিত শিক্ষকদের একটি ফোরাম বা প্যানেল। আর সাদা দলের ব্যানারে যে শিক্ষকেরা রয়েছেন, তারা মূলত বিএনপি সমর্থক। নীল দলের শিক্ষকদের অভিযোগ, শুধু সাতজনই নয়, নীল দলের মোট ২৩১ জন শিক্ষককে জুলাই আন্দোলনে ভূমিকা ও ফ্যাসিবাদের সমর্থনের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত ঘিরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ক্ষমতা, রাজনৈতিক প্রভাব এবং আইনি প্রক্রিয়া–এই তিনটি বিষয় এখন আলোচনার কেন্দ্রে।

যা বলছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ

গত মঙ্গলবার, ২৮ জুলাই রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায় "জুলাইয়ের চেতনা বিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ তুলে ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও সংগঠনের বিরুদ্ধে„ কিছু ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানানো হয়েছে। এ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, পৃথক পৃথক অভিযোগে তিনজন শিক্ষককে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। এছাড়া, চারজন শিক্ষককে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল অ্যাকাডেমিক ও প্রশাসনিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। এই তালিকায় আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড. সাদেকা হালিমও। তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। "শ্রেণিকক্ষ ও শ্রেণিকক্ষের বাইরে অশিক্ষকসুলভ আচরণ, নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধ-সহ বিভিন্ন অভিযোগে„ তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করার কথা জানানো হয়। এছাড়া, বিভিন্ন ব্যাচের শিক্ষার্থীদের অভিযোগ এবং তথ্যানুসন্ধান কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. শফিকুল ইসলাম এবং অধ্যাপক ড. আফরোজা শেলীকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত সিন্ডিকেট সভায় নেওয়া হয় বলে বলা হয় ওই সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে। সেখানে আরও উল্লেখ করা হয়, "জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের চেতনা পরিপন্থি কার্যক্রম, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ও সরকার বিরোধী অপপ্রচার এবং নিষিদ্ধ সংগঠনের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ ও হুমকি প্রদানের অভিযোগে„ ক্লিনিক্যাল ফার্মেসি ও ফার্মাকোলজি বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আব্দুল মুহিতকে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে এবং তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল অ্যাকাডেমিক ও প্রশাসনিক দায়িত্ব থেকে বিরত রাখা হয়েছে। একই অভিযোগে ঔষধ প্রযুক্তি বিভাগের অধ্যাপক ড. আবু সারা শামসুর রউফ এবং শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. রফিকুল ইসলামকেও অ্যাকাডেমিক ও প্রশাসনিক দায়িত্ব থেকে সরানো হয়েছে।

বরখাস্ত ও অব্যাহতি পাওয়া শিক্ষকদের প্রতিক্রিয়া

সাময়িক বরখাস্ত হওয়া অধ্যাপক সাদেকা হালিমের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি। নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের বরখাস্ত হওয়া অধ্যাপক ড. আফরোজা শেলীর দাবি, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় তিনি শিক্ষার্থীদের স্বপক্ষে কাজ করেছেন এবং রেফারেন্স হিসেবে তিনি বিবিসি বাংলার একটি প্রতিবেদনের কথাও উল্লেখ করেন, যেখানে তাকে দেখা গিয়েছিল। জুলাই অভ্যুত্থানের সময় তৎকালীন উপাচার্য মিটিং ডেকেছিলেন এবং সেই সময় বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে তাকে ওই মিটিং-এ যেতে হয়েছিল উল্লেখ করে তিনি বলেন, "আমি তখন কোনো স্পিচ দেইনি। ফিরে এসে কোনো স্টেটমেন্ট দেইনি। কোনো কিছু এপ্লাই করিনি। কিন্তু সেই মিটিং-এ অংশ নেওয়াটাকে তারা (বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ) ইস্যু করেছে।„ "ওরকম (নির্দিষ্ট) করে তো কিছু বলে নাই। তারা শুধু আমাকে চিঠি দিয়েছে, শিক্ষার্থীদের অভিযোগ ও ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো।„

কী বলছেন সাদা দলের শিক্ষকরা

সাময়িক বরখাস্ত ও অব্যাহতি পাওয়া শিক্ষকরা অভিযোগ করেছেন, তারা আওয়ামী লীগ সমর্থিত নীল দলের সদস্য হওয়ায় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থেকে বিএনপি সমর্থিত সাদা দল তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ভূমিকা রেখেছে। এমন অভিযোগ অস্বীকার করেছে সাদা দল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) ও সাদা দলের

যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম বিবিসি বাংলাকে বলেন, "বিভিন্নজন বিভিন্ন কথা বলতে পারে। কিন্তু ব্যবস্থা নিয়েছে সিন্ডিকেট। কোনো সংগঠন কারো বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে না।„ "জুলাইবিরোধী মনোভাব ছাড়াও তাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে আলাদা আলাদা অভিযোগ আছে। যেটা হয়েছে, প্রসিডিওর মেনেই হয়েছে। আমরা মাত্র দায়িত্ব নিলাম। কিন্তু এই প্রসিডিওর শুরু হয়েছে অনেক আগেই,„ যোগ করেন তিনি। ২৩১ জনের তালিকা সম্বন্ধে তিনি বলেন, এই তালিকা সম্বন্ধে তার কোনো ধারণা নাই। সাদা দলের নির্বাহী কমিটির সদস্য অধ্যাপক মো. আল আমীন বলেন, ওই তালিকায় যাদের নাম এসেছে, আওয়ামী লীগকে টিকিয়ে রাখার জন্য সরাসরি যারা অভিযুক্ত, তাদের নামগুলোই এখানে আছে। কিন্তু কারা এই তালিকা করেছে, তা স্পষ্ট নয়। পত্রিকার মাধ্যমে জেনেছি। তিনি আরও বলেন, "এটা কোনো চক্রান্তের বিষয় নয়। তাদের কৃতকর্মের কারণে এটা হয়েছে। তারা ফ্যাসিস্ট হাসিনাকে টিকিয়ে রাখার জন্য তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক জায়গা পুরোপুরি একটা দলের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিল।„ তিনি দাবি করেন, "নীল দলের তথাকথিত শিক্ষকেরা প্রফেসর ইউনূসের নোবেল বাতিলের দাবিতে দাঁড়িয়েছিল। রাতের ভোটকে সাপোর্ট দিয়েছে। ৩ তারিখ তাদেরকে শেখ হাসিনা বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনার জন্য ডাকে। এসএসএফ ক্লিয়ারেন্স না থাকলে ওইখানে ঢুকতে দেওয়া হয় না। ওই ক্রাইসিসের সময়ে তারা দুই তিন গাড়ি ভরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে থেকে গিয়েছিল।„ "তথ্য-উপাত্ত, ছবি-ভিডিও বিচার বিশ্লেষণ করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময়ে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া শুরু হয়েছিল„ বলেন মো. আল আমীন।

আইন ও বিধিমালায় কী বলা আছে?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিয়োগ, শৃঙ্খলা ও প্রশাসনিক দায়িত্বসংক্রান্ত বিষয়গুলো পরিচালিত হয় 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ, ১৯৭৩' অনুযায়ী। সেই আদেশ অনুযায়ী, বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাহী কর্তৃপক্ষ হলো সিন্ডিকেট। অর্থাৎ, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন, শিক্ষক-কর্মকর্তাদের নিয়োগ, চাকরির শর্ত এবং বিভিন্ন প্রশাসনিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা সিন্ডিকেটের হাতেই ন্যস্ত। তবে কোনো শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত করা কিংবা তার বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অধ্যাদেশে নির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয়। বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের একজন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেছেন, "ওই আদেশ অনুযায়ী 'সাময়িক বরখাস্ত' বলে কোনো বিধান নেই। বরখাস্ত হলো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।„ তিনি বলেন, কোনো শিক্ষক অসদাচরণ (মিসকন্ডাক্ট) করলে প্রথমে অভিযোগের তদন্ত করতে হয়। এরপর নির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে বিভিন্ন ধরনের শাস্তিমূলক সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে ভর্ৎসনা, ইনক্রিমেন্ট বা পদোন্নতি স্থগিত রাখা, বাধ্যতামূলক অবসর এবং চাকরিচ্যুতি। এরকম ব্যবস্থার উল্লেখ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশে রয়েছে। ওই আইনজীবীর মতে, 'জুলাইবিরোধী' মনোভাব বা অবস্থান কোনো আইনি অভিযোগ হতে পারে না। "কারও বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হলে নির্দিষ্ট অভিযোগ লিখিতভাবে জানাতে হবে। তিনি কী করেছেন, কোন চেতনার বিরুদ্ধে কী কাজ করেছেন। এসব স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। শুধু চিন্তা বা মতপ্রকাশের ভিত্তিতে শাস্তি দেওয়া মতপ্রকাশের স্বাধীনতার পরিপন্থি।„ আওয়ামী লীগের রাজনীতির সমর্থন করার প্রসঙ্গে ও আইনজীবী বলেন, "কোনো জঙ্গী সংগঠনের পক্ষে কথা বলা অপরাধ। কিন্তু আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ। তাই, এটা নিয়ে কথা বললে সেটা অপরাধ না।„

উল্লেখ্য, ১৯৭৩ এর আদেশের ৫৬ (৩)-এ বলা আছে, কোনো শিক্ষক বা কর্মকর্তাকে কেবল নৈতিক স্খলন বা অদক্ষতার অভিযোগে বরখাস্ত করা যায়। তবে তার আগে অভিযোগের তদন্ত করতে হবে এবং তদন্ত কমিটিতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক বা কর্মকর্তাকে নিজের পক্ষে একজন প্রতিনিধির মাধ্যমে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে। কিন্তু ওই সাত শিক্ষকের অনেকেই বলেছেন, তারা আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পাননি। কেউ কেউ বলছেন, তাদের বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, সেই চিঠিও তারা পাননি এখনো।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ৩১.০৭.২০২৬ নারগীস)

বেনজীর আহমেদকে দেশে ফেরাতে কতদিন লাগবে?

দেড় মাসেরও বেশি সময় ধরে সংযুক্ত আরব আমিরাতের কারাগারে বন্দি আলোচিত সাবেক পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বেনজীর আহমেদকে বাংলাদেশের কাছে হস্তান্তর করার বিষয়ে দেশটির সরকার নীতিগতভাবে রাজি হয়েছে। এ তথ্য জানিয়েছেন দুদকের মুখপ্রাত্র মো. আকতারুল ইসলাম। যে-সব মামলার কারণে মি. আহমেদের বিরুদ্ধে ইন্টারপোল রেড নোটিশ জারি করেছিল, সেগুলোর প্রাথমিক নথিপত্র পর্যালোচনার পর ঢাকার সঙ্গে পুনরায় যোগাযোগ করেছে দুবাই পুলিশ। এ দফায় বন্দি প্রত্যর্পণের জন্য প্রয়োজনীয় আইনি ও কারিগরি বিষয় সম্পর্কিত আরও বেশকিছু তথ্য-উপাত্ত চাওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা। "মামলাগুলো যেহেতু দুদক দেখছে, সেজন্য তাদের তদন্তকারী কর্মকর্তারাই তথ্য-উপাত্তগুলো প্রস্তুতের কাজ করছে,„ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন পুলিশ সদর দফতরের মুখপাত্র এএইচএম শাহাদাত হোসাইন। দুবাই পুলিশের চাওয়া যাবতীয় নথিপত্র সংগ্রহের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে বলে জানিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সেগুলো স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে। "তারপর সেখান থেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও ইন্টারপোল হয়ে নথিপত্রগুলো দ্রুতই দুবাই পুলিশের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে,„ বলেন দুদকের উপ-পরিচালক মো. আকতারুল ইসলাম। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নথিপত্র ঠিকঠাক মতো

সরবরাহ করার পাশাপাশি কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার করা গেলে বেনজীর আহমেদকে দেশে ফেরানো 'খুব একটা কঠিন হবে না' । কিন্তু আইনি সব প্রক্রিয়া শেষ করে মি. আহমেদকে বাংলাদেশে ফেরাতে ঠিক কতদিন লাগতে পারে?

সিদ্ধান্ত কোন বিবেচনায়?

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দুটি দেশের মধ্যে অপরাধী হস্তান্তরের সবচেয়ে সহজ উপায় হলো বন্দি প্রত্যর্পণ চুক্তি স্বাক্ষর করা। কিন্তু ভারত এবং থাইল্যান্ড ব্যতীত অন্য কোনো দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের এমন চুক্তি নেই। ফলে দুর্নীতি, মানবতাবিরোধী অপরাধসহ একাধিক মামলায় অভিযুক্ত বেনজীর আহমেদকে কোন প্রক্রিয়ায় ঢাকায় ফেরত আনা হবে, ঘুরে ফিরে সেই প্রশ্ন বারবার সামনে আসছে। আইনজীবীরা বলছেন, সাবেক এই শীর্ষ পুলিশ কর্মকর্তাকে দেশে ফেরানোর বিষয়টি মূলত চারটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করছে। সেগুলো হলো- অপরাধের বিষয়ে উপযুক্ত তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহ, দুইদেশের আইনের সামাঞ্জস্যতা, আদালতে তথ্য উপস্থাপন এবং কূটনৈতিক তৎপরতা। "মূলত এই চারটি সুনির্দিষ্ট বিষয়কে বিবেচনায় নিয়েই সংযুক্ত আরব আমিরাতের আদালত পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে,„ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন সুপ্রিমকোর্টের আইনজীবী ওলোরা আফরিন, যিনি বর্তমানে সংযুক্ত আরব আমিরাতে (ইউএই) কাজ করছেন। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের পুলিশ বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ তিনটি পদে এক দশকেরও বেশি সময় ধরে দায়িত্ব পালনের সময় নানা ঘটনায় বারবার আলোচনায় এসেছিলেন বেনজীর আহমেদ। ২০১৫ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২০ সালের ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত র‍্যাবের মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন বেনজীর আহমেদ। এরপর ওই বছরের ১৫ এপ্রিল থেকে ২০২২ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিনি আইজিপি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। আইজিপির পদ থেকে অবসর নেওয়ার বছর দুয়েক পরে স্থানীয় গণমাধ্যমে মি. আহমেদের দুর্নীতির খবর প্রকাশ হয়, যা নিয়ে তখন বেশ সাড়া ফেলে দিয়েছিল। এ ঘটনার পর দুর্নীতি দমন কমিশন তদন্ত শুরু করলে ২০২৪ সালে তিনি দেশ ছেড়ে দুবাই চলে যান। জুলাই গণ–অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার কয়েক মাস আগে বেনজীর আহমেদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির নানা অভিযোগ ওঠে। সেগুলো নিয়ে দুর্নীতি দমন কমিশন তদন্ত শুরু করার এক পর্যায়ে সাবেক এই আইজিপি দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান। আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর আদালতের এক আদেশের প্রেক্ষিতে মি. আহমেদের মালিকানাধীন সাভানা রিসোর্ট ও ন্যাচারাল পার্কের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছিল গোপালগঞ্জের জেলা প্রশাসন।

অগ্রগতি কতদূর?

ইতোমধ্যেই বাংলাদেশের কাছ থেকে মামলার নথিপত্র সংগ্রহ শুরু করেছে দুবাই পুলিশ। কর্মকর্তারা বলছেন, জ্ঞাত আয়-বহির্ভূত সম্পদ, পাসপোর্ট জালিয়াতিসহ বেনজীর আহমেদের বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত ছয়টি মামলা দায়ের করেছে দুদক। এর বাইরে, তার বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের মামলায়ও তদন্ত চলছে। এগুলোর মধ্যে জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ এবং পাসপোর্ট জালিয়াতির মামলায় সাবেক আইজিপির বিরুদ্ধে রেড নোটিশ জারির জন্য বাংলাদেশ পুলিশের মাধ্যমে ইন্টারপোলকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন দুদক কর্মকর্তারা। "এর মধ্যে জ্ঞাত আয়-বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের মামলায় মি. আহমেদকে গ্রেফতার করা হয়েছে,„ বলেন দুদক কর্মকর্তা আকতারুল ইসলাম। গ্রেফতারের খবর জানার পর প্রথম দফায় দুবাই পুলিশের কাছে ১৪৪ পৃষ্ঠার প্রয়োজনীয় নথিপত্র পাঠায় বাংলাদেশ সরকার। আরবি ও ইংরেজি- এই দুই ভাষায় পাঠানো ওইসব নথিপত্রের মধ্যে মামলার বিবরণ, প্রাথমিক তথ্য-প্রমাণ এবং গ্রেফতারি পরোয়ানা পাঠানো হয়েছিল বলে জানিয়েছে দুদক। দ্বিতীয় দফায় প্রত্যর্পণ সংক্রান্ত আরও বেশকিছু তথ্য-উপাত্ত পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে। "এরপর যে বিষয়টি দেখা হবে, সেটি হলো- যে অপরাধটি বাংলাদেশে সংঘটিত হয়েছে, সেটাকে ইউএই-তেও অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয় কি-না,„ বলেন আইনজীবী মিজ আফরিন। সেইসঙ্গে, সাবেক আইজিপির বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত কি-না, ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সেটিও খতিয়ে দেখা হবে। এরপর বিষয়টি আদালতে তোলা হবে। সেখানে বাদী-বিবাদী, উভয়পক্ষের যুক্তি-তর্ক শুনে সংযুক্ত আরব আমিরাতের আদালত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবে। তবে রায় চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে আইনি প্রক্রিয়ার পাশাপাশি কূটনৈতিক তৎপরতাও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসেবে কাজ করবে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। "আমি বলবো, এটা ডিপ্লোমেটিক চ্যানেলেই মূলত বেশি কাজ করবে। সেক্ষেত্রে একটা সিদ্ধান্তে আসতে ইউএই সরকারও বাংলাদেশ সরকারকে সাহায্য করবে,„ বলেন আইনজীবী মিজ আফরিন।

চ্যালেঞ্জ কোথায়?

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ইন্টারপোলের রেড নোটিশের ভিত্তিতে গ্রেফতারের পরও অনেক সময় অপরাধীকে তার দেশে ফেরানো সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে নিজ দেশের নাগরিকত্ব অস্বীকার করে ভিন্ন দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ এবং অন্য দেশের পাসপোর্ট ব্যবহারের কারণে পলাতক অপরাধীদের দেশে ফেরানো চ্যালেঞ্জিং হয়ে পড়ে। সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদ বিনিয়োগসূত্রে তুরস্কের নাগরিকত্ব ও পাসপোর্ট গ্রহণ করেছেন বলে স্থানীয় গণমাধ্যমে খবর প্রকাশ হয়েছে। এছাড়া সংযুক্ত আরব আমিরাতেও তার বিনিয়োগ রয়েছে বলে কোনো কোনো খবরে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এ বিষয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতের কর্তৃপক্ষ বা বেনজীর আহমেদের পক্ষ থেকে কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি। কিন্তু মি. আহমেদ যদি সত্যিই বিনিয়োগের মাধ্যমে বিদেশি নাগরিকত্ব ও পাসপোর্ট গ্রহণ করে থাকেন, সেক্ষেত্রে তাকে

বাংলাদেশে ফেরানো চ্যালেঞ্জিং হবে বলে মনে করেন অনেকে। ”বেনজীর আহমেদ যদি দুবাইয়ে লিগ্যাল রেসিডেন্ট হন এবং এখানে তার কোনো অপরাধের অভিযোগ না থাকে, সেক্ষেত্রে উনার আইনজীবীরা হয়ত এই যুক্তিটা তুলে ধরতে পারেন, তখন বিষয়টা কঠিন হয়ে যাবে,„ বলছিলেন সংযুক্ত আরব আমিরাতের সংবাদ মাধ্যম গালফ নিউজের সাবেক অ্যাসোসিয়েট এডিটর এবং দ্য অ্যারাবিয়ান পোস্টের এক্সিকিউটিভ এডিটর সাইফুর রহমান। উদাহরণ হিসেবে তিনি ঢাকার স্পেশাল ব্রাঞ্চের পুলিশ পরিদর্শক মামুন ইমরান খান হত্যা মামলার অন্যতম আসামি রবিউল ইসলাম ওরফে আরাভ খানের মামলাটির কথা তুলে ধরেন।

২০২৩ সালে সংযুক্ত আরব আমিরাতের স্বর্ণ ব্যবসায়ী বাংলাদেশি নাগরিক রবিউল ইসলামের বিরুদ্ধে ইন্টারপোল রেড নোটিশ জারি করেছিল। কিন্তু ভারতীয় পাসপোর্ট থাকার কারণে পরবর্তীতে তাকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা যায়নি। তবে আইনজীবী মিজ আফরিন অবশ্য বলছেন, দুবাইয়ে বিনিয়োগকারী হলেও আইনি শিথিলতা পাওয়া যাবে, বিষয়টি এমন নয়। বরং বিষয়টি বাংলাদেশের কূটনৈতিক তৎপরতার ওপর অনেকটাই নির্ভর করবে বলে মনে করেন তিনি। বাংলাদেশ সরকার মনে করে যে, বেনজীর আহমেদকে দেশে ফেরত আনা কঠিন হবে না। ”চুক্তি থাকুক বা না থাকুক ইউএন চার্টার (সনদ) অনুসারে আমরা কিছু কিছু বিষয়ে স্বাক্ষরিত দেশ। সেখানে তারাও স্বাক্ষর করেছে। সে অনুসারে আগেও আসামি এসেছে, আমরাও পাঠিয়েছি। আমি মনে করি না, ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া জটিল হবে,„ সম্প্রতি সচিবালয়ে সাংবাদিকদের বলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। এক্ষেত্রে আইনি প্রক্রিয়া শেষ করে মি. আহমেদকে দেশে ফিরিয়ে আনতে কত সময় লাগতে পারে? ”যেহেতু প্রক্রিয়াটা মাত্র শুরু হলো, এখনই এটা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না,„ বলেন দুদক কর্মকর্তা আকতারুল ইসলাম। তবে সাবেক আইজিপিকে দেশে ফেরাতে আরও কয়েক মাস সময় লেগে যেতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা।

আগে ফিরেছে যারা

বাংলাদেশ পুলিশ অতীতে বিভিন্ন সময়ে শীর্ষ সন্ত্রাসী, হত্যা মামলা ও দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিসহ গুরুত্বপূর্ণ অপরাধীদের গ্রেফতারে ইন্টারপোলের কাছে সহায়তা চেয়েছে। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অপরাধীদের দেশে ফেরানো সম্ভব হয়নি। ফলে ইন্টারপোলের রেড নোটিশের তালিকায় এখনও অর্ধশতাধিক বাংলাদেশি নাগরিকের নাম রয়েছে। তাদের মধ্যে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যা মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত নূর চৌধুরী এবং রাশেদ চৌধুরীর বিরুদ্ধে ইন্টারপোল রেড নোটিশ জারি করলেও তাদের দেশে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়নি। আবার ২০০৭ সালে মুজিব হত্যা মামলার আরেক আসামি অবসরপ্রাপ্ত মেজর মহিউদ্দিনকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফিরিয়ে এনে দণ্ড কার্যকর করতে দেখা গেছে। ইন্টারপোল রেড নোটিশের পরপ্রেক্ষিতে বিদেশে পলাতক আরও বেশকিছু অপরাধীকে দেশে ফিরিয়ে আনার নজির বাংলাদেশে আছে। এমনকি সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকেও অপরাধী ফেরত আনার নজির অতীতে রয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে, সিকিউরিটি কো-অপারেশন অ্যাগ্রিমেন্ট এবং অ্যাগ্রিমেন্ট অন দ্য ট্রান্সফার অব সেনটেন্সড পারসনস নামে বাংলাদেশের সাথে সংযুক্ত আরব আমিরাতের দু'টি চুক্তি রয়েছে। এসব চুক্তির আওতায় একাধিক অপরাধীকে বাংলাদেশে ফেরানো হয়েছে। যেমন- নরসিংদীর শিবপুর উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান হারুনুর রশিদ খান হত্যা মামলার আসামিদের বিরুদ্ধে রেড নোটিশ জারির পর ২০২৩ সালের জুলাইয়ে মহসিন মিয়া নামে একজনকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়। চলতি বছরের গত ৬ মে তারিখে ওই হত্যাকাণ্ডের প্রধান অভিযুক্ত আরিফ সরকারকেও দুবাই থেকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়। এছাড়া নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে সংঘটিত আব্রাহাম খান হত্যা মামলার প্রধান আসামি মোবারক মণ্ডল হত্যাকাণ্ডের পর কাতারে পালিয়ে গিয়েছিলেন। পরবর্তীতে ইন্টারপোলের রেড নোটিশ জারির মাধ্যমে শনাক্ত করে চলতি বছরের ২৭ মে তাকেও দেশে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয় পুলিশ।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ৩১.০৭.২০২৬ নারগীস)

শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণের বিষয়টি পর্যালোচনা করা হচ্ছে, জানাল ভারত সরকার

ভারতে অবস্থানরত বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ঢাকায় ফেরত পাঠানোর আবেদন 'খতিয়ে দেখছে' বলে জানিয়েছে ভারত। সংসদ সদস্য ও কংগ্রেস নেতা শশী থারুরের নেতৃত্বাধীন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় কমিটি এই সংক্রান্ত একটি প্রশ্ন করেছিল সরকারকে। সরকারের উত্তর সম্বলিত রিপোর্টটি সংসদের উচ্চ ও নিম্ন দুই কক্ষেই পেশ করা হয়েছে বৃহস্পতিবার ৩০ জুলাই। 'ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক বিষয়ক রিপোর্টটি 'ডিজিটাল সংসদ' ওয়েবসাইটে শুক্রবার প্রকাশিত হয়েছে। ওই রিপোর্ট অনুযায়ী, সংসদীয় কমিটি সরকারের কাছে যে-সব বিষয় উত্থাপন করেছিল, তার অংশ হিসাবে লেখা হয়েছে, ”শেখ হাসিনার অনুপস্থিতিতে তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের পর বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে তাকে প্রত্যর্পণের যে অনুরোধ জানানো হয়েছে, কমিটি তা আমলে নিয়েছে এবং এ বিষয়ে সরকারের বিবেচনামূলক পদক্ষেপ সম্পর্কে কমিটিকে নিয়মিত অবহিত রাখার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।„ কমিটির প্রশ্নের উত্তরে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ”প্রযোজ্য আইন ও প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি অনুযায়ী ভারত সরকারের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ প্রত্যর্পণের অনুরোধটি পর্যালোচনা করছে। সুপারিশটি যথাযথভাবে অনুসরণের জন্য বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।„ শশী থারুরের নেতৃত্বাধীন কমিটি তাদের মন্তব্য শুরুই করেছিল যে, ”কমিটি লক্ষ্য করেছে

যে, বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারতে অবস্থান এবং এ বিষয়ে ভারতের গৃহীত পদক্ষেপ মূলত ভারতের সেই সভ্যতাগত মূল্যবোধ ও মানবিক ঐতিহ্যের ওপর ভিত্তি করে নেওয়া হয়েছে, যার আওতায় চরম দুর্দশা বা অস্তিত্বের সংকটের সম্মুখীন ব্যক্তিদের আশ্রয় প্রদান করা হয়।„ পূর্বে দেওয়া আশ্বাসের বিষয়ে সংসদীয় কমিটি লিখিত আকারে জানিয়েছে, ”কমিটিকে আরও অবহিত করা হয়েছে যে, ভারত সরকার তাকে কোনো রাজনৈতিক মঞ্চ প্রদান করেনি কিংবা ভারতীয় ভূখণ্ড থেকে কোনো ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার সুযোগও দেয়নি।„ অর্থাৎ ভারতের ভূখণ্ড থেকে তাকে নিজের দল ও দেশে কোনও রকম রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড যে করতে দেওয়া হয়নি, সেই বিষয়ে সরকারের দেওয়া তথ্যে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে সংসদীয় কমিটিটি।

এছাড়াও পররাষ্ট্র বিষয়ক সংসদীয় কমিটি এ-ও লক্ষ্য করেছে যে, ”এই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখার পাশাপাশি ভারত কঠোরভাবে এই নীতি মেনে চলেছে যে, ভারতের ভূখণ্ড থেকে অন্য কোনো দেশের বিরুদ্ধে কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতে দেওয়া হবে না।„ কমিটি সুপারিশ করছে যে, সরকার যেন ভারতের নিজস্ব মূল্যবোধ ও আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে তার নীতিগত ও মানবিক অবস্থান বজায় রাখে এবং একই সাথে এ ধরনের পরিস্থিতি অত্যন্ত সংবেদনশীলতার সাথে পরিচালনা করার বিষয়টিও নিশ্চিত করে।

ডিসেম্বরে বাংলাদেশে ফেরার কথা 'ঘোষণা' শেখ হাসিনার

বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী তথা আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা সম্প্রতি আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জানান, তিনি আগামী ডিসেম্বরে দলের নেতা-কর্মীদের সাথে নিয়ে দেশে ফেরার পরিকল্পনা করছেন এবং দেশে ফিরে তিনি আদালতে আত্মসমর্পণ করতে চান। তিনি আরও বলেন, দেশে ফিরলে তাকে গ্রেফতার করা হতে পারে, এমনকি ফাঁসিও দেওয়া হতে পারে, এটা জেনেও তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, কারণ ”আমাকে ফিরতেই হবে।„ প্রায় দু-বছর ধরে ভারতের মাটিতে থাকা শেখ হাসিনা নেতা-কর্মীদের নিয়ে ডিসেম্বরে বাংলাদেশে ফিরে আদালতে আত্মসমর্পণ করতে চান, তার এই বক্তব্য সামনে আসার পর বাংলাদেশের পাশাপাশি ভারতেও তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি হয়। কিন্তু ভারতে পর্যবেক্ষকরা এই বক্তব্যকে যত না একটি 'দেশে ফেরার সুনির্দিষ্ট ঘোষণা' বলে মনে করছেন, তার চেয়ে বেশি 'জল মাপার চেষ্টা' হিসেবেই দেখছেন। আনুষ্ঠানিকভাবে অন্তত শেখ হাসিনার ভারতে থাকা নিয়ে দিল্লির অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয়নি। গত কয়েকদিনের মধ্যে পররাষ্ট্র ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একাধিক শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা বিবিসিকে যা বলেছেন, তার মর্মার্থ- ভারত শেখ হাসিনাকে নিজে থেকে ডেকে এনে আশ্রয়ও দেয়নি, আবার এখন তাকে জোর করে তাড়িয়েও দিচ্ছে না। ”এখন পরিস্থিতি যাচাই করে তিনি যদি দেশে ফিরতে চান, ফিরবেন। আর যদি মনে করেন, ভারতেই এখন থাকবেন, তাহলে তাই। সত্যিই এ ব্যাপারে আমাদের নতুন করে কিছু বলার নেই,„- এমন মন্তব্যও করেছেন সাউথ ব্লকের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা।

দেশে ফিরলে শেখ হাসিনার ভবিষ্যৎ কী?

২০২৪ সালে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের বিভিন্ন ঘটনায় শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ জুড়ে ৬৬৩টি মামলা হয়েছে। এর মধ্যে শুধুমাত্র হত্যা মামলাই হয়েছে ৪৫৩টি, যার একটিতে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। ফলে আইনত আওয়ামী লীগের এই নেতা দেশে ফেরা মাত্রই গ্রেফতার হবেন। বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেছেন, শেখ হাসিনা দণ্ডপ্রাপ্ত। যদিও আইনজ্ঞরা বলছেন, রায় ঘোষণা হওয়ার পর আপিলের নির্ধারিত সময় পার হলেও শেখ হাসিনা যদি বাংলাদেশে ফিরে আসেন, আত্মসমর্পণ করে রায়ের বিরুদ্ধে তার আপিল করার সুযোগ আছে। সিনিয়র সাংবাদিক ও বিশ্লেষক মোজাম্মেল হোসেন মঞ্জুর মতে, শেখ হাসিনার অনুপস্থিতিতে অতি দ্রুত বিচারের বিষয়টি আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে আন্তর্জাতিক মহলেও গ্রহণযোগ্য হয়নি। এছাড়াও এই আদালতকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে শেখ হাসিনা যে চ্যালেঞ্জ করেছেন, সেই প্রশ্ন আন্তর্জাতিকভাবেও আছে। অন্যদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক ড. সাব্বীর আহমেদ বলছেন, শেখ হাসিনাকে ফেরার পর প্রথমেই তাকে আইনি লড়াইয়ে যেতে হবে।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ৩১.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

'ভাই, মায়ের নাম্বারটা লেখেন তো' মৃত্যু নিশ্চিত ভেবে গুলিবিদ্ধ তরুণের আকুতি, পরে কী হয়েছিল

”গুলিটা আমার কোমরের পেছনে একপাশে ঢুকে তেরছা হয়ে সামনে দিয়ে বেরিয়ে যায়। এইরকম একটা গুলি। কিন্তু আমার কাছে মনে হলো একটা পিঁপড়া কামড় দিয়েছে! তারপর হঠাৎ নিচে তাকিয়ে দিয়ে গলগল করে রক্ত পড়ছে।„ বিবিসি বাংলাকে নিজের আহত হওয়ার সেই ঘটনার বর্ণনা দিয়ে বলছিলেন বিশ বছর বয়সি শাকিল আহমেদ। তিনি ২০২৪ সালের ৪ আগস্ট মিরপুর দশ নম্বর গোলচত্বরের কাছে আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। তখন তিনি ছিলেন একটি কলেজের উচ্চমাধ্যমিকের শিক্ষার্থী। সেদিন তিনি মিরপুরে নিজেও ঘটনার ভিডিও ধারণ করছিলেন তার স্মার্টফোনে। বিক্ষোভের একপর্যায়ে গোলাগুলি শুরু হয়। শাকিল নিজেও গুলিবিদ্ধ হন। ”গুলি লাগার পর আমি চেষ্টা করছিলাম দূরে সরে আসার। কিন্তু এত রক্ত। আমার শরীর নিস্তেজ হয়ে যায়। বল পাই না, রাস্তায় পড়ে যাই। আমি ভেবেছিলাম, এটাই শেষ। মরে যাচ্ছি। ফলে যে দুয়েকজন আমাকে তুলতে আসে, তাদেরকে অনুরোধ করি আমার মায়ের মোবাইল

নাম্বারটা টুকে নিতে। যেন আমার লাশটা অন্তত মায়ের কাছে পৌছায়।„ গুলিবিদ্ধ শাকিলের মায়ের মোবাইল নাম্বার বলতে থাকার সেই ভিডিওটি পরে ছড়িয়ে পড়ে। অনেকেই ভেবেছিলেন, তিনি হয়ত মারা গিয়েছেন। ”কিন্তু আল্লাহর রহমতে আমি বেঁচে যাই। শরীরে ভয়ানক ক্ষতি হয়। পরে আমাকে সরকারিভাবে থাইল্যান্ডে নেওয়া হয় চিকিৎসার জন্য। কিন্তু আমার শরীরে যে ক্ষতি হয়েছে, সেটা মনে হয় আজীবন থেকে যাবে।„ বাংলাদেশে চব্বিশের জুলাই আন্দোলনে অংশ নিতে গিয়ে সরকারি হিসেবে মারা যায় আটশত তেতাল্লিশ জন। তবে আহত হয় বহুসংখ্যক। সংখ্যাটি চৌদ্দ হাজার তিনশত সাতষট্টি। এরমধ্যে দুই চোখ কিংবা অন্তত এক চোখ হারিয়েছেন পাঁচশত চারজন। এছাড়া পা কেটে ফেলতে হয়েছে অনেকের। সেই ক্ষত কিংবা পঙ্গু শরীর নিয়ে জীবন কাটাচ্ছেন আহতরা।

'ডাক্তার বলেছে আর ভালো হবে না'

শাকিল আহমেদের গুলি লাগার পর তাকে নেওয়া হয় হাসপাতালে। গুলিতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় তার পেশাব এবং পায়খানার রাস্তা। ”যাদের কোলন ক্যান্সার হয়, তাদের জন্য পেটের একপাশে বিশেষ ব্যাগ লাগানো হয় মলমূত্র ত্যাগের জন্য। আমার যেহেতু বাথরুমের রাস্তাটা নষ্ট হয়ে যায়, আমাকেও সেরকম ব্যবস্থাটা করে দেওয়া হয়েছিল। দেড় বছর এভাবে আমার চলেছে।„ শাকিলের অপারেশন হয়েছিল ৯টি। দেশে চিকিৎসার ভালো ব্যবস্থা না থাকায় তাকে নেওয়া হয় থাইল্যান্ডে। সবগুলো অপারেশন সেখানেই করা হয়। তিনি বলেন, ”নয় নম্বর অপারেশনের পরে তারা আমার এই ওয়াশরুমের রাস্তাটি খুলে দেয়। তারা ভেবেছিল ঠিক হয়ে গেছে। কিন্তু আসলে ঠিক হয়নি। পরে তারা বিকল্প পদ্ধতি নেয়। এই বিকল্প পদ্ধতির চিকিৎসা নিয়েই কষ্ট করে অসুস্থতা নিয়ে চলতে হচ্ছে।„ তবে শাকিলের সমস্যা শুধু সেখানেই আটকে থাকেনি। গুলির কারণে তার ডান পায়ের রগেও ইনফেকশন ধরা পড়ে। যার ফলে দীর্ঘদিন নিজ পায়ে দাঁড়িয়ে হাঁটতে পারেননি। ”আমার পায়ের উরুতে রক্তনালীর কিছু অংশ কেটে ফেলে দিতে হয়েছে। রগের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ফলে উপর থেকে রক্ত সরাসরি পায়ের নিচে যেতে পারে না। এতে করে পা অবশ হয়ে থাকে। ডাক্তার বলেছেন, এটা আর ভালো হবে না,„ বলেন শাকিল আহমেদ। মি. আহমেদ এখন হাঁটতে পারেন। তবে দুয়েক মিনিট হাঁটার পরই তাকে থেমে যেতে হয়। পায়ে ব্যথা হয়। এছাড়া দীর্ঘক্ষণ বসেও থাকতে পারেন না। তিনি বলেন, ”পায়ে সার্বক্ষণিক ঝিমঝিম করে। চিনচিন করে ব্যথা করতে থাকে। আমি যে-কোনো কাজ করবো বা কোনো চাকরি করবো, সেটাও সম্ভব হচ্ছে না।„

সন্তানকে 'স্পর্শ করে দেখার' চেষ্টা করেন চোখ হারানো সাব্বির

শাকিল আহমেদ যেদিন মিরপুরে গুলিবিদ্ধ হন, সেই একইদিনে ঢাকার কারওয়ানবাজারে আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন মাদ্রাসা শিক্ষার্থী সাব্বির আহমেদ। তিনি বলছিলেন, সেদিন হঠাৎ একটি গুলি 'উপর থেকে কিছুটা তেরছাভাবে' কপালের একপাশ দিয়ে ঢুকে চোখ দিয়ে বেরিয়ে যায়। গুলিতে তার চোয়ালের হাড় ভেঙে যায়। চোখ কোটর থেকে বেরিয়ে আসে। ”গুলিটা একটু অ্যাঙ্গেল হয়ে বের হয়ে যায়। চোখ দিয়ে বের হয়ে যায়। গুলিতে চোখটা বের হয়ে নিচে ঝুলতে থাকে।„ ”ডাক্তারের ভাষ্যমতে, এটা স্নাইপার শট ছিল। বড়ো বুলেট ছিল। আল্লাহপাক আমাকে বাঁচায় রাখছেন আরকি! ওই চোখটা তো গেছেই, পাশের চোখের যে নার্ভ, সেটাও নষ্ট হওয়ায় একসঙ্গে দুই চোখই আমার অন্ধ হয়ে গেছে!„ যোগ করেন সাব্বির আহমেদ। মি. আহমেদ বিবাহিত। আড়াই মাস আগে তিনি পুত্র সন্তানের বাবা হয়েছেন। গত মঙ্গলবার মগবাজার তার বাসায় গিয়ে দেখা যায়, আড়াই মাস বয়সি পুত্র সন্তানকে কোলে নিয়ে আদর করছেন তিনি। কখনও সন্তানের মাথা, হাত, পা স্পর্শ করে মূলত সন্তানকেই যেন দেখার চেষ্টা করছেন। ”এই যে আমার বাচ্চার মাথা। চুল নাই, চুল অনেক ছোটো ছোটো। এই যে কান, গাল।„ সন্তানকে স্পর্শ করতে করতে বলতে থাকেন মি. আহমেদ। ”আলহামদুলিল্লাহ! ছেলেটা সুন্দর হয়েছে! আমি শুনেছি!„ হাসতে হাসতে যোগ করেন সাব্বির আহমেদ। মি. আহমেদ জানান, বাইক তার খুব পছন্দ। সময় পেলেই ঘুরতে যেতেন। পাহাড়-নদী-সাগর খুব টানে তাকে। কিন্তু এখন আর এসব দেখার সুযোগ নেই। ”কালো রঙ ছিলো আমার সবচেয়ে প্রিয় কালার। এখনতো জগৎটাই কালো হয়ে গেছে। আমি যখন স্বপ্ন দেখি, তখন স্বপ্নে সবকিছু রঙিন দেখি। আজকেও ফজরের পরে স্বপ্ন দেখেছি। স্বপ্নে বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছি, ঘুরছি। কিন্তু ওই স্বপ্ন থেকে যখন ঘুমটা ভাঙছে, তখনই দিলের ভেতরে একটা চিনচিন করে ব্যথা শুরু হয়ে গেছে। ”স্বপ্নের ভেতরই তো ভালো ছিলাম। আরেকটু যদি ঘুমায় থাকতে পারতাম, তাহলে স্বপ্নটা হয়ত আরেকটু বড়ো হতো। ঘুমটা যদি না ভাঙতো, তাহলে স্বপ্নটা সুন্দর হতো„ আক্ষেপ করে বলতে থাকেন সাব্বির আহমেদ। তিনি জানান, নিজের সন্তানকে যে দেখতে পারছেন না, মা কে দেখতে পারছেন না- এই কষ্ট তাকে প্রতিনিয়ত কাঁদায়।

চেয়েছিলেন বিদেশ যেতে, হয়ে গেলেন পঙ্গু

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জের বাসিন্দা রাকিব হোসেন। পেশায় ইলেক্ট্রিশিয়ান। ইলেক্ট্রিশিয়ানের কাজ শিখে অপেক্ষায় ছিলেন বিদেশে যাওয়ার। চলছিল ভিসার প্রস্তুতি। এমন সময়ই শুরু হয় জুলাই আন্দোলন। চব্বিশের ১৬ জুলাই থেকে রাকিব হোসেন জড়িয়ে পড়েন আন্দোলনে। বন্ধুদের সঙ্গে প্রতিদিনই নামেন রাস্তায়। ২০ তারিখ এমনই এক বিক্ষোভের সময় বাম পায়ে গুলি লাগে তার। রাকিব বলছিলেন, ”আমি একটু পেছনেই আছিলাম। এমনকি গুলি যে লাগছে, সেটাও

টের পাই নাই প্রথমে। যখন আমি দৌড়ায়া আরো পেছনে যাওয়ার চেষ্টা করছি, তখনই বুঝতে পারি যে, পা নড়ে না। নিচে তাকায় দেখি যে, আমার পা ছিদ্র হয়ে গেছে। আর রক্ত পড়তেছে। তখনই আমি অজ্ঞান হয়ে যাই।„ প্রথম দফায় স্থানীয় একটি হাসপাতাল, তারপর ঢাকা মেডিকেল, হৃদরোগ হয়ে পঙ্গু হাসপাতাল- রাকিবকে নিয়ে সবখানে ছোটাছুটি করেন তার বাবা-মা। তবে শেষপর্যন্ত পা আর বাঁচানো যায়নি। ”পঙ্গুতে ডাক্তার বলছিল, যদি প্রথম ছয় ঘণ্টার মধ্যে অপারেশন করা যাইতো, তাহলে পা কাটা লাগতো না। কিন্তু আমার অপারেশন হইছে আঠারো ঘণ্টা পর। ততক্ষণে ইনফেকশন হয়ে গেছে। ফলে বাম পা কাইটা দেওয়া লাগছে,„ বলেন রাকিব হোসেন। মি. হোসেন চেষ্টা করছিলেন বিদেশে যাওয়ার। এখন বিদেশ তো দূরের কথা। কাজই করতে পারেন না। স্ত্রী এবং বাবা-মা নিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন সংসার চালাতে। রাকিব হোসেন আক্ষেপ করে বলেন, ”আমি সরকার থেইকা ভাতা পাই ১৫ হাজার টাকা। কিন্তু এইটা দিয়া তো চলে না। আমার এক পা নাই। কত জায়গায় গেছি কাজের জন্য। কেউ কাজ দেয় না। এই অবস্থায় ইলেক্ট্রিকের কাজও করা যায় না।„ (বিবিসি ওয়েব পেজ : ৩১.০৭.২০২৬ নারগীস)

রেডিও তেহরান

নয়া দিল্লির জন্য শেখ হাসিনা এখন যেন এক রাজনৈতিক ভূত

নয়া দিল্লির জন্য শেখ হাসিনা এখন যেন এক রাজনৈতিক ভূত। ক্ষমতাচ্যুত দেশে ব্যাপকভাবে অজনপ্রিয় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে মানবতাবিরোধী অপরাধী মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত কিন্তু তবুও বাংলাদেশের রাজনীতিতে তার নাম এখনও আলোড়ন তুলতে সক্ষম। ভারত আজ পরীক্ষা করে দেখছি এই ভূতের রাজনৈতিক কার্যকারিতা কতটা অবশিষ্ট আছে। সম্প্রতি ১৯৮১ সালে জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডে দণ্ডিত কলাত্মক আসামী মেজর মোজাফফর হোসেন কে গোয়েন্দা পুলিশের মধ্যরাতের অভিযানে গ্রেফতার করার ঘটনা সেই পুরনো ইতিহাসকে আবারও সামনে নিয়ে এসেছে। ৪ দশকেরও বেশি সময় সামরিক আদালতের সাজা এড়িয়ে ভারতের আশ্রয়ে থাকা এই ব্যক্তির গ্রেপ্তার কেবল একটি বিচারিক অধ্যায়ের সমাপ্তি নয়। এটি বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের বহু বিতর্কিত সন্দেহ ও ভূরাজনৈতিক বাস্তবতাকে নতুন করে আলোচনায় নিয়ে এসেছে। ১৯৮১ সালের মে মাসে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান রাজনৈতিক পুনর্মিলনের প্রত্যাশায় ভারতে নির্বাসিত শেখ হাসিনার দেশে ফেরার পথ সুগম করেছিলেন। তার ধারণা ছিল আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব দেশে ফিরলে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া শক্তিশালী হবে। কিন্তু শেখ হাসিনা দেশে ফেরার মাত্র দুই সপ্তাহ পরে এক সামরিক অভ্যুত্থানে জিয়াউর রহমান নিহত হন। এই দুর্ঘটনার মধ্যে সরাসরি সম্পর্কের প্রমাণ কখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তবুও বাংলাদেশের রাজনৈতিক চেতনায় দীর্ঘদিন ধরে একটি শক্তিশালী ধারণা রয়ে গেছে যে সীমান্তপাড়ের আশ্রয় অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্র এবং দিল্লির কৌশলগত হিসেব-নিকেশ কখনো কখনো বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রতিপথকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। প্রায় ৪৫ বছর পর ইতিহাস যেন এক ভিন্ন রূপে ফিরে এসেছে। ২০২৪ সালের জুলাইয়ের গণঅভ্যুত্থানে দীর্ঘ এক দশকেরও বেশি সময়ের কর্তৃত্ববাদী শাসনের অবসান ঘটে এবং শেখ হাসিনা ভারতে পালিয়ে যান। বর্তমানে তিনি ভারতের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থার আওতায় অবস্থান করছেন। মানবতা বিরোধী অপরাধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের রায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত হওয়ার পরেও রাইটার্সকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি ডিসেম্বরের মধ্যে বাংলাদেশের ফেরার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। এই বক্তব্য নিছক ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা নয় গরম নিজেকে আবারও সম্ভাব্য রাজনৈতিক প্রত্যাবর্তনের প্রতীক হিসেবে তুলে ধরার একটি প্রচেষ্টা বলেই অনেক পর্যবেক্ষক মনে করেন।

তবে বাস্তবতা হচ্ছে শেখ হাসিনার রাজনৈতিক প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা অত্যন্ত সীমিত। দীর্ঘ শ্বাসনাআমলে গুম বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বিরোধী দলের উপর দমনপীড়ন নির্বাচন ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন এবং শেষ পর্যন্ত ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের রক্তাক্ত প্রেক্ষাপট তার রাজনৈতিক গ্রহণযোগ্যতাকে গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। ফলে দেশে তার প্রত্যাবর্তন কেবল আইনগতভাবেই জটিল নয় রাজনৈতিকভাবেও অত্যন্ত কঠিন তা সত্ত্বেও তার নাম এবং বক্তব্য এখনো জনমতকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা রাখে। ভারত সম্ভবত সেই মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবের পরিধি যাচাই করছে। এই প্রেক্ষাপটে বিএনপি একটি জটিল রাজনৈতিক সমীকরণের মুখোমুখি। শেখ হাসিনার প্রত্যাবর্তনের ইঙ্গিত বা তাকে ঘিরে যেকোন বিতর্ক স্বাভাবিকভাবেই বিএনপির উপর চাপ সৃষ্টি করে। কারণ দলটিকে একইসঙ্গে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি অঙ্গীকার আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধা এবং জনগণের আবেগ এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হয়। অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া দেখালে আওয়ামী লীগ আবারো রাজনৈতিকভাবে নিজেদের নিপীড়িত হিসেবে তুলে ধরার সুযোগ পেতে পারে। আবার নীরব দর্শক থাকলেও সমর্থকদের একাংশের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হতে পারে। ফলে শেখ হাসিনাকে ঘিরে প্রতিটি ইস্যুই বিএনপি'র জন্য একটি কৌশলগত পরীক্ষায় পরিণত হচ্ছে। অন্যদিকে ভারতের জন্য পরিস্থিতি সহজ নয়।.গত দেড় দশক ধরে বাংলাদেশের সঙ্গে দিল্লির সম্পর্ক বাংলাদেশের সঙ্গে শেখ হাসিনা কেন্দ্রিক ছিল। নিরাপত্তা সহযোগিতা সীমান্ত ব্যবস্থাপনা বিচ্ছিন্নতাবাদ বিরোধী সমন্বয় এবং আঞ্চলিক সংযোগের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ভারত তার সরকারের উপর নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু ক্ষমতা পরিবর্তনের পর সেই কাঠামো ভেঙে গেছে। ফলে

ভারত এখন এমন একটি বিকল্প কৌশল খুঁজছে যার মাধ্যমে শেখ হাসিনা পরবর্তী বাংলাদেশের সঙ্গে সম্ভব হবে। এই বাস্তবতায় শেখ হাসিনার মাঝে মাঝে দেয়া বক্তব্য তার সম্ভাব্য প্রত্যাবর্তনের ইঙ্গিত কিংবা তার রাজনৈতিক উপস্থিতি সবকিছুই দিল্লির জন্য এক ধরনের কৌশলগত সম্পদ হিসেবে ব্যবহার হতে পারে। যদিও সে সম্পদের কার্যকারিতা ক্রমশ কমে আসছে। মেজর জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত মোজাফফর হোসেনের গ্রেফতার ও এই বৃহত্তর প্রেক্ষাপট থেকে বিচ্ছিন্ন নয়।

৪ দশকেরও বেশি সময় ভারতে আশ্রয় থাকার পর তার দেশে ফিরে আসা এবং গ্রেফতার হওয়া অতীতের অসমাপ্ত প্রশ্নগুলোকে আবার সামনে নিয়ে এসেছে। এটি একই সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দেয় যে বাংলাদেশ ভারত সম্পর্কের ইতিহাসে সীমান্তের ওপারে রাজনৈতিক আশ্রয় নিরাপত্তা ও বিচার বিষয়ক ইস্যুগুলো বহুবার দুই দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। সবমিলিয়ে শেখ হাসিনার সাম্প্রতিক বক্তব্যকে শুধুমাত্র একজন ক্ষমতাচ্যুত নেত্রীর ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা হিসেবে দেখলে পুরো চিত্রটি বোঝা যাবে না। এটি বৃহত্তর ভূরাজনৈতিক বাস্তবতার একটি অংশ যেখানে ভারত বাংলাদেশের নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে। বিএনপি রাজনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে এবং বাংলাদেশের জনগণ অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে ভবিষ্যতের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার পথ খুঁজছে। শেখ হাসিনার প্রত্যাবর্তন বাস্তবের যতই বাস্তব মনে হোক না কেন তার নাম এখনো একটি প্রতীক যা দিল্লির কৌশল বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি এবং দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষমতার ভারসাম্য নিয়ে চলমান বিতর্ককে নতুন করে উসকে দিতে সক্ষম। সেই অর্থে নয়াদিল্লির অনুসন্ধান কোন জীবিত রাজনৈতিক শক্তিকে কেন্দ্র করে নয় বরং এমন এক ব্যবহারযোগ্য ভূতকে ঘিরে যার বাস্তব ক্ষমতা ক্ষয়প্রাপ্ত হলেও প্রতীকী উপস্থিতি এখনো রাজনৈতিক আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে।(রেডিও তেহরান ২০৩০ ঘ, ৩১.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

ডয়চে ভেলে

শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের অনুরোধ খতিয়ে দেখছে ভারত

শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের বিষয়ে ঢাকার অনুরোধ নয়াদিল্লির `সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ খতিয়ে দেখছে'। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে পররাষ্ট্রবিষয়ক সংসদীয় কমিটিকে এ কথা জানানো হয়েছে।টাইমস অব ইন্ডিয়ার প্রতিবেদনকে উদ্ধৃত করে এ খবর জানিয়েছে ডয়চে ভেলের কন্টেন্ট পার্টনার প্রথম আলো। টাইমস অব ইন্ডিয়ার প্রতিবেদন অনুযায়ী, গতকাল বৃহস্পতিবার (৩০ জুলাই) সংসদীয় কমিটি তাদের প্রতিবেদন লোকসভায় উপস্থাপন করে। প্রতিবেদনে পররাষ্ট্রবিষয়ক কমিটির নবম প্রতিবেদনের সুপারিশ ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে সরকারের নেওয়া পদক্ষেপ তুলে ধরা হয়। এ কমিটির চেয়ারপার্সন কংগ্রেসের সংসদ সদস্য শশী থারুর। `ভারত–বাংলাদেশ সম্পর্কের ভবিষ্যৎ' শীর্ষক ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, বিদ্যমান আইন ও প্রচলিত প্রক্রিয়া অনুসারে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের বিষয়ে বাংলাদেশের অনুরোধ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ খতিয়ে দেখছে।nশেখ হাসিনার অনুপস্থিতিতে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার পর তাকে ফেরত পাঠাতে বাংলাদেশ যে অনুরোধ করেছে, সে বিষয়টি জানার পর বিষয়টি পর্যালোচনার অগ্রগতি সম্পর্কে সরকারের কাছে জানতে চেয়েছিল পার্লামেন্টারি কমিটি। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মুখে ২০২৪ সালের আগস্টে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে ভারতে আশ্রয় নেন শেখ হাসিনা। এরপর থেকে তিনি সেখানেই রয়েছেন। শেখ হাসিনার ক্ষমতাচ্যুতির পর অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের অবনতি ঘটে। শেখ হাসিনাকে ফেরত পাঠাতে অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে নয়াদিল্লিকে অনুরোধ জানানো হয়েছিল।এ বছরের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি সরকার গঠনের পরও দিল্লিকে একই অনুরোধ জানানো হয়েছে।

ভারত থেকে শেখ হাসিনার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার প্রসঙ্গ

ভারতে অবস্থানরত শেখ হাসিনা ভার্চুয়ালি দলীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করছেন, নানা বিবৃতিও আসছে তার নামে। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমকে তিনি সাক্ষাৎকারও দিচ্ছেন। তবে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে দাবি করা হচ্ছে, শেখ হাসিনাকে কোনো রাজনৈতিক কার্যক্রম চালানোর সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। লোকসভার পররাষ্ট্রবিষয়ক সংসদীয় কমিটি বলেছে, ``চরম সংকট বা অস্তিত্বের হুমকির মুখে থাকা ব্যক্তিদের আশ্রয় দেওয়ার ভারতের মানবিক ঐতিহ্য ও সভ্যতাগত মূল্যবোধের অংশ'' হিসেবে শেখ হাসিনাকে সেখানে থাকার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। লোকসভার পররাষ্ট্রবিষয়ক সংসদীয় কমিটি আরো বলেছে, ভারত সরকার স্পষ্ট করেছে কোনো রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম বা ভারতীয় ভূখণ্ড ব্যবহার করে শেখ হাসিনাকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালানোর কোনো সুযোগ দেওয়া হয়নি। অন্য কোনো দেশের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য নিজেদের ভূখণ্ড ব্যবহার করতে না দেওয়ার যে নীতি ভারত অনুসরণ করে আসছে, তার কথাও উল্লেখ করেছে সংসদীয় কমিটি। পাশাপাশি সুপারিশ করেছে, সে বিষয়ে ভারত সরকার যেন নীতিনিষ্ঠ ও মানবিক অবস্থান বজায় রাখে এবং একই সঙ্গে যথাযথ সংবেদনশীলতা ও ভারতের আন্তর্জাতিক দায়িত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এ ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলা করে। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ৩১.০৭.২০২৬ রনি)

বাংলাদেশকে নিয়ে সৌদি আরবের সামুদ্রিক প্রতিরক্ষা জোট

লোহিত সাগরে বাব আল-মান্দাব প্রণালীর আশপাশে নৌ-চলাচলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশসহ অন্তত ১৪টি দেশকে নিয়ে একটি সামুদ্রিক প্রতিরক্ষা জোট গঠন করছে সৌদি আরব। সৌদি আরবের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এ তথ্য জানিয়েছে। মন্ত্রণালয়ের পক্ষে প্রকাশ করা এক যৌথ বিবৃতিতে জানানো হয়, এই জোটে থাকবে ১৪টি দেশ। দেশগুলো হলো, বাহরাইন, বাংলাদেশ, জিবুতি, মিশর, জর্ডান, কুয়েত, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান, কাতার, সোমালিয়া, সুদান, তুরস্ক, ইয়েমেন ও সৌদি আরব। যৌথ বিবৃতি অনুযায়ী এই জোটের লক্ষ্য ``সামুদ্রিক নিরাপত্তা জোরদার করা, নৌ-চলাচলের স্বাধীনতা রক্ষা করা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-পথ ও জ্বালানি সরবরাহ-ব্যবস্থা সুরক্ষিত করা এবং বাব আল-মান্দাব প্রণালী, লোহিত সাগর ও এডেন উপসাগরে যৌথ সামুদ্রিক স্বার্থ রক্ষা করা।'' সৌদি আরবের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় আরো জানিয়েছে, গতকাল বৃহস্পতিবার রিয়াদে এই জোট নিয়ে আয়োজিত এক বৈঠকে ৫১টি দেশ ও সংস্থাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। ৪৩টি দেশের প্রতিনিধি এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)-র একটি প্রতিনিধিদল তাতে অংশ নেয়। ৪৩টির মধ্যে ১৪টি দেশ জোট গঠনের বিষয়ে তাদের সমর্থন নিশ্চিত করেছে। বাকি দেশগুলোও তা নিশ্চিত করার প্রক্রিয়ায় রয়েছে বলেও যৌথ বিবৃতিতে দাবি করা হয়।গত সপ্তাহে বিশ্বের শীর্ষ তেল রপ্তানিকারক দেশ সৌদি আরবের ওপর সামুদ্রিক অবরোধ আরোপের ঘোষণা দেয় হুতি। একই সঙ্গে ইয়েমেনের ইরান-সমর্থিত এ গোষ্ঠী লোহিত সাগরে সৌদি আরবের তেলের ট্যাঙ্কার ও তেল অবকাঠামো লক্ষ্য করে হামলা করেছে বলেও দাবি করে। এরপরই এই জোট গঠনের উদ্যোগ নিলো সৌদি আরব। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ৩১.০৭.২০২৬ রনি)

খুলনায় গুলিতে যুবক মৃত

খুলনায় দুর্বৃত্তদের গুলিতে এক তরুণ নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত সোয়া ১২টার দিকে নগরের দক্ষিণ টুটপাড়া বড় খালপাড় এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। নিহত তরুণের নাম মো. ইসমাইল (৩২)। তিনি ওই এলাকার শাজাহান ওরফে পাগলা শাজাহানের ছেলে। খুলনা সদর থানা পুলিশ জানায়, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, দুর্বৃত্তরা ইসমাইলকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। এতে তিনি মাথায় গুলিবিদ্ধ হন। পরে মৃত্যু নিশ্চিত করতে তার মাথায় ধারালো অস্ত্র দিয়েও আঘাত করা হয়েছে বলেও ধারণা পুলিশের। গুরুতর আহত অবস্থায় ইসমাইলকে উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। খুলনা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শফিকুল ইসলাম বলেন, ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে আলামত সংগ্রহ করা হয়েছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। পুলিশের ভাষ্য, ইসমাইলের বিরুদ্ধে হত্যাসহ একাধিক মামলা বিচারাধীন। তিনি মাদক কারবার ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলেও দাবি পুলিশের। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ৩১.০৭.২০২৬ রনি)

বাংলাদেশে চাকরির প্রতি পদে প্রতিযোগী বেড়ে ২৮৭ জন

করোনাভাইরাস মহামারির পর থেকে বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক শ্রমবাজারে প্রতি শূন্য পদে প্রতিযোগিতা প্রায় ৬৬ শতাংশ বেড়েছে। উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের (বিআইডিএস) সাম্প্রতিক এক গবেষণায় এমন তথ্যই উঠে এসেছে। গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, স্থানীয় ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ধাক্কায় নিয়োগ সংকুচিত হওয়ায় বর্তমানে প্রতিটি শূন্য পদের বিপরীতে ২৮৭ জন আবেদনকারী প্রতিযোগিতা করছেন, যা মহামারি শুরুর আগে ছিল ১৭৩ জন। ২০১৫ সালের জুন থেকে ২০২৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৫৪৭ সপ্তাহের তথ্য নিয়ে দেশের অন্যতম বড় একটি অনলাইন জব পোর্টালের ওপর এই গবেষণা পরিচালনা করা হয়। বৃহস্পতিবার এক সেমিনারে বিআইডিএসের গবেষণা পরিচালক অধ্যাপক অতনু রাব্বানী এ প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। গবেষণার সময়ে ওই জব পোর্টালে প্রতি সপ্তাহে গড়ে ১ হাজার ১৫৪টি চাকরির বিজ্ঞপ্তি, ৩ হাজার ৬৪৬টি শূন্য পদ এবং প্রায় ৬ লাখ ৯৭ হাজার আবেদন জমা পড়েছিল। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ৩১.০৭.২০২৬ রনি)

রাহুল গান্ধীর মতো শাহের পদত্যাগ দাবি অভিজিৎ দীপকের

বিরোধী নেতা রাহুল গান্ধীর মতোই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর পদত্যাগ দাবি করলেন ককরোচ জনতা পার্টির নেতা অভিজিৎ দীপকে। তার দাবি, গত ২০ জুলাই সংসদ অভিযানে পুলিশের বাড়াবাড়ি অমিত শাহর নির্দেশেই হয়েছিল। মহারাষ্ট্রের সম্ভাজিনগরে দীপকে সাংবাদিকদের বলেছেন, যেভাবে শিক্ষার্থীরা আক্রান্ত হয়েছে, তাদের রক্তপাত হয়েছে, সেটা অমিত শাহর নির্দেশ ছাড়া হতে পারত না। দীপকে জানিয়েছেন, তিনি রাহুল গান্ধীর দাবি সমর্থন করছেন। অমিত শাহর পদত্যাগ করা উচিত। গত বুধ ও বৃহস্পতিবার রাহুল গান্ধী লোকসভায় অমিত শাহর পদত্যাগ দাবি করেছেন। এবার ককরোচ জনতা পার্টির নেতাও একই দাবি করলেন। দীপকে বলেছেন, সিজেপি বিদেশ থেকে অর্থসাহায্য পায় বলে যে অভিযোগ উঠেছে, তা ভিত্তিহীন। অমিত শাহ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থাকার সময় সিজেপি যদি বিদেশ থেকে অর্থসাহায্য পায়, তাহলে সেটাও তো তার ব্যর্থতা। তাহলে তিনি কীসের চানক্য।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ৩১.০৭.২০২৬ রনি)

এনএইচকে

পাকিস্তান-নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে নির্বাচন নিয়ে সংঘর্ষে ৩০ জনেরও বেশি নিহত: বার্তা সংস্থা রয়টার্স

বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, পাকিস্তান-শাসিত কাশ্মীরে আঞ্চলিক নির্বাচন চলাকালীন বিক্ষোভকারী ও নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষে ৩০ জনেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন। সোমবার অনুষ্ঠিত একটি স্থানীয় আইনসভার ভোটের পর এই সহিংসতার ঘটনা ঘটে বলে জানা গেছে। প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, নির্বাচনি সংস্কারের দাবিতে বিক্ষোভকারীরা একটি শহরের আশপাশে নিরাপত্তা কর্মীদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। সেখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়নি, কারণ কর্তৃপক্ষ স্থানীয় ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে রেখেছে। তবে রয়টার্স একটি প্রতিবাদী গোষ্ঠীর উদ্ধৃতি দিয়ে জানায় যে, মৃতের সংখ্যা ৩০ ছাড়িয়ে গেছে। এদিকে, স্থানীয় গণমাধ্যম নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের উদ্ধৃতি দিয়ে জানাচ্ছে, নিরাপত্তা কর্মীদের একজন নিহত হয়েছেন। যে প্রতিবাদী দলটি নির্বাচনি সংস্কার এবং স্থানীয় রাজনীতিবিদদের বিশেষ সুবিধা বিলোপের দাবি জানাচ্ছে, সেটিকে গত মাসে একটি অবৈধ সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। গত মাসে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে তাদের সংঘর্ষটিও প্রাণঘাতী রূপ নিয়েছিল। এই অঞ্চলের অন্যান্য এলাকায় আগস্ট মাসে আরও কয়েক দফা ভোটগ্রহণের কথা থাকায় নতুন সংঘর্ষের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। (এনএইচকে ওয়েব পেজ: ৩১.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

জাগো নিউজ

নিবন্ধনে ভাটা, এবারও কমতে পারে হজযাত্রী

আগামী বছরের হজের প্রাথমিক নিবন্ধন শুরুর পাঁচদিন পেরিয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত নিবন্ধন করেছেন মাত্র ৭৩ জন। তাদের সবাই সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজে যেতে আগ্রহী। বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় এখনো একজনও প্রাথমিক নিবন্ধন করেননি। হজ এজেন্সির মালিকরা বলছেন, বিমান ভাড়া কিছুটা কমলেও সৌদি আরবে আবাসন, পরিবহন ও অন্যান্য সেবার ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় হজের সার্বিক ব্যয় কমেনি। এর সঙ্গে দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিও খুব একটা অনুকূলে নয়। ফলে গত দুই বছরের মতো ২০২৭ সালেও বাংলাদেশ থেকে হজযাত্রীর সংখ্যা আরও কমতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন তারা। চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী বছরের ১৫ মে (৯ জিলহজ ১৪৪৮ হিজরি) পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশ থেকে এক লাখ ২৭ হাজার ১৯৮ জন হজযাত্রী হজ পালনের সুযোগ পাবেন। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোর অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, হজের কোটা অপরিবর্তিত থাকলেও সেই কোটা পূরণ করা ক্রমেই কঠিন হয়ে পড়ছে। ২০২৭ সালের হজের জন্য প্রাথমিক নিবন্ধন শুরু হয়েছে গত ২৭ জুলাই। সৌদি আরবের রোড ম্যাপ অনুযায়ী, সরকারি ও বেসরকারি উভয় ব্যবস্থাপনায় আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রাথমিক নিবন্ধন করা যাবে। প্রাথমিক নিবন্ধন ফি নির্ধারণ করা হয়েছে ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা। শুক্রবার (৩১ জুলাই) পর্যন্ত প্রাথমিক নিবন্ধনের প্রথম পাঁচদিনে মোট ৭৩ জন হজযাত্রী নিবন্ধন করেছেন। তাদের সবাই সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজে যাওয়ার জন্য নিবন্ধন করেছেন। বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় এখন পর্যন্ত একজনও প্রাথমিক নিবন্ধন করেননি। ধর্ম মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, প্রাক-নিবন্ধিত ব্যক্তিরা চাইলে ঘোষিত হজ প্যাকেজের সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ করে একই সঙ্গে চূড়ান্ত নিবন্ধন সম্পন্ন করতে পারবেন। অন্যথায়, আগামী ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে প্যাকেজের অবশিষ্ট অর্থ পরিশোধ করে চূড়ান্ত নিবন্ধন করতে হবে। ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মুন্সী আলাউদ্দিন আল আজাদ জাগো নিউজকে বলেন, `সৌদি আরবের নির্ধারিত রোডম্যাপ অনুযায়ী প্রতিটি ধাপ সম্পন্ন করতে হয়। ফলে নিবন্ধনের সময় বাড়ানোর সুযোগ নেই। যারা হজে যাবেন, তারা অনেক আগে থেকেই নিয়ত করে রাখেন। ঘোষণার অপেক্ষায় ছিলেন। তাই নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই তারা নিবন্ধন করবেন।,হজযাত্রী নিবন্ধনের সময় কম থাকায় এটি বড় চ্যালেঞ্জ হবে কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, কিছু এজেন্সি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে হজে যাওয়ার জন্য। তবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই নিবন্ধন শেষ করতে হবে। নিবন্ধনের সময় বাড়ানো হতে পারে কি না, জানতে চাইলে ধর্ম সচিব বলেন, `সুযোগ নেই। সৌদি আরবের একটি রোডম্যাপ রয়েছে। কোন সময় কোন ধাপ সম্পন্ন হবে, তা নির্ধারিত।, হজ এজেন্সি মালিকরা জানিয়েছেন, সৌদি সরকার প্রতি বছরই হজ ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন আনছে। এবারও বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনায় খরচ বেড়ে গেছে। এর প্রভাব পড়বে হজযাত্রীর সংখ্যায়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:৩১.০৭.২০২৬ রিহাব)

উগ্রবাদ ও মৌলবাদকে কোনোভাবেই প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না: মির্জা ফখরুল

সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কার্যকর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দিয়েছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী এবং বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তার ভাষ্য, দেশে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে ধর্মীয় অধিকারসহ সব নাগরিকের অধিকারই সুরক্ষিত থাকবে। শুক্রবার (৩১ জুলাই) রাজধানীতে সনাতন পরিষদ আয়োজিত `সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বিধান, শীর্ষক মতবিনিময় সভা ও প্রতিনিধি সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী বিজন কান্তি সরকার অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। বক্তব্যের শুরুতে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে মির্জা ফখরুল বলেন,

বাংলাদেশ বহু শতাব্দীর সম্প্রীতির দেশ। এখানে ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজনের প্রশ্ন আসা উচিত নয়। এই ভূখণ্ডে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ একসঙ্গে বসবাস করে আসছেন। তিনি জানান, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মূল লক্ষ্য ছিল এ দেশের মানুষের স্বাধীনতা, মুক্তি ও অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত করা। একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের মধ্য দিয়ে মানুষের বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করাই ছিল সেই সংগ্রামের উদ্দেশ্য। কিন্তু স্বাধীনতার পর সেই গণতান্ত্রিক চেতনা ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। মির্জা ফখরুল উল্লেখ করেন, স্বাধীনতার পর দায়িত্বপ্রাপ্তরা গণতন্ত্রের পরিবর্তে একদলীয় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার মতে, দেশের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হলো একটি শক্তিশালী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তুলতে না পারা। গণতন্ত্র থাকলে নাগরিকের ব্যক্তিগত, ধর্মীয় ও সাংবিধানিক অধিকার সুরক্ষিত থাকতো। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিষয়ে সরকারের পদক্ষেপ তুলে ধরে তিনি বলেন, এই সরকার প্রথমবারের মতো প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী হিসেবে একজনকে নিয়োগ দিয়েছে, যিনি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিষয়গুলো দেখভাল করছেন। এ নিয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সংগঠনের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠক হয়েছে। সনাতন পরিষদের সঙ্গে এটাই প্রথম আনুষ্ঠানিক বৈঠক হলেও অন্য সংগঠনগুলোর সঙ্গে নিয়মিত আলোচনা হয়েছে। বিএনপি অতীতে বিরোধীদলে থাকাকালে জন্মাষ্টমী ও দুর্গাপূজাসহ বিভিন্ন ধর্মীয় আয়োজনে অংশ নিয়েছে উল্লেখ করে মির্জা ফখরুল বলেন, এবার জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য দেওয়া মনোনয়নের মধ্যে সনাতন ধর্মাবলম্বী, মতুয়া সম্প্রদায়, সমতলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সবাইকে নিয়ে রাজনীতি করার যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, সেটিকেই তাদের `৩১ দফার রেইনবো স্টেট, ধারণা হিসেবে দেখা হচ্ছে। সভায় উত্থাপিত বিভিন্ন সমস্যার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এর অধিকাংশই বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেওয়ার আগের ঘটনা। সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর সব ধর্মের মানুষের জীবন, সম্পদ ও ধর্মীয় অধিকার রক্ষায় সচেতনভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। স্থানীয় সরকারমন্ত্রী জানান, দুর্গাপূজার সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীরা পূজামণ্ডপে উপস্থিত ছিলেন, যাতে কোনো দুর্বৃত্ত সুযোগ নিতে না পারে। রথযাত্রাসহ বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সরকার ও দলীয় নেতাদের উপস্থিতির কথাও উল্লেখ করেন তিনি। তার ভাষ্য, সরকারের উদ্দেশ্য হলো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ যেন নিরাপদ বোধ করেন। অতীত নিয়ে বেশি না ভেবে সামনে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়ে মির্জা ফখরুল বলেন, বারবার অতীতের নির্যাতনের প্রসঙ্গ টেনে আনলে এগোনো কঠিন হয়ে পড়ে। তবে তিনি অভিযোগ করেন, একটি মহল সচেতনভাবে ধর্মের নামে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করছে। এ বিষয়ে সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান তিনি। বিগত নির্বাচনে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সমর্থনের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তিনি বলেন, তারা এই সম্প্রীতির পরিবেশ বজায় রাখতে চান। নিজের নির্বাচনি এলাকার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, তার নির্বাচনি এলাকায় প্রায় এক লাখ ৩৫ হাজার সংখ্যালঘু ভোটার রয়েছেন এবং তিনি প্রায় এক লাখ ভোটের ব্যবধানে নির্বাচিত হয়েছেন। সেখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে তাদের সমস্যার সমাধানে কাজ করা হয়েছে। সনাতন পরিষদের নেতাদের উদ্দেশ্যে মির্জা ফখরুল বলেন, শুধু অভিযোগ করলেই হবে না, নিজেদের উপস্থিতিও দৃশ্যমান করতে হবে। ভবিষ্যতে প্রতিনিধিদের নিয়ে সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, আলোচনা করেই সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সমাধানের চেষ্টা করা হবে। সংখ্যালঘু শব্দ ব্যবহারের প্রসঙ্গে বিএনপির প্রয়াত চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার বক্তব্য স্মরণ করে মির্জা ফখরুল বলেন, তিনি কখনো তাদের সংখ্যালঘু মনে করতেন না; বরং এই দেশের সমান অধিকারসম্পন্ন সন্তান হিসেবে দেখতেন। তিনি বলেন, নিজের অধিকার দাবি করতে হলে সেটি জোরালোভাবে তুলে ধরতে হবে। দেশের বর্তমান পরিস্থিতি প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, ১৫ বছরে গণতন্ত্র ধ্বংস হয়েছিল। এখন আবার গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার সুযোগ এসেছে। সেই সুযোগ কাজে লাগানোর আহ্বান জানান তিনি। বক্তব্যের একপর্যায়ে কাজী নজরুল ইসলামের কবিতার পঙিক্ত- `হিন্দু না ওরা মুসলিম? ওই জিজ্ঞাসে কোন জন? কাণ্ডারী! বল ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার,- উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, বাংলাদেশের সব মানুষ একই মায়ের সন্তান। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ এবং জুলাই আন্দোলন- দুই ইতিহাসকেই ধারণ করে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। মির্জা ফখরুল বলেন, ১৯৭১-কে ভুলে যেতে চাওয়া মানুষ কখনো বাংলাদেশে বিশ্বাস করে না। একই সঙ্গে জুলাই আন্দোলনকেও অস্বীকার করা যায় না, কারণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য বহু মানুষ প্রাণ দিয়েছেন এবং একটি ফ্যাসিবাদী সরকারকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করেছেন। ধর্মের ভিত্তিতে দেশকে বিভক্ত করার বিরোধিতা করে মির্জা ফখরুল বলেন, উগ্রবাদ ও মৌলবাদকে কোনোভাবেই প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না। একটি উদারপন্থি ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য নিয়েই সরকার কাজ করছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:৩১.০৭.২০২৬ রিহাব)

ফিটনেসবিহীন যানবাহন ও অদক্ষ চালকদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে

রাজধানীর মধ্য বাড্ডায় দায়িত্বরত অবস্থায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) পরিচ্ছন্নতাকর্মী শেফালী বেগমের বাসায় গিয়ে পরিবারের সদস্যদের সান্ত্বনা দিয়েছেন ডিএনসিসি প্রশাসক মো. শফিকুল ইসলাম খান। এ সময় তিনি জানান, ফিটনেসবিহীন যানবাহন এবং লাইসেন্সবিহীন বা অদক্ষ চালকদের বিরুদ্ধে বিআরটিএর সঙ্গে সমন্বয় করে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শুক্রবার (৩১ জুলাই) সকালে দুর্ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের

প্রতিমন্ত্রী আহম্মদ সোহেল মনজুর এবং ডিএনসিসি প্রশাসক নিহতের বাড়িতে যান। সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ডিএনসিসি প্রশাসক বলেন, অদক্ষ চালকদের কারণে সড়কে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটছে। এ ধরনের ঘটনা প্রতিরোধে সংশ্লিষ্টদের আরও সতর্ক হতে হবে। তিনি বেপরোয়া গাড়ি চালানো থেকে বিরত থাকার জন্য চালকদের প্রতি আহ্বান জানান। শফিকুল ইসলাম খান বলেন, ডিএনসিসির পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা দিন-রাত পরিশ্রম করে নগরবাসীকে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। তাদের নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে সবাইকে দায়িত্বশীল আচরণ করতে হবে। একই সঙ্গে তিনি পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের পাশে থাকার এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা অব্যাহত রাখার আশ্বাস দেন। নিহত শেফালী বেগমের পরিবারের জন্য ডিএনসিসির পক্ষ থেকে ৪ লাখ টাকা আর্থিক সহায়তা এবং এক বছরের সমপরিমাণ বেতন প্রদানের ঘোষণা দেওয়া হয়। ডিএনসিসির গাড়ি পরিচালনার বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে প্রশাসক বলেন, কোনো অদক্ষ চালক বা হেল্পার যদি ডিএনসিসির গাড়ি চালিয়ে থাকেন, তাহলে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে তার দাবি, বর্তমানে ডিএনসিসির কোনো গাড়ি হেল্পার বা অদক্ষ চালকের মাধ্যমে পরিচালিত হয় না।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:৩১.০৭.২০২৬ রিহাব)

মার্কিন প্রতিনিধি দলের সামনে প্ল্যাকার্ড হাতে রোহিঙ্গারা

কক্সবাজারের উখিয়ার রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্টের বিশেষ দূত সার্জিও গোরসহ ৮ সদস্যের প্রতিনিধি দল। এসময় তাদের সামনে স্বদেশে ফেরার আকুতি জানিয়ে বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড প্রদর্শন করেছেন বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গারা। শুক্রবার (৩১ জুলাই) প্রতিনিধি দলটি উখিয়ার ক্যাম্প-৮ ওয়েস্ট, ক্যাম্প-৬ ও ক্যাম্প-৪-এর বিভিন্ন স্থাপনা ও কার্যক্রম ঘুরে দেখেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন, ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি. ক্রিস্টেনসেন, মার্কিন প্রেসিডেন্টের দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক মার্কিন বিশেষ দূত সার্জিও গোর, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাউন্সেলর এরিক জিলান, বিশেষ দূত গোরের সিনিয়র উপদেষ্টা চার্লস হর্টন ও চেস্টার ক্রোগার, রিজিওনাল সিকিউরিটি অফিসের সহকারী আঞ্চলিক নিরাপত্তা কর্মকর্তা ক্রিস অসবর্ন ও ইয়ান ডিক এবং ভিআইপি ভিজিট কো-অর্ডিনেটর মোহাম্মদ আহসান। পরিদর্শনের শুরুতে প্রতিনিধি দল ক্যাম্প-৮ ওয়েস্টের এ/৫৮ ব্লকে অবস্থিত ওয়াচ টাওয়ারে যান। সেখানে উঠে তারা ক্যাম্পের আশপাশের রোহিঙ্গা শেল্টারগুলোর নিরাপত্তা পরিস্থিতি ও সামগ্রিক পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করেন। রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শনের সময় তাদের গাড়িবহরের সামনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে প্ল্যাকার্ড প্রদর্শন করেন রোহিঙ্গারা। প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল, `আপনার নিজের বাড়ি আছে, আমরা আমাদের বাড়িকে মিস করি।, ওয়াচ টাওয়ারের পাশের সড়কে প্রায় ৬০ জন রোহিঙ্গা প্ল্যাকার্ডগুলোতে নিজ ভূমিতে প্রত্যাবাসন, শরণার্থী জীবন থেকে মুক্তি এবং রাখাইনে ফিরে যাওয়ার অধিকারের বিষয়ে বিভিন্ন বার্তা লিখে মার্কিন প্রতিনিধি দলের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেন। ক্যাম্প এলাকার বাসিন্দা হেলাল উদ্দিন জানান, রোহিঙ্গারা শান্তিপূর্ণভাবে প্ল্যাকার্ড প্রদর্শনের মাধ্যমে মিয়ানমারে নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবাসনের দাবি তুলে ধরেন। তাদের অনেকেই দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশে অবস্থান করছেন এবং নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষার কথা জানান। রোহিঙ্গা নেতাদের দাবি, বছরের পর বছর ক্যাম্পে বসবাসের ফলে তাদের মধ্যে হতাশা ও অনিশ্চয়তা বেড়েছে। তাই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কার্যকর উদ্যোগের মাধ্যমে মিয়ানমারে নিরাপদ প্রত্যাবাসনের পথ দ্রুত বাস্তবায়নের আশা করেন তারা। পরে প্রতিনিধি দলটি ক্যাম্প-৬-এর এ ব্লকে অবস্থিত আইআরসি হেলথ সেন্টার পরিদর্শন করেন। এরপর ক্যাম্প-৪-এর ব্লক-১-এ অবস্থিত ই-ভাউচার ডাটা সেন্টার এবং এলপিজি ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টার-এর কার্যক্রম অবলোকন করেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:৩১.০৭.২০২৬ রিহাব)

ন্যায়বিচার নিশ্চিত হওয়াটাই বড় স্বস্তির জায়গা: অ্যাটর্নি জেনারেল

অ্যাটর্নি জেনারেল ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল বলেছেন, যখন সমাজে ও বিচারব্যবস্থায় ন্যায়বিচার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তখন কোনো মামলায় রাষ্ট্রপক্ষ হেরে গেলেও সেখানে স্বস্তি থাকে। সাধারণ নাগরিকের প্রতি ন্যায়বিচার নিশ্চিত হলে অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে তখন আমি বেশি আনন্দিত হই। শুক্রবার (৩১ জুলাই) ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে আয়োজিত এক নাগরিক সভায় অ্যাটর্নি জেনারেল এসব কথা বলেন। সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে অ্যাটর্নি জেনারেল আরও বলেন, আইনের শাসন ও বিচারব্যবস্থার মূল লক্ষ্যই হলো নাগরিকের অধিকার রক্ষা করা। রাষ্ট্র বা ব্যক্তি, কে জিতল তার চেয়ে বড় কথা হলো ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হলো কি না। বিচারপদ্ধতি যখন কোনো নাগরিককে তাঁর কাঙ্ক্ষিত ও সঠিক বিচার এনে দেয়, তখন রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসেবেও সেখানে কোনো অসন্তোষ থাকে না, বরং তা আইনি ব্যবস্থার ওপর মানুষের আস্থা বাড়ায়। কোটচাঁদপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুর রাজ্জাকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য দেন সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট ফাইমা নাসরিন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহেশপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি মেহেদী হাসান রনি।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:৩১.০৭.২০২৬ রিহাব)

১ আগস্ট থেকে সব গণপরিবহনে জিপিএস বাধ্যতামূলক: বিআরটিএ

দেশের সব গণপরিবহনে ১ আগস্ট থেকে জিপিএস ডিভাইস সংযুক্ত করা এবং তা সচল রাখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) গত ২৮ জুলাই এক গণবিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায়। বিজ্ঞপ্তিতে

বলা হয়, নিরাপদ সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ১১ জুন এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করে। ১ আগস্ট থেকে গণপরিবহনের রেজিস্ট্রেশন ও ফিটনেস সনদ প্রদান বা নবায়নের সময় জিপিএস সংযোজনের প্রমাণপত্র এবং সংশ্লিষ্ট মোবাইল অ্যাপে ডিভাইস সচল থাকার তথ্য বিআরটিএ কার্যালয়ে প্রদর্শন করতে হবে। জিপিএস ডিভাইসের কারিগরি বিবরণ বিআরটিএর স্থানীয় কার্যালয় এবং সংস্থাটির ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮-এর ধারা ২৫ এবং সড়ক পরিবহন বিধিমালা, ২০২২-এর বিধি ৫৫ অনুযায়ী জিপিএস সংযুক্তি নিশ্চিত হওয়ার পরই গণপরিবহনের রেজিস্ট্রেশন প্রদান ও ফিটনেস সনদ নবায়ন করা হবে বলে জানিয়েছে বিআরটিএ। এ নির্দেশনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতা কামনা করেছে সংস্থাটি।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:৩১.০৭.২০২৬ রিহাব)

মশা নিয়ন্ত্রণে কামরাঙ্গীরচরে চলবে `ক্র্যাশ প্রোগ্রাম,

ডেঙ্গুসহ অন্যান্য মশাবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণে এবং সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে রাজধানীর কামরাঙ্গীরচর এলাকায় সাতদিনের বিশেষ `ক্র্যাশ প্রোগ্রাম, ঘোষণা করেছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) প্রশাসক বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. আবদুস সালাম। শুক্রবার (৩১ জুলাই) কামরাঙ্গীরচর ঈদগাহ মাঠসংলগ্ন মসজিদে জুমার নামাজ শেষে মুসল্লিদের উদ্দেশে বক্তব্যে তিনি এ ঘোষণা দেন। ডিএসসিসি প্রশাসক বলেন, ডেঙ্গু ও অন্যান্য মশাবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণে আগামী সাতদিন কামরাঙ্গীরচরে বিশেষ ক্র্যাশ প্রোগ্রাম পরিচালনা করা হবে। এসময় প্রতিদিন মশকনিধন কার্যক্রম পরিচালিত হবে। তবে শুধু সিটি করপোরেশনের উদ্যোগই যথেষ্ট নয়। নিজ বাসাবাড়ি, আঙিনা ও ড্রেনে যাতে কোথাও পানি জমে না থাকে, সে বিষয়ে নাগরিকদেরও সচেতন থাকতে হবে। তিনি বলেন, কামরাঙ্গীরচর সড়ককে আট লেনে উন্নীত করার জন্য ইনার সার্কুলার রোড প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়নের পাশাপাশি কামরাঙ্গীরচরের সার্বিক চিত্রও বদলে যাবে। আদি বুড়িগঙ্গা চ্যানেল রক্ষায় সবাইকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়ে ডিএসসিসি প্রশাসক বলেন, নদীতে ময়লা-আবর্জনা ও পলিথিন ফেলা থেকে বিরত থাকতে হবে। একই সঙ্গে নদী দখল রোধে স্থানীয় জনগণকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। এসময় তিনি মাদক, চাঁদাবাজি ও দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান। পাশাপাশি রাস্তাঘাট, ড্রেন ও খেলার মাঠ দখলমুক্ত ও পরিচ্ছন্ন রাখার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। মসজিদের রেজিস্ট্রেশন-সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়ে তিনি পরিবেশ রক্ষায় প্রত্যেককে অন্তত একটি করে গাছ লাগানোর আহ্বান জানান। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:৩১.০৭.২০২৬ রিহাব)

অস্ট্রেলিয়া-কানাডার ভিসা প্রতারণা, ডিবির অভিযানে গ্রেফতার ২

অস্ট্রেলিয়া ও কানাডায় উচ্চ বেতনের চাকরি ও স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ করে দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে ভুয়া ভিসা, জাল কাগজপত্র ও ভুয়া ভিসা ভেরিফিকেশন ওয়েবসাইট ব্যবহার করে কোটি কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে সংঘবদ্ধ প্রতারক চক্রের দুই সদস্যকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। অভিযুক্ত দুজন হলেন- মারিফুল ইসলাম (২১) ও বাচ্চা বাউ ওরফে হাসিনুর (২৮)। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) সাইবার অ্যান্ড স্পেশাল ক্রাইম (উত্তর) বিভাগ। শুক্রবার (৩১ জুলাই) ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার নিয়াজ মেহেদী এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, মামলার বাদী মো. ছায়েদুল হক অস্ট্রেলিয়ায় চাকরি পাওয়ার আশায় আসামিদের কথায় বিশ্বাস করে ধাপে ধাপে প্রায় ৪ লাখ ৮০ হাজার টাকা দেন। পরে আরও অর্থ দাবি করা হলেও বিদেশে পাঠানোর কোনো কার্যকর ব্যবস্থা না হওয়ায় তিনি প্রতারণার বিষয়টি বুঝতে পেরে পল্লবী থানায় মামলা করেন। মামলার পর ডিবির সাইবার অ্যান্ড স্পেশাল ক্রাইম (উত্তর) বিভাগের অর্গানাইজড ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন টিম তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় অভিযুক্তদের অবস্থান শনাক্ত করে। পরে মঙ্গলবার (২৮ জুলাই) নীলফামারীর কিশোরগঞ্জ উপজেলায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে মারিফুল ও হাসিনুরকে গ্রেফতার করে। এসময় তাদের হেফাজত থেকে প্রতারণার কাজে ব্যবহৃত একটি ল্যাপটপ, সাতটি মোবাইল ফোন, ১৩টি সিম কার্ড এবং ৯টি বাংলাদেশি ভুয়া পাসপোর্ট জব্দ করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের তথ্য জানিয়ে নিয়াজ মেহেদী বলেন, গ্রেফতাররা সংঘবদ্ধ প্রতারক চক্রের সক্রিয় সদস্য। তারা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অস্ট্রেলিয়া, কানাডাসহ বিভিন্ন দেশে আকর্ষণীয় চাকরির বিজ্ঞাপন প্রচার করে চাকরিপ্রত্যাশী ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতেন। পরে বিদেশে চাকরি নিশ্চিত করার আশ্বাস দিয়ে মেডিকেল ফি, ভিসা প্রসেসিং ফি, ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন, টিকিট ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচের কথা বলে ধাপে ধাপে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থ আদায় করতেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:৩১.০৭.২০২৬ রিহাব)

ফ্যাসিবাদকে ফিরে আসতে দেওয়া হবে না: প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব

ফ্যাসিবাদকে ফিরে আসতে দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছেন বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের প্রেস সচিব সালেহ শিবলী। তিনি বলেন, `অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল। তবে এর অর্থ এই নয় যে, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সরকার ফ্যাসিবাদী শক্তিকে আবারও ফিরে আসার সুযোগ দেবে।,

শুক্রবার (৩১ জুলাই) রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানে সালেহ শিবলী এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, `১৫ বছর দেশের মানুষ গুম-খুন হয়েছে। কিন্তু এখন দেশ গঠনের সময়। গালাগালি আর পলিটিক্স এক না। মনে হচ্ছে গালাগালিকে সংস্কৃতির অংশ করে নিচ্ছি। যত কিছুই হোক, কাঙ্ক্ষিত বাংলাদেশ পাবোই। ১৫ বছর গুম-খুন যেভাবে গেছে, তারেক রহমানও প্রতিটি সাফারিংয়ের মধ্যে দিয়ে গেছেন। এখন তিনি বাংলাদেশের হাল ধরেছেন। কাঙ্ক্ষিত বাংলাদেশ গড়ার জন্য তারেক রহমান কাজ করছেন,, যোগ করেন প্রেস সচিব। তিনি জানান, দুটি বিষয়ে জাতীয় ঐক্য আছে। একটি হলো- ফ্যাসিবাদকে ফিরে আসতে দেওয়া হবে না। আর সব ধর্মের জন্য নিরাপদ ভূমি হবে বাংলাদেশ। রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন শুরু হয়েছে। বন্দনার রাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:৩১.০৭.২০২৬ রিহাব)

শাহজালাল বিমানবন্দরে ২ কোটি টাকার সিগারেট, সোনা ও মদ জব্দ

রাজধানীর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিশেষ অভিযানে দুই কোটি টাকার বেশি দামের বিদেশি সিগারেট ও মদ, স্বর্ণালংকার এবং নিষিদ্ধ গৌরি ক্রিম জব্দ করেছে কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর। দুবাই ও কলকাতা থেকে আসা বিভিন্ন ফ্লাইটের যাত্রীদের লাগেজ তল্লাশি করে এসব পণ্য জব্দ করা হয়। শুক্রবার (৩১ জুলাই) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার (৩০ জুলাই) বিমানবন্দরে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিপুল পরিমাণ পণ্য জব্দ করা হয়। শুল্ক ও করসহ এসবের মোট আনুমানিক মূল্য দুই কোটি চার লাখ সাত হাজার টাকা। এনবিআর জানায়, দুবাই থেকে আগত বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের ফ্লাইট (বিজি-১৪৮) থেকে নামা যাত্রীদের ব্যাগেজ সংগ্রহ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের সময় এক নম্বর ব্যাগেজ বেল্টে যাত্রীবিহীন অবস্থায় তিনটি সন্দেহজনক ব্যাগ পাওয়া যায়। পরে ব্যাগগুলো তল্লাশি করে মন্ড ব্র্যান্ডের ৩৭০ কার্টন বিদেশি সিগারেট জব্দ করা হয়। একই সময়ে অন্যান্য আন্তর্জাতিক ফ্লাইটে আগত বিভিন্ন যাত্রীর কাছ থেকে আরও ১১১ কার্টন বিদেশি সিগারেট জব্দ করা হয়। সব মিলিয়ে অভিযানে মোট ৪৮১ কার্টন বিদেশি সিগারেট আটক করা হয়। জব্দ হওয়া সিগারেটগুলোর বাজারমূল্য প্রায় ২১ লাখ ৬৪ হাজার ৫০০ টাকা। তবে প্রযোজ্য শুল্ক ও কর এবং ৬২১ শতাংশ টোটাল ট্যাক্স ইনসিডেন্স (টিটিআই) হিসাব করলে এসব সিগারেটের মোট মূল্য দাঁড়ায় প্রায় এক কোটি ৫৬ লাখ ৫ হাজার টাকা। এদিকে একই ফ্লাইটে আগত যাত্রী মো. তাজুল ইসলামের হ্যান্ডব্যাগ তল্লাশি করে কৌশলে লুকিয়ে আনা ৯৯ গ্রাম স্বর্ণালংকার জব্দ করা হয়। পাসপোর্ট যাচাই করে কাস্টমস কর্মকর্তারা জানতে পারেন, ওই যাত্রী চলতি বছরের ১০ জুন শুল্ক ও কর ছাড়ে ১০০ গ্রাম স্বর্ণালংকার দেশে এনেছিলেন। ব্যাগেজ বিধিমালা-২০২৫ অনুযায়ী একই বছরে নির্ধারিত সীমার অতিরিক্ত স্বর্ণালংকার শুল্কমুক্তভাবে আনার সুযোগ না থাকায় নতুন করে আনা ৯৯ গ্রাম স্বর্ণালংকার জব্দ করা হয়। জব্দ হওয়া স্বর্ণালংকারের বাজারমূল্য প্রায় ১৮ লাখ ৭৪ হাজার ৫৬৫ টাকা এবং শুল্ক ও করসহ মোট মূল্য প্রায় ৩০ লাখ টাকা। অভিযানে আরও ১২ কেজি নিষিদ্ধ গৌরি ক্রিম জব্দ করা হয়, যার আনুমানিক মূল্য দুই লাখ ৪০ হাজার টাকা।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:৩১.০৭.২০২৬ রিহাব)

কেরানীগঞ্জে ইয়াবা তৈরির কারখানায় অভিযান, কাঁচামালসহ গ্রেফতার ৪

ঢাকার কেরানীগঞ্জে একটি ইয়াবা তৈরির কারখানায় অভিযান চালিয়ে ইয়াবা তৈরির কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতিসহ চারজনকে গ্রেফতার করেছে র‌্যাব-১০। র‌্যাব জানায়, ইয়াবা তৈরিতে ব্যবহৃত এসব কাঁচামাল বৈধ এবং বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহার করা হয়। তবে গ্রেফতার চক্রটি এসব কাঁচামাল ব্যবহার করে ইয়াবা উৎপাদনের পদ্ধতি তৈরি করেছিল। কাঁচামাল সংগ্রহ ও ইয়াবা উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিস্তারিত জানতে গ্রেফতারদের রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন- মো. আলমগীর ওরফে আন্ডে (৪০), মো. আলী আরমান (৩৬), মো. শাহজাহান (৪০) ও সোনিয়া (৩০)। শুক্রবার (৩১ জুলাই) দুপুরে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে র‌্যাব মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত এক ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানান র‌্যাব-১০ এর অধিনায়ক অতিরিক্ত ডিআইজি মোহা. আসাদুজ্জামান। এর আগে বৃহস্পতিবার (৩০ জুলাই) রাতে ঢাকার কেরানীগঞ্জ মডেল থানার মধ্যচর দক্ষিণ বালুচর এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়। র‌্যাব-১০ এর অধিনায়ক অতিরিক্ত ডিআইজি মোহা. আসাদুজ্জামান বলেন, বৃহস্পতিবার রাতে র‌্যাব-১০ এর আওতাধীন এলাকায় একটি ইয়াবা তৈরির চক্রের সন্ধান পাওয়া যায়। পরে অভিযান চালিয়ে এক হাজার ৯৬৮ পিস ইয়াবা, বিভিন্ন ধরনের পাউডারসদৃশ কাঁচামাল, ইয়াবা তৈরির সরঞ্জাম, পাঁচটি মোবাইল ফোন ও একটি ওজন পরিমাপক যন্ত্র জব্দ করা হয়। এ সময় চক্রটির চার সক্রিয় সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়। তিনি বলেন, গ্রেফতার ব্যক্তিদের মধ্যে মো. আলমগীরের বিরুদ্ধে ঢাকার রামপুরা, কামরাঙ্গীরচর ও মোহাম্মদপুর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে তিনটি মামলা রয়েছে। গ্রেফতার সবাই পেশাদার মাদক কারবারি বলে দাবি করেছে র‌্যাব। গ্রেফতার ব্যক্তিরা প্রায় দুই বছর ধরে ইয়াবা তৈরির সঙ্গে জড়িত বলে জানিয়েছেন র‌্যাব-১০ এর অধিনায়ক অতিরিক্ত ডিআইজি মোহা. আসাদুজ্জামান। তাদের জিজ্ঞাসাবাদে ঢাকায় আরও কয়েকটি ইয়াবা তৈরির কারখানা থাকার তথ্য পাওয়া গেছে বলেও জানান তিনি।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:৩১.০৭.২০২৬ রিহাব)

ডেঙ্গুতে আরও একজনের মৃত্যু, হাসপাতালে ভর্তি ১৫৩

এডিস মশাবাহিত ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে চলতি বছর মোট মৃত্যু বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৪ জনে। এছাড়া ২৪ ঘণ্টায় ১৫৩ জন ডেঙ্গুরোগী দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। ফলে বর্তমানে চিকিৎসাধীন মোট রোগীর সংখ্যা পৌঁছেছে এক হাজার ১৬৭ জনে। শুক্রবার (৩১ জুলাই) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ডেঙ্গুবিষয়ক নিয়মিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, চলতি বছর এ পর্যন্ত ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ১৫ হাজার ৩১০ জন। তাদের মধ্যে ছাড়পত্র পেয়েছেন ১৪ হাজার ৮৯ জন। চলতি বছর ডেঙ্গুতে মারা যাওয়াদের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, এখন পর্যন্ত মৃতদের মধ্যে ৬১ দশমিক ১ শতাংশ নারী এবং ৩৮ দশমিক ৯ শতাংশ পুরুষ। যদিও এ পর্যন্ত মোট আক্রান্তদের মধ্যে ৩৮ দশমিক ৫ শতাংশ নারী ও ৬১ দশমিক ৫ শতাংশ পুরুষ। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:৩১.০৭.২০২৬ রিহাব)

হাম ও উপসর্গে আরও ২ শিশুর মৃত্যু, আক্রান্ত ১০৮৫

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে ২ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে আক্রান্ত হয়েছে ১ হাজার ৮৫টি শিশু। শুক্রবার (৩১ জুলাই) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হাম-বিষয়ক হালনাগাদ প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে আরও ২ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। তবে নিশ্চিতভাবে হামে আক্রান্ত হয়ে ১ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে গত ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত সারা দেশে হামের উপসর্গ নিয়ে মৃত্যু হয়েছে মোট ৭৪০টি শিশুর। আর হামে আক্রান্ত হয়ে আরও ৯৭টি শিশু প্রাণ হারিয়েছে। অর্থাৎ হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে এই সময়ে মোট ৮৩৭টি শিশু মারা গেছে।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:৩১.০৭.২০২৬ রিহাব)

ফের গাড়ি চালিয়ে রাজধানী পরিদর্শনে প্রধানমন্ত্রী

রাজধানী ঢাকাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও `ক্লিন সিটি, হিসেবে গড়ে তোলার অংশ হিসেবে উত্তর সিটি করপোরেশনের বিভিন্ন সড়ক পুনরায় ঘুরে দেখেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। শুক্রবার (৩১ জুলাই) বিকেলে প্রধানমন্ত্রী নিজেই গাড়ি চালিয়ে গুলশান, শ্যামলীসহ বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ করেন। তার উপ-প্রেস সচিব জাহিদুল ইসলাম রনি এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। উপ-প্রেস সচিব বলেন, প্রধানমন্ত্রী বিকেল ৪টা ৫ মিনিটে গুলশানের বাসভবন থেকে বের হন। তিনি নিজেই গাড়ি চালিয়ে উত্তর সিটির বিভিন্ন সড়কের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বাস্তব চিত্র পর্যবেক্ষণ করেন। বিকেল ৬টা ১০ মিনিটের দিকে প্রধানমন্ত্রীর গাড়ি শ্যামলী এলাকা অতিক্রম করতে দেখা যায়। প্রধানমন্ত্রী বারবার তাগিদ দিয়েছেন যে তিনি ঢাকাকে আধুনিক ও `ক্লিন সিটি, হিসেবে দেখতে চান। সেই প্রতিশ্রুতি থেকেই রাজধানীর পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম কেমন চলছে, তা দেখতে তিনি নিজেই সরেজমিনে বের হন। পরিদর্শনকালে প্রধানমন্ত্রীর গাড়িতে তার সঙ্গে ছিলেন স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের প্রশাসক শফিকুল ইসলাম মিল্টন, বিএনপির বিশেষ সম্পাদক বেলায়েত হোসেন, প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব মেহেদুল ইসলাম এবং সহকারী একান্ত সচিব আব্দুর রহমান সানী। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:৩১.০৭.২০২৬ রিহাব)

নেশাজাতীয় দ্রব্য পানের পর একে একে ৫ জনের মৃত্যু

হবিগঞ্জের লাখাই উপজেলায় নেশাজাতীয় তরল দ্রব্য পান করার পর দুই দিনে পাঁচজনের মৃত্যুর ঘটনায় রহস্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। বুধবার ও বৃহস্পতিবার তারা একে একে মারা যান বলে জানা গেছে। এর আগে, মঙ্গলবার নেশাজাতীয় দ্রব্য পান করে তারা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। মৃতরা হলেন- উপজেলার মোড়াকড়ি গ্রামের সুদেব দাস (৬০) ও সুজিত দাস (৩৫), ভাদিকাড়া গ্রামের নন্দলাল রবিদাস (৫২) ও তার স্ত্রী সুবি রবিদাস (৪০) এবং হবিগঞ্জ শহরের চৌধুরী বাজার এলাকার রঞ্জিত (৪৫)। স্থানীয়রা জানান, ওই পাঁচজন লাখাই উপজেলার মোড়াকড়ি বাজারের `হ্যানিম্যান হোমিও হল, থেকে অ্যালকোহল জাতীয় তরল দ্রব্য কিনে নিয়মিত নেশার উদ্দেশ্যে সেবন করতেন। গত মঙ্গলবার রাতে ওই তরল দ্রব্য সেবনের পর তারা অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে তারা বুধবার ও বৃহস্পতিবার একে একে সবাই মারা যান। এর মধ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সদর হাসপাতালে নেওয়ার পথে সুজিতের মৃত্যু হয়। হবিগঞ্জ জেলা সদর হাসপাতালে মারা যান সুদেব। রঞ্জিত মারা যান ঢাকায় নেওয়ার পথে। এছাড়াও নন্দলাল রবিদাস ও তার স্ত্রী সুবি রবিদাস নিজ গ্রামেই মারা যান। লাখাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শরীফ আহমেদ জানান, খবর পাওয়ার পর আমরা ঘটনাস্থলে গিয়েছিলাম। তারা পুলিশকে না জানিয়েই মরদেহগুলো দাহ করেছেন। এর মধ্যে সুদেব দাস নামে একজনের মরদেহ উদ্ধার করে বৃহস্পতিবার ময়নাতদন্তের জন্য সদর আধুনিক হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। তিনি বলেন, মদের উৎস ও এতে কোনো বিষাক্ত উপাদান ছিল কি না এবং এর সঙ্গে অন্য কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সদর আধুনিক হাসপাতালের চিকিৎসক ডা. দেবাশীষ দাস বলেন, কীভাবে মৃত্যু হয়েছে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া বলা সম্ভব নয়। বিষয়টি নিশ্চিত হতে তদন্ত ও প্রয়োজনীয় পরীক্ষার বিকল্প নেই। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:৩১.০৭.২০২৬ রিহাব)

জুলাই সনদ-গণহত্যার বিচার বিএনপি সরকারের আমলেই বাস্তবায়ন হবে

স্বাক্ষরিত জুলাই জাতীয় সনদ বিএনপি সরকারের আমলেই বাস্তবায়ন করা হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সহকারী রাশেদ খাঁন। তিনি বলেছেন, জুলাই সনদ ও জুলাই গণহত্যার বিচার নিয়ে বিরোধী দলগুলো আজ বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। আমাদের মানবিক প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি সরকারের আমলেই জুলাই গণহত্যার বিচার বাস্তবায়ন করা হবে। শুক্রবার (৩১ জুলাই) বিকালে ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডু উপজেলার বাসুদেবপুর গ্রামে জুলাই শহীদ ইঞ্জিনিয়ার রাকিবুল ইসলামের কবর জিয়ারত শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। রাশেদ খাঁন বলেন, ২৪-এর জুলাই গণঅভ্যুত্থানে ছাত্র-জনতা, সাধারণ মানুষ রাস্তায় নেমে এসেছিল। যারা তাদের বুকের রক্ত দিয়ে আমাদের কথা বলা, রাজনীতি করার সুযোগ করে দিয়ে গেছেন। আবু সাঈদ, ওয়াসিম, মুগ্ধসহ জুলাইয়ের সকল শহিদরা আমাদের শক্তি। তাদের অবদানের কারণেই আজ আমরা স্বাধীনভাবে দেশে বসবাস করতে পারছি। না হলে, আওয়ামী গণঅভ্যুত্থানের সকল শক্তিকে নিঃশেষ করে দিত। তিনি বলেন, এনসিপি ও জামায়াত জুলাই গণঅভ্যুত্থানকে কুক্ষিগত করার অপচেষ্টা করে। কিন্তু জুলাই গণঅভ্যুত্থানের মাস্টারমাইন্ড আমাদের জুলাই শহিদরা। শেখ হাসিনার দেশে ফেরার ঘোষণা প্রসঙ্গে রাশেদ খান বলেন, ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা দিল্লিতে বসে বড় বড় কথা বলছে। ভিডিও বার্তা, অডিও বার্তায় সে দেশে ফেরার হুমকি দিচ্ছে। আপনি দেশে আসুন। আপনার জন্য ফাঁসির মঞ্চ প্রস্তুত করা হচ্ছে। আপনাকে ফাঁসির দড়িতে ঝুঁলতে হবে। জুলাই গণহত্যার দায়ে আপনাকে বিচারের মুখোমুখি হতেই হবে। রাশেদ খাঁন বলেন, এনসিপির সাংগঠনিক সক্ষমতা বিএনপির ১০ ভাগের এক ভাগও নেই। তারপরও তারা যে অবস্থা তৈরি করছে, তাতে বুঝা যায়, এনসিপি বিএনপির মতো সাংগঠনিক সক্ষমতা থাকলে তারা আওয়ামী লীগের মতো ভয়ংকর হয়ে উঠতো। তিনি বলেন, জামায়াত জুলাই গণঅভ্যুত্থানের ক্রেডিট নিতে চায়। কিন্তু নির্বাচনে প্রমাণ হয়ে গেছে, গণঅভ্যুত্থানের ক্রেডিট কাদের। গণঅভ্যুত্থানে বিএনপির সাংগঠনিক শক্তি মাঠে ছিল, বিএনপি নেতাকর্মীদের জীবন গেছে। যে কারণে নির্বাচনে জনগণ বিএনপিকেই নির্বাচিত করেছে।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:৩১.০৭.২০২৬ রিহাব)

৪৫তম বিসিএসে সুপারিশপ্রাপ্তসহ তিন সরকারি চাকরিজীবী গ্রেফতার

সরকারি চাকরির নিয়োগ পরীক্ষায় প্রক্সি পরীক্ষার্থী দিয়ে পরীক্ষা দেওয়ানো এবং প্রতারণার মাধ্যমে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগে ৪৫তম বিসিএসে সমবায় ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত একজনসহ তিন সরকারি চাকরিজীবীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। গ্রেফতাররা হলেন- নুরন্নবী (৫৫), মো. সোহেল (৪০) ও জুলফিকার আলী ওরফে রায়হান (২৯)। তাদের মধ্যে নুরন্নবী ও সোহেল চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে কর অঞ্চল-২-এর বিভাগীয় কর কমিশনারের কার্যালয়ে অফিস সহায়ক হিসেবে কর্মরত। আর জুলফিকার আলী বর্তমানে মাতারবাড়ি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পে জুনিয়র সহকারী ব্যবস্থাপক হিসেবে কর্মরত। তিনি সম্প্রতি ৪৫তম বিসিএসে সমবায় ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত হন। শুক্রবার (৩১ জুলাই) সিআইডির বিশেষ অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবু তালেব জানান, কর অঞ্চল-নোয়াখালীর বিভিন্ন পদে নিয়োগ পরীক্ষায় প্রক্সি পরীক্ষার্থী ব্যবহার করে প্রতারণার অভিযোগের তদন্তে এ তথ্য উঠে আসে। তিনি বলেন, লিখিত, ব্যবহারিক ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কয়েকজন প্রার্থীর হাতের লেখায় অসংগতি ধরা পড়ায় যাচাই-বাছাইয়ের সময় সন্দেহের সৃষ্টি হয়। পরে জিজ্ঞাসাবাদে তিন প্রার্থী স্বীকার করেন, তাদের হয়ে অন্য ব্যক্তি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন। এরপর অভিযান চালিয়ে ওই তিন সরকারি চাকরিজীবীকে গ্রেফতার করা হয়। এ ঘটনায় গত ২২ জুন সুধারাম মডেল থানায় প্রতারণা, জালিয়াতি ও সহায়তার অভিযোগে মামলা হয়। পরে মামলাটির তদন্তভার গ্রহণ করে সিআইডি। তদন্তে সিআইডি জানতে পারে, একটি সংঘবদ্ধ চক্র অর্থের বিনিময়ে প্রক্সি পরীক্ষার্থী সরবরাহ করে বিভিন্ন সরকারি চাকরির পরীক্ষায় প্রকৃত প্রার্থীদের পরিবর্তে অংশ নেওয়াতো। দীর্ঘদিন ধরে এ চক্রটি সরকারি চাকরির নিয়োগ পরীক্ষায় প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছিল। আবু তালেব আরও জানান, ৩০ জুলাই পৃথক অভিযানে চট্টগ্রামের আগ্রাবাদ থেকে নুরন্নবী ও মো. সোহেলকে এবং কক্সবাজারের মাতারবাড়ি এলাকা থেকে ঢাকার উদ্দেশে পালিয়ে যাওয়ার সময় জুলফিকার আলীকে গ্রেফতার করা হয়।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:৩১.০৭.২০২৬ রিহাব)

থ্যালাসেমিয়া রোগীদের সর্বোচ্চ সহযোগিতার আশ্বাস স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

থ্যালাসেমিয়া রোগীদের চিকিৎসা ও কল্যাণে সর্বোচ্চ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন। শুক্রবার (৩১ জুলাই) বিকেলে রাজধানীর রমনার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (আইইবি) মিলনায়তনে বাংলাদেশ থ্যালাসেমিয়া সমিতির (বিটিএস) আয়োজিত `রক্তদাতা সম্মাননা-২০২৬, অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে এ আশ্বাস দেন তিনি। স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের অবদানকে স্বীকৃতি ও কৃতজ্ঞতা জানাতে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের সহ-সভাপতি ও বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. জুবাইদা রহমান। থ্যালাসেমিয়া সমিতির নেতাদের উদ্দেশে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, `আপনারা আমার কাছে আর্থিক সহযোগিতার জন্য একটি আবেদন দেবেন। যতটুকু সম্ভব, আমি সর্বোচ্চ সহযোগিতা

করব। আমি আপনাদের পাশে থাকতে চাই। থ্যালাসেমিয়া রোগীদের চিকিৎসা ও সেবায় সহযোগিতা অব্যাহত রাখতে আন্তরিকভাবে কাজ করবে সরকার। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:৩১.০৭.২০২৬ রিহাব)

জন্মগত বিরল রোগে আক্রান্তদের ডেটাবেজ তৈরির আহ্বান ডা. জুবাইদা রহমানের

দেশে থ্যালাসেমিয়া ও জন্মগত বিরল রোগে আক্রান্তদের জন্য দেশব্যাপী ডেটাবেজ তৈরির আহ্বান জানিয়েছেন জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট ডা. জুবাইদা রহমান। তিনি বলেছেন, `দেশজুড়ে থ্যালাসেমিয়া ও অন্যান্য জন্মগত এবং বিরল রোগে আক্রান্ত মানুষদের একটি ডেটাবেজ প্রস্তুত করার পথে এগিয়ে যাওয়া এবং একটি রেজিস্টার মেইনটেইন করা প্রয়োজন। থ্যালাসেমিয়া যোদ্ধাদের শতভাগ সুস্থ করতে না পারলেও তাদের ও পরিবারকে সান্তনা ও সহমর্মিতার মাধ্যমে আশ্বাসের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে।, শুক্রবার (৩১ জুলাই) বিকেলে রাজধানীর রমনায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন (আইইবি) মিলনায়তনে বিশ্ব রক্তদাতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত `রক্তদাতা সম্মাননা ২০২৬, অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন ডা. জুবাইদা রহমান। বাংলাদেশ থ্যালাসেমিয়া সমিতি (বিটিএস) এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় মায়েদের স্ক্রিনিংয়ের ব্যবস্থা করারও আহ্বান জানিয়ে ডা. জুবাইদা বলেন, অন্তঃসত্ত্বাকালীন সময়েও স্ক্রিনিং করে এটি শনাক্ত করা যায়। যেকোনো বয়সেই স্ক্রিনিং টেস্টের মাধ্যমে রোগটি ধরা পড়ে। দেশবাসীকে থ্যালাসেমিয়া সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি ও শনাক্তকরণ প্রক্রিয়া সদর হাসপাতাল, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে চালানো যায়।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:৩১.০৭.২০২৬ রিহাব)

ভারত থেকে রাজনৈতিক কার্যক্রম চালানোর অনুমতি নেই শেখ হাসিনার

বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত থেকে কোনো রাজনৈতিক কর্যক্রম চালানোর অনুমতি নেই। দেশটির সংসদীয় স্থায়ী কমিটিকে এমন তথ্য জানিয়েছে ভারত সরকার। একই সঙ্গে শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে প্রত্যর্পণের অনুরোধও আইন অনুযায়ী পর্যালোচনার মধ্যে রয়েছে বলে জানিয়েছে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। সম্প্রতি শেখ হাসিনা বলেছেন, তিনি চলতি বছরের শেষ নাগাদ বাংলাদেশে ফিরতে পারেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের আইনমন্ত্রী এম আসাদুজ্জামান বলেন, ভারত থেকে দেশে ফিরলে শেখ হাসিনাকে তাৎক্ষণিকভাবে গ্রেফতার করা হতে পারে। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংসদীয় কমিটিকে জানিয়েছে, ঢাকা থেকে পাঠানো শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণ-সংক্রান্ত অনুরোধ ভারতের প্রচলিত আইন ও নির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে। `ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ভবিষ্যৎ, শীর্ষক সর্বশেষ প্রতিবেদনে সংসদীয় কমিটি সুপারিশ করেছে, সরকার যেন মানবিক ও নীতিনিষ্ঠ অবস্থান বজায় রাখে এবং এ ধরনের সংবেদনশীল পরিস্থিতি সতর্কতার সঙ্গে পরিচালনা করে। এছাড়া বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য দ্রুত ভিসা কার্যক্রম স্বাভাবিক করারও সুপারিশ করেছে কমিটি। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশিদের জন্য ভিসা প্রক্রিয়া সীমিত থাকায় দুই দেশের জনগণের মধ্যে নেতিবাচক ধারণা তৈরি হচ্ছে এবং দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ২০২৪ সালের জুলাইয়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও নিরাপত্তাজনিত কারণে পর্যটক ভিসা স্থগিত করার প্রায় দুই বছর পর, ২০২৬ সালের ২৮ জুন বাংলাদেশিদের জন্য আবারও পর্যটক ভিসা চালু করে ভারত। প্রতিবেদনে ১৯৯৬ সালের গঙ্গা পানি বণ্টন চুক্তির বিষয়টিও গুরুত্ব পেয়েছে। চলতি বছর চুক্তিটির মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা উল্লেখ করে কমিটি বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে দ্রুত নবায়ন আলোচনা শুরু করার আহ্বান জানিয়েছে। কমিটির মতে, হালনাগাদ জলপ্রবাহের তথ্য, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার রাজ্য সরকারের সঙ্গে পরামর্শের ভিত্তিতে নতুন আলোচনা শুরু করা উচিত। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:৩১.০৭.২০২৬ রিহাব)

বাংলাদেশকে নিয়ে সৌদি আরবের নতুন সামরিক জোট ঘোষণা

বাব আল-মান্দেব প্রণালি, লোহিত সাগর ও এডেন উপসাগরে নৌ চলাচল নিরাপদ রাখতে বাংলাদেশসহ ১৩টি দেশকে সঙ্গে নিয়ে নতুন সামুদ্রিক প্রতিরক্ষা জোট গঠনের ঘোষণা দিয়েছে সৌদি আরব। সৌদি আরবের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানায়, `মাল্টিন্যাশনাল মেরিটাইম ডিফেন্স অ্যালায়েন্স, নামে এই জোট গঠন করা হয়েছে। এর লক্ষ্য সদস্য দেশগুলোর মধ্যে সামুদ্রিক প্রতিরক্ষা সহযোগিতা আরও জোরদার করা এবং গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রপথে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। জোটভুক্ত দেশগুলো জানিয়েছে, বাব আল-মান্দেব প্রণালি, লোহিত সাগর ও এডেন উপসাগরের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও জ্বালানি সরবরাহ নির্বিঘ্ন রাখতে তারা একসঙ্গে কাজ করবে। এই তিনটি জলপথ ভারত মহাসাগরকে ভূমধ্যসাগরের সঙ্গে যুক্ত করা একটি গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক করিডর হিসেবে বিবেচিত। যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের চলমান উত্তেজনার মধ্যে হরমুজ প্রণালিকে ঘিরে উদ্বেগ বাড়ার সময় এই জোট গঠনের ঘোষণা এলো। বিশ্বের তেল ও গ্যাস রপ্তানির প্রায় ২০ শতাংশ একসময় হরমুজ প্রণালির মাধ্যমে পরিবাহিত হতো। সেখানে চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বৈশ্বিক অর্থনীতিতে চাপ তৈরি হয়েছে। এদিকে সাম্প্রতিক সময়ে ইয়েমেনের ইরান-সমর্থিত হুথি যোদ্ধাদের হামলায় বাব আল-মান্দেব-লোহিত সাগর-এডেন উপসাগর রুটও বারবার ঝুঁকির মুখে পড়েছে। সৌদি আরব জানায়, জোট গঠন উপলক্ষে আয়োজিত বৈঠকে আমন্ত্রিত ৫১টি দেশের মধ্যে ৪৩টি দেশের প্রতিনিধি অংশ নেন। বৈঠকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) একটি প্রতিনিধিদলও উপস্থিত ছিল। ইইউর এরই মধ্যে লোহিত সাগরে `অ্যাসপিডিস,

নামে একটি নৌ নিরাপত্তা মিশন রয়েছে। তবে সৌদি নেতৃত্বাধীন নতুন জোটটির সঙ্গে সেই মিশনের পার্থক্য কী হবে, তা স্পষ্ট করা হয়নি। জোটে স্বাক্ষরকারী দেশগুলো হলো—সৌদি আরব, তুরস্ক, কুয়েত, বাহরাইন, কাতার, জর্ডান, মিসর, পাকিস্তান, জিবুতি, সোমালিয়া, বাংলাদেশ, ইয়েমেন, সুদান ও কোমোরোস। ফলে জোটে সৌদি আরবসহ মোট সদস্য সংখ্যা ১৪। তবে একই ধরনের নিরাপত্তা স্বার্থ থাকা সত্ত্বেও সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই) ও ওমান এই জোটে যোগ দেয়নি। সৌদি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, প্রয়োজনীয় জাতীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ভবিষ্যতে অন্য দেশগুলোর জন্যও এই জোটে যোগ দেওয়ার সুযোগ উন্মুক্ত থাকবে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সদস্য দেশগুলো বিশ্বাস করে যে সামুদ্রিক নিরাপত্তা একটি যৌথ দায়িত্ব। এ কারণে আন্তর্জাতিক ও আন্তঃসীমান্ত সামুদ্রিক হুমকি মোকাবিলায় পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয়ই সবচেয়ে কার্যকর উপায়। জোটের আওতায় গোয়েন্দা তথ্য ও অন্যান্য তথ্য বিনিময়, যৌথ পরিকল্পনা, সামরিক মহড়া এবং সমন্বিত সামুদ্রিক অভিযান পরিচালনা করা হবে। তবে কোন দেশ কতটি যুদ্ধজাহাজ, বিমান বা অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম দেবে, সে বিষয়ে এখনো কোনো তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। সৌদি আরব জোর দিয়ে বলেছে, এই জোটের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ প্রতিরক্ষামূলক এবং এটি কোনো নির্দিষ্ট দেশকে লক্ষ্য করে গঠন করা হয়নি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:৩১.০৭.২০২৬ রিহাব)

বাড়তি খরচ ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতার চাপে পেট্রোল পাম্প ব্যবসায়ীরা

দেশের তরল জ্বালানি খাতের ব্যবসা বর্তমানে চরম সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে বলে দাবি করেছে বাংলাদেশ পেট্রোল পাম্প মালিক সমিতি। সংগঠনটির মতে, অতিরিক্ত লাইসেন্স প্রক্রিয়া, উচ্চ ব্যয়, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং সীমিত কমিশনের কারণে পেট্রোল পাম্প ব্যবসা টিকিয়ে রাখা দিন দিন কঠিন হয়ে উঠছে। শুক্রবার (৩১ জুলাই) এক বার্তায় এসব কথা জানায় বাংলাদেশ পেট্রোল পাম্প মালিক সমিতি। বার্তায় বলা হয়, জ্বালানি খাতে ব্যবসা পরিচালনার জন্য প্রায় ১০ ধরনের লাইসেন্স প্রয়োজন হয়। এসব লাইসেন্স পেতে দীর্ঘ সময় অপেক্ষার পাশাপাশি বিপুল অর্থ ব্যয় করতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে নানান জটিলতার কারণে বছরের পর বছরেও লাইসেন্স প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না বলে অভিযোগ সংগঠনটির। পেট্রোল পাম্প মালিকদের দাবি, তারা মূলত কমিশনভিত্তিক এজেন্ট হিসেবে কাজ করেন। জ্বালানি আমদানি ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান থেকে অগ্রিম অর্থ পরিশোধ করে তেল কিনতে হয়। এরপর বাজারে বাকিতে বিক্রি এবং বকেয়া আদায়ের ঝুঁকি নিয়েই ব্যবসা পরিচালনা করতে হয়। সমিতির ভাষ্য, জ্বালানি বিক্রির পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন করলেও প্রকৃত মুনাফার বড় অংশ চলে যায় আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানের কাছে। অন্যদিকে, পাম্প মালিকদের ওপর দিন দিন নতুন নতুন প্রশাসনিক নির্দেশনা ও বিধিনিষেধ আরোপ করা হচ্ছে, যা ব্যবসা পরিচালনাকে আরও কঠিন করে তুলেছে। বার্তায় আরও বলা হয়, বর্তমান পরিস্থিতিতে সৎ ও নিয়ম মেনে ব্যবসা পরিচালনাকারীরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন সমস্যার কথা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও কার্যকর সমাধান পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে তরল জ্বালানি খাতের অনেক ব্যবসায়ী ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কায় রয়েছেন। সংগঠনটি মনে করে, বিদ্যমান সংকট নিরসনে দ্রুত কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া না হলে দেশের পেট্রোল পাম্প ব্যবসা আরও বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:৩১.০৭.২০২৬ রিহাব)

নিষিদ্ধ ঘোষণার ৩ দিনের মাথায় ফ্যাসিস্ট সরকার পালাতে বাধ্য হয়

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ও জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, ২০২৪ সালের ৩১ জুলাই ছিল দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন এবং জামায়াতে ইসলামীর জন্য অত্যন্ত স্পর্শকাতর সময়। ওই দিন তৎকালীন সরকার দলটিকে নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়, যা পরদিন ১ আগস্ট কার্যকর করা হয়। তবে সেই সিদ্ধান্ত কার্যকরের মাত্র তিন দিনের মাথায় গণআন্দোলনের মুখে সরকার দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়। শুক্রবার (৩১ জুলাই) রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে বাংলাদেশ পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের ত্রি-বার্ষিক জাতীয় সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ও জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, ২০২৪ সালের ৩১ জুলাই ছিল দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন এবং জামায়াতে ইসলামীর জন্য অত্যন্ত স্পর্শকাতর সময়। ওই দিন তৎকালীন সরকার দলটিকে নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়, যা পরদিন ১ আগস্ট কার্যকর করা হয়। তবে সেই সিদ্ধান্ত কার্যকরের মাত্র তিন দিনের মাথায় গণআন্দোলনের মুখে সরকার দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়। শুক্রবার (৩১ জুলাই) রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে বাংলাদেশ পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের ত্রি-বার্ষিক জাতীয় সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। জামায়াত আমিরের ভাষ্য, তারা আমাদের ১ আগস্ট নিষিদ্ধ করেছিল, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের ভাগ্যে দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকা রাখেননি। ৫ আগস্ট বিকেলেই তারা দেশ ছেড়ে চলে যায়। তিনি দাবি করেন, তৎকালীন সরকার মনে করেছিল অতীতের মতো দমন-পীড়ন, নির্যাতন ও বলপ্রয়োগের মাধ্যমে আন্দোলন দমন করা সম্ভব হবে। কিন্তু জনগণের প্রতিরোধ এবং আল্লাহর ইচ্ছার সামনে তাদের সেই পরিকল্পনা সফল হয়নি। ডা. শফিকুর রহমান বলেন, দীর্ঘ সময় ধরে জনগণের ওপর নির্যাতন-নিপীড়ন চালিয়ে কোনো সরকার টিকে থাকতে পারে না। অন্যায় ও অবিচারের পরিণতি একসময় ভোগ করতেই হয়। বাংলাদেশ পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের ত্রি-বার্ষিক জাতীয়

সম্মেলনে সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতারা, বিভিন্ন জেলা থেকে আগত প্রতিনিধি, শ্রমিক নেতা এবং জামায়াতে ইসলামীর নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:৩১.০৭.২০২৬ রিহাব)

চলন্ত ট্রেনে পাথর নিক্ষেপ রোধে একগুচ্ছ পরিকল্পনা

চলন্ত ট্রেনে পাথর নিক্ষেপ রোধে একগুচ্ছ পরিকল্পনা নিয়েছে বাংলাদেশ রেলওয়ে। পাথর নিক্ষেপপ্রবণ এলাকা চিহ্নিত করে প্রতিরোধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া, নিক্ষেপের স্থানভিত্তিক তথ্য অতিরিক্ত আইজিপিকে (জিআরপি) পত্র মারফত জানানো, কক্সবাজার লাইনে প্রচারপত্র বিতরণ এবং প্রতিরোধের জন্য স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিকে যুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ রেলওয়ের মাসিক পরিচালন পর্যালোচনা সভায় এসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক মো. আফজাল হোসেন এতে সভাপতিত্ব করেন। সভার কার্যবিবরণীর একটি কপি জাগো নিউজের হাতে এসেছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, চলন্ত ট্রেনে পাথর নিক্ষেপ এবং এসিপি, এসি ও সিগন্যালিংয়ের যন্ত্রাংশ চুরিসহ সব ধরনের চুরি ও ছিনতাই প্রতিরোধে জিআরপি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। পাথর নিক্ষেপের ঘটনা সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তাকে অবহিত করতে বলা হয়। এসব ঘটনায় জিআরপি আইনগত ব্যবস্থা নেবে। সভায় আরও সিদ্ধান্ত হয়, পাথর নিক্ষেপপ্রবণ এলাকায় সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে (ইউএনও) তার অধিকক্ষেত্রে পাথর নিক্ষেপ-সংক্রান্ত তথ্য সম্বলিত পত্র পাঠাতে হবে। এছাড়া ট্রেনের ছাদে যাতে কেউ ভ্রমণ করতে না পারেন সে বিষয়ে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:৩১.০৭.২০২৬ রিহাব)

পাটওয়ারী-সারজিসদের বিরুদ্ধে হত্যাচেষ্টা-ছিনতাই মামলার আবেদন

হবিগঞ্জে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কেন্দ্রীয় মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী ও উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলমসহ ১০ জন নেতার বিরুদ্ধে হত্যাচেষ্টা, মারধর, ভাঙচুর ও ছিনতাইয়ের অভিযোগে মামলার আবেদন করা হয়েছে। জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. ইকবাল হোসেন রুকন বাদি হয়ে বৃহস্পতিবার (৩১ জুলাই) রাত সাড়ে ১০টার দিকে সদর মডেল থানায় মামলার এজাহার দাখিল করেন। মামলায় অজ্ঞাত পরিচয় আরও ৪০ থেকে ৫০ জনকে আসামি করা হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করে সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. জাহিদুল হক বলেন, তারা (ছাত্রদল নেতারা) একটি অভিযোগ দিয়ে গেছেন। এটি তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। হবিগঞ্জ জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মো. জিল্লুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়, কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের কর্মসূচির অংশ হিসেবে জুলাই আন্দোলনের শহীদ রিপন শীলের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং শোকসভায় অংশ নিতে ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা গত ২৮ জুলাই বিকেল ৫টা থেকে রাত ৮টার মধ্যে কোর্ট মসজিদের সামনে জড়ো হন। এ সময় নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী, সারজিস আলম, জেলা আহ্বায়ক আবু হেনা মোস্তফা কামাল, সদস্য সচিব মাহবুবুল বারী চৌধুরীসহ ৪০ থেকে ৫০ জনের একটি দল দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সেখানে এসে হামলা চালান। হামলায় জেলা ছাত্রদল নেতা মাহফুজ চৌধুরী, মোজাক্কির হোসেন ইমনসহ কয়েকজন আহত হন। লোহার রড, রামদা, ফিকল, ইটের টুকরো দিয়ে তাদের আঘাত করা। সংঘর্ষের সময় বাদির মোবাইলফোনসহ মোজাক্কির হোসেন, মাহফুজ চৌধুরী, মাহমুদুল হাসান গাজীর মোবাইলফোন, রব্বি ইসলামের কাছে থাকা নগদ ৫০ হাজার টাকা এবং শিমুল হাসানের মোবাইলফোন ছিনিয়ে নেওয়া হয়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালে অভিযুক্তরা সরে যান। আহতরা সদর আধুনিক হাসপাতালে চিকিৎসা নেন।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:৩১.০৭.২০২৬ রিহাব)

টোল নৈরাজ্যে কমছে পর্যটক-দর্শনার্থী, ব্যবসায় মন্দা

পদ্মারপাড়ের সৌন্দর্য উপভোগ করতে যে শিমুলিয়া ঘাটে প্রতিদিন ভিড় করতেন হাজারো পর্যটক-দর্শনার্থী, সেই ঘাটেই এখন দেখা দিয়েছে ভিন্ন চিত্র। ঘাটের প্রবেশমুখে মাত্র আধা কিলোমিটার পথের ব্যবধানে দুই দফায় টোল আদায় করা হচ্ছে। এতে ক্ষুব্ধ পর্যটক ও দর্শনার্থীরা। এর প্রভাবে গত দুই সপ্তাহে ঘাট এলাকায় পর্যটক-দর্শনার্থীর সংখ্যা কমেছে বলে দাবি স্থানীয় হোটেল ব্যবসায়ীদের। এতে ভাটা পড়েছে বাণিজ্যিক সব কার্যক্রম। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, শিমুলিয়া ঘাটে মাত্র আধা কিলোমিটারের পথের ব্যবধানে পরপর দুটি স্থানে বিভিন্ন যানবাহন থেকে টোল আদায়কে কেন্দ্র করে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন পর্যটক ও দর্শনার্থীরা। সম্প্রতি টাকা আদায়কে কেন্দ্র করে রাজধানী থেকে আসা চার পর্যটককে মারধরের অভিযোগ পাওয়া গেছে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের লোকজনদের বিরুদ্ধে। বুধবার (২৯ জুলাই) লৌহজংয়ে ঘাট এলাকায় দেখা যায়, ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে থেকে মাওয়া চৌরাস্তা হয়ে শিমুলিয়া ঘাটের দিকে কিছুদূর এগিয়ে গেলেই ফেরিঘাটের প্রবেশপথ। সেখানে হাতের ইশারায় থামানো হচ্ছে মোটরসাইকেল, প্রাইভেটকারসহ ব্যক্তিগত বিভিন্ন যানবাহন কিংবা পিকনিকে আসা যাত্রীবাহী বাস। সেসব যানবাহনকে ঘিরে ধরছেন লাঠি হাতে থাকা ৪-৫ জন। পরে পর্যায়ক্রমে চালকদের কাছ থেকে আদায় করা হচ্ছে অর্থ। মাত্র আধা কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যেই পরপর দুবার টাকা দিতে হচ্ছে যানবাহন চালক ও পর্যটকদের। পদ্মাপাড়ে আসা দর্শনার্থীদের অভিযোগ, বিআইডব্লিউটিএ লোগো সম্বলিত হলুদ ও আকাশি রঙের একটি টোকেন ধরিয়ে দিয়ে মোটরসাইকেল থেকে নেওয়া হচ্ছে সর্বনিম্ন ৩০ টাকা করে। দুইবারে দিতে হচ্ছে ৬০ টাকা। প্রাইভেটকারসহ ব্যক্তিগত বিভিন্ন যানবাহন

থেকে বিনা রসিদে শুধুমাত্র গাড়ির নম্বর নোট করেই নেওয়া হচ্ছে ১০০-৩০০ টাকা পর্যন্ত। অভিযোগ রয়েছে, বিআইডব্লিউটিএর রসিদের মাধ্যমে এসব টাকা তুলছে স্থানীয় একটি প্রভাবশালী চক্র। তবে বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে রাজি হননি চক্রের সদস্যরা। তবে তাদের দাবি, ইজারাদার হাজি আলমগীরের নেতৃত্বে এই টাকা আদায় করা হচ্ছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দ্বৈত টোল আদায়ের প্রভাব পড়তে শুরু করেছে পর্যটননির্ভর ব্যবসা বাণিজ্যিক কার্যক্রমে। গত দুই সপ্তাহে শিমুলিয়া ঘাটে পর্যটক ও দর্শনার্থী সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে। ব্যবসায়ীদের দাবি, আগে বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত প্রচুর মানুষের সমাগম ঘটলেও এখন ঘাটে সুনসান নীরবতা। এমন পরিস্থিতিতে ব্যবসা পরিচালনা করা কঠিন হয়ে পড়েছে অনেকের। বিআইডব্লিউটিএ সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, চলতি মাসের ১ তারিখ থেকে এক কোটি ৪৭ লাখ ৬৬ হাজার টাকার বিনিময় শিমুলিয়া ঘাটটি ইজারা দেওয়া হয়েছে আলমগীর হোসেন নামের স্থানীয় এক ঠিকাদারকে। এরপর থেকেই দৈন্যদশা দেখা দিয়েছে ঘাট এলাকায়। ব্যবসায়ীদের আশঙ্কা, অতিরিক্ত টোলের কারণে যদি পর্যটকরা মুখ ফিরিয়ে নেন, তাহলে শুধু ব্যবসা নয় শিমুলিয়া ঘাটের পর্যটন সম্ভাবনাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:৩১.০৭.২০২৬ রিহাব)

আইনের তোয়াক্কা না করে দলীয় পদে বহাল নোবিপ্রবির উপ-উপাচার্য

নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (নোবিপ্রবি) উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি বিএনপিপন্থি শিক্ষকদের সংগঠন `সাদা দল,র সভাপতির দায়িত্বেও বহাল রয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকা ও সরকারি আইন অমান্য করে তার এ অবস্থান নিয়ে ক্যাম্পাসে আলোচনা-সমালোচনা তৈরি হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্টদের ভাষ্য, উপ-উপাচার্য একটি পূর্ণকালীন নীতিনির্ধারণী প্রশাসনিক পদ। এ পদে থাকা ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। একই সঙ্গে দলীয় শিক্ষক সংগঠনের সভাপতির দায়িত্ব পালন করলে প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা ও স্বার্থের সংঘাত (Conflict of Interest) নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হতে পারে। জানা গেছে, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও ট্রেজারার পদে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সরকার বা রাষ্ট্রপতি নিয়োগ প্রদান করেন। ফলে তারা সরকারি পদের প্রশাসনিক মর্যাদা ধারণ করেন। সরকারি কর্মকর্তা (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ এর বিধি ২৫(১) এ বলা আছে `কোনো সরকারি কর্মচারী কোনো রাজনৈতিক দলের বা রাজনৈতিক কাজ করে এমন কোনো সংগঠনের সদস্য হতে পারবেন না, কিংবা অন্য কোনো উপায়ে তার সঙ্গে নিজেকে সংশ্লিষ্ট করতে পারবেন না। এছাড়াও, বিধি ২৫(২) এ বলা হয়েছে, সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বে থাকা কোনো ব্যক্তি রাজনৈতিক দলের প্রচার-প্রচারণা, নির্বাচনে অংশগ্রহণ বা দলীয় পদের দায়িত্ব সামলাতে পারবেন না। তাছাড়া ,বিশ্ববিদ্যালয় আইন ও ইউজিসি অনুযায়ী, ভিসি (উপাচার্য), প্রো-ভিসি (উপ-উপাচার্য) এবং ট্রেজারার (কোষাধ্যক্ষ) পদগুলো হলো সার্বক্ষণিক প্রাধিকারভুক্ত প্রশাসনিক পদ। একজন সাধারণ শিক্ষক ক্লাসের বাইরে শিক্ষক রাজনীতি করতে পারলেও, তিনি যখন ইউজিসি ও সরকারের প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে `প্রো-ভিসি, হিসেবে দায়িত্ব পান, তখন তার প্রধান আইনি বাধ্যবাধকতা হয় সার্বক্ষণিক প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মচারীর জন্য নিরপেক্ষ অভিভাবক হিসেবে কাজ করা। দলীয় শিক্ষক সংগঠনের যে-কোনো পদে বহাল থাকা অবস্থায় প্রশাসনিক উপ-উপাচার্যের দায়িত্বে থাকলে সরাসরি `Conflict of Interest, বা স্বার্থের সংঘাত তৈরি হয়। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, ২০২৪ সালের ৯ আগস্ট অনুষ্ঠিত রিজেন্ট বোর্ডের জরুরি সভায় দেশের তৎকালীন পরিস্থিতি বিবেচনায় নোবিপ্রবিতে রাজনৈতিক কার্যক্রমের ওপর নতুন করে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এ সংক্রান্ত একটি অফিস আদেশ জারি করে। ওই আদেশে বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখা এবং শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, কর্মচারীর নিরাপত্তার স্বার্থে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত তারা কোনো দলীয় রাজনৈতিক সংগঠন, সহযোগী সংগঠন, অঙ্গ সংগঠন বা ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের সঙ্গে প্রকাশ্যে কিংবা অপ্রকাশ্যে সম্পৃক্ত হয়ে কোনো কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবেন না। পাশাপাশি ক্যাম্পাসে সব ধরনের দলাদলি নিষিদ্ধ করা হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:৩১.০৭.২০২৬ রিহাব)

রাজধানীতে হোস্টেলের দরজা ভেঙে মিললো শিক্ষার্থীর ঝুলন্ত মরদেহ

রাজধানীর কলাবাগানে ছাত্রী হোস্টেল থেকে এক নার্সিং শিক্ষার্থীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শুক্রবার (৩১ জুলাই) সকালে ক্রিসেন্ট রোডের স্বপ্ন বিলাস হোস্টেলে মরদেহটি পাওয়া যায়। নিহত শিক্ষার্থীর নাম পিংকি বিশ্বাস (১৯)। তিনি বরিশালের উজিরপুর উপজেলার জামবাড়ী গ্রামে প্রফুল্ল বিশ্বাসের মেয়ে। তিনি ধানমন্ডির আনোয়ার খান মডার্ন নার্সিং কলেজের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন। কলাবাগান থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মোছা. লিজা আক্তার বলেন, `আমরা খবর পেয়ে সকাল ৮টার দিকে কক্ষের দরজা ভেঙে মরদেহটি উদ্ধার করি। পরে আইনি প্রক্রিয়া শেষে তা ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়।, এসআই লিজা জানান, পিংকি ও আরও দুজন হোস্টেলের একটি কক্ষে থাকতেন। বাকি দুজন ছুটিতে বাড়ি যাওয়ায় তিনি একাই কক্ষে ছিলেন।

সকালে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে সবুজ রঙের ওড়না পেঁচানো অবস্থায় তার মরদেহ ঝুলতে দেখা যায়। ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:৩১.০৭.২০২৬ রিহাব)

ঢাকায় পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৪৩৩

রাজধানী ঢাকায় পুলিশের নিয়মিত অভিযানে গত ২৪ ঘণ্টায় ৪৩৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। একই সময়ে ২৭টি মামলা দায়ের করা হয়। শুক্রবার (৩১ জুলাই) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার নিয়াজ মেহেদী এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, রাজধানীর বিভিন্ন থানা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে মাদকদ্রব্য উদ্ধারসহ তাদের গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার ব্যক্তিদের মধ্যে রমনা বিভাগে ২৭ জন, লালবাগ বিভাগে ২৪ জন, ওয়ারী বিভাগে ৩৬ জন, মতিঝিল বিভাগে ৯৬ জন, তেজগাঁও বিভাগে ৩৮ জন, মিরপুর বিভাগে ১২২ জন, গুলশান বিভাগে ৩৮ জন, উত্তরা বিভাগে ৪৯ জন এবং গোয়েন্দা বিভাগ ৩ জনকে গ্রেফতার করে। এসময় তাদের কাছ থেকে ২৪ কেজি ১০০ গ্রাম গাঁজা, ৯৪০ পিস ইয়াবা, ৩০টি মোবাইল ফোন, ৩টি চাকু, একটি বৈদ্যুতিক শক দেওয়া যন্ত্র, ৩টি পরিত্যক্ত গুলি, একটি মিশুক গাড়ি, একটি মোটরসাইকেল ও একজন ভিকটিমকে উদ্ধার করা হয়। গ্রেফতার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন বলেও জানান নিয়াজ মেহেদী। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:৩১.০৭.২০২৬ রিহাব)

যাত্রাবাড়ীতে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ১২

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে বিশেষ অভিযানে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ১২ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শুক্রবার (৩১ জুলাই) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার নিয়াজ মেহেদী এ তথ্য জানান। নিয়াজ মেহেদী বলেন, গতকাল বৃহস্পতিবার (৩০ জুলাই) বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ১২ জনকে গ্রেফতার করেছে যাত্রাবাড়ী থানা পুলিশ। গ্রেফতারদের মধ্যে রয়েছে নিয়মিত মামলাসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িত অপরাধী। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। গ্রেফতারদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন বলেও জানান তিনি।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:৩১.০৭.২০২৬ রিহাব)

বিআরটিসির বাসে ধূমপান ও নেশাজাতীয় দ্রব্য বহন-ব্যবহারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের কার্যকর বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বিআরটিসির বাসসহ সব ধরনের গণপরিবহনে ধূমপান এবং নেশাজাতীয় দ্রব্য বহন ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করার কথা জানিয়েছেন বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন করপোরেশনের (বিআরটিসি) চেয়ারম্যান আব্দুল লতিফ মোল্লা। বৃহস্পতিবার (৩০ জুলাই) রাজধানীর তেজগাঁওয়ে বিআরটিসি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত 'বিআরটিসি প্রশিক্ষণ মডিউলে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে করণীয়, শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় তিনি এ কথা বলেন। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন করপোরেশন (বিআরটিসি) ও ডেভেলপমেন্ট অ্যাকটিভিটিজ অব সোসাইটি (ডাস) যৌথভাবে এ কর্মশালার আয়োজন করে। প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিআরটিসি চেয়ারম্যান আব্দুল লতিফ মোল্লা বলেন, গণপরিবহনকে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত রাখতে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার বন্ধে আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা হবে। একই সঙ্গে বিআরটিসিসহ সব গণপরিবহনে ধূমপান এবং নেশাজাতীয় দ্রব্য বহন ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে সংশ্লিষ্টদের কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন ডাসের নির্বাহী পরিচালক আবুল কালাম আজাদ। এতে স্বাগত বক্তব্য দেন বিআরটিসির প্রশিক্ষণ বিভাগের মহাব্যবস্থাপক ইঞ্জিনিয়ার ফাতেমা বেগম। কর্মশালার উদ্দেশ্য তুলে ধরেন ডাসের টিম লিড আমিনুল ইসলাম বকুল এবং মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সংস্থাটির প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট লিড কাজী মোহাম্মদ হাসিবুল হক। মূল প্রবন্ধে তামাক ব্যবহারের স্বাস্থ্য, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষতি, ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইনের বিভিন্ন ধারা, গণপরিবহনে আইন প্রয়োগ, বিদ্যমান শাস্তির বিধান এবং প্রশিক্ষকদের করণীয় তুলে ধরা হয়। এছাড়া বিআরটিসির প্রশিক্ষণ বিভাগের ডেপুটি ম্যানেজার (কারিগরি) মো. জান্নাতুল ফেরদৌস তামাক নিয়ন্ত্রণে বিআরটিসির গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরেন। কর্মশালায় বক্তারা বলেন, গণপরিবহনে ধূমপানমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে শুধু আইন প্রয়োগ যথেষ্ট নয়; চালক, সহকারী, প্রশিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়কে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রশিক্ষণ মডিউলে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। তারা আরও বলেন, সব গণপরিবহনে বাধ্যতামূলক তামাক নিয়ন্ত্রণ সাইনেজ স্থাপন, চালক-সহকারীদের নিয়মিত সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ, পরোক্ষ ধূমপান ও অগ্নিঝুঁকি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, তামাক ও নেশাজাতীয় দ্রব্য পরিবহনে গণপরিবহন ব্যবহার রোধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তামাক নিয়ন্ত্রণ সনদের অনুচ্ছেদ ৫.৩ বাস্তবায়নে গুরুত্ব দিতে হবে। কর্মশালায় বিআরটিসির ৩৫ জন প্রশিক্ষক, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি ও উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। তারা গণপরিবহনে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ, প্রশিক্ষণ মডিউলে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা এবং বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণ কৌশল নিয়ে মতবিনিময় করেন। আয়োজকদের আশা, এ কর্মশালার মাধ্যমে বিআরটিসির

প্রশিক্ষকদের সক্ষমতা আরও বাড়বে এবং গণপরিবহনে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন বাস্তবায়নে একটি টেকসই প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি তৈরি হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:৩১.০৭.২০২৬ রিহাব)

কল ড্রপ-প্যাকেজের মূল্য নিয়ে গ্রাহকের উদ্বেগ দূর করতে হবে

কল ড্রপ, নেটওয়ার্কের মান ও প্যাকেজের মূল্য নিয়ে গ্রাহকের উদ্বেগ দূর করতে গ্রামীণফোনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী ফকির মাহবুব আনাম। তিনি বলেন, ডিজিটাল প্রযুক্তির সুফল দেশের প্রতিটি নাগরিকের কাছে পৌঁছাতে হবে। নারী, তরুণ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, ট্রান্সজেন্ডার জনগোষ্ঠী এবং অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যেন সমানভাবে বাংলাদেশের ডিজিটাল রূপান্তরে অংশ নিতে পারে এবং এর সুফল ভোগ করতে পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে। বৃহস্পতিবার (৩০ জুলাই) রাজধানীর বনানীতে শেরাটন হোটেলে গ্রামীণফোন আয়োজিত `ডিজিটাল ইনক্লুশন ফর মার্জিনালাইজড কমিউনিটিস, কর্মসূচির দ্বিতীয় পর্যায় উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ ডিজিটাল সংযোগ সম্প্রসারণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ২০৩৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে এক ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত করার লক্ষ্যে অর্থবহ ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি, ডিজিটাল সাক্ষরতা এবং দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা আমাদের মূল লক্ষ্য। তিনি দেশের দুর্গম ও সুবিধাবঞ্চিত এলাকায় টেলিযোগাযোগ সেবা আরও সম্প্রসারণের আহ্বান জানিয়ে বলেন, ডিজিটাল রূপান্তরের যাত্রায় যেন কোনো অঞ্চল পিছিয়ে না পরে। অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন এবং মানুষের জীবনমান উন্নয়নের জন্য যোগাযোগ সেবার সহজপ্রাপ্যতা অপরিহার্য। টেলিযোগাযোগ সেবা নিয়ে জনসাধারণের উদ্বেগের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ফকির মাহবুব আনাম মোবাইল অপারেটরদের কল ড্রপ, নেটওয়ার্কের মান এবং ভয়েস ও ডাটা প্যাকেজের মূল্য সংক্রান্ত বিষয়গুলোতে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ব্যবসায়িক প্রবৃদ্ধি যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি গ্রাহকদের প্রত্যাশা ও স্বার্থের প্রতিও সমান গুরুত্ব দিতে হবে। গ্রাহকদের জন্য সাশ্রয়ী, নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্মত সেবা নিশ্চিত করাই সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের অগ্রাধিকার হওয়া উচিত। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:৩১.০৭.২০২৬ রিহাব)

হাজারীবাগ ও শেরেবাংলা থানা পুলিশের অভিযান, গ্রেফতার ২৫

রাজধানীর হাজারীবাগ ও শেরেবাংলা নগর এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ২৫ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার (৩০ জুলাই) ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার নিয়াজ মেহেদী এ তথ্য জানান। হাজারীবাগ থানার বরাত দিয়ে নিয়াজ মেহেদী বলেন, বুধবার (২৯ জুলাই) হাজারীবাগ থানা পুলিশ বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ১৫ জনকে গ্রেফতার করে। অন্যদিকে শেরেবাংলা নগর থানার বরাত দিয়ে নিয়াজ মেহেদী বলেন, বুধবার শেরেবাংলা নগর থানা পুলিশ বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে ১০ জনকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারদের মধ্যে নিয়মিত ও পরোয়ানাভুক্ত মামলার আসামি ও বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গে জড়িত অপরাধী রয়েছে। তাদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:৩১.০৭.২০২৬ রিহাব)

বর্তমান সরকারও ফ্যাসিবাদের পথে হাঁটছে: মাওলানা কাইয়ূম

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সহকারী মহাসচিব মাওলানা আহমদ আবদুল কাইয়ূম বলেছেন, ফ্যাসিবাদের পতনের পর মানুষের মধ্যে একটি আশার সঞ্চার হয়েছিল যে জনআকাঙ্ক্ষার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবে। যেখানে বিগত ফ্যাসিবাদের পুনরাবৃত্তি হবে না। প্রতিহিংসার রাজনীতির কবর রচিত হবে। তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের ৫ মাসের শাসনে জনমনে চরম ক্ষোভ ও হতাশা বিরাজ করছে। বিশেষ করে বিরোধী মত দমনে বর্তমান সরকারও বিগত ফ্যাসিবাদের পথ অনুসরণ করছে। গতকাল এনসিপি নেতাদের ওপর হামলা তা প্রমাণ করে। বৃহস্পতিবার (৩০ জুলাই) বিকেলে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ নেত্রকোনা জেলা শাখার মজলিসে শুরা অধিবেশনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। মাওলানা আহমদ আবদুল কাইয়ূম বলেন, জুলাই সনদের আলোকে দেশ পরিচালনা করতে হবে এবং নতুন রাষ্ট্রপতি জুলাই সনদের আলোকেই নিয়োগ দিতে হবে। একই সঙ্গে ১৮০ দিনের মধ্যে পিআর পদ্ধতিতে সংসদের উচ্চ কক্ষ গঠন করতে হবে। তিনি বলেন, সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্বাধীনতা সংগ্রাম অনুষ্ঠিত হলেও বিজয়ের ৫৫ বছর পরও এ দেশের মানুষ ন্যায়বিচার পায়নি। দেশের জনগণ এখনো শোষণ বঞ্চনার শিকার। ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত। সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও মাদকের করালগ্রাসে নিমজ্জিত। এ অবস্থায় জনআকাঙ্ক্ষার বৈষম্যহীন, শোষণ বঞ্চনামুক্ত বাংলা প্রতিষ্ঠিত করতে হলে ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় নিতে হবে। এজন্য সবাইকে একযোগে মিলেমিশে কাজ করতে হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:৩১.০৭.২০২৬ রিহাব)

বিশেষ চাহিদাসম্পন্নদের জন্য ১৫০ শয্যার সেবা চালু শিশু কল্যাণ পরিষদে

রাজধানীর বাংলাদেশ শিশু কল্যাণ পরিষদে `দি দাউদি বোহরাস অব বাংলাদেশ,র উদ্যোগে নবনির্মিত `প্রজেক্ট রাইজ ওয়ার্ড ফর চাইল্ড হেলথ কেয়ার,র উদ্বোধন করেছেন মহিলা ও শিশুবিষয়ক এবং সমাজকল্যাণমন্ত্রী ডা. এ জেড এম

জাহিদ হোসেন। বৃহস্পতিবার (৩০ জুলাই) এ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ডা. মাখদুমা নার্গিস। ১৯৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ শিশু কল্যাণ পরিষদ বর্তমানে ৮০ শয্যার একটি ফিজিও থেরাপি সেন্টার পরিচালনা করে আসছে। নতুন করে আরও ৭০টি শয্যা যুক্ত হওয়ায় এখন থেকে ১৫০ জন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু একসঙ্গে সেবা পাবে। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী বলেন, জাতি, ধর্ম এবং রাজনৈতিক পরিচয় নির্বিশেষে সব মানুষের পাশে আছে সরকার। দেশে বর্তমানে ৪০ লাখ নিবন্ধিত বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষ রয়েছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, সহানুভূতিশীল এবং মানবিক বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চান, যেখানে কেউ নিজেকে অনাদৃত, বঞ্চিত কিংবা অসহায় মনে করবে না। এরই মধ্যে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন মানবিক উদ্যোগ জনমনে সাড়া ফেলেছে। তিনি আরও বলেন, সমাজে বসবাসরত বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের বিভিন্ন থেরাপি ও চিকিৎসা প্রদান করলে তারা সুস্থ হয়ে সমাজের মূলধারায় মিশে যেতে পারে। এক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি সমাজের বিত্তবানদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান মন্ত্রী। তিনি বলেন, সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলোতে অনুদান দিলে ট্যাক্স রিবেট পাওয়া যায়। তিনি সবাইকে এ সুযোগ গ্রহণ করার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন, দি দাউদি বোহরাস অব বাংলাদেশ,র ঢাকা ও চট্টগ্রামের প্রতিনিধিসহ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:৩১.০৭.২০২৬ রিহাব)

রেডিও টুডে

শেখ হাসিনার পতন ঘটাতে বিভিন্ন সংস্থায় গুপ্তভাবে কাজ করে জামায়াতের একটি গ্রুপ

অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ বলেছেন, জুলাই আন্দোলনের সময় শেখ হাসিনা সরকারের পতন ঘটাতে সরকারের বিভিন্ন সংস্থায় গুপ্তভাবে কাজ করছে জামায়াতের একটি গ্রুপ। তিনি বলেন, সে সময় শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আন্দোলনকারীদের ওপর হত্যাযজ্ঞ দেখে সরে দাঁড়িয়েছিল সেনাবাহিনী। ফলে জুলাই আন্দোলনে পতন ঘটে শেখ হাসিনার। শুক্রবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে বৈষম্যহীন বাংলাদেশ ও গণতান্ত্রিক সংস্কারের আকাঙ্ক্ষা, প্রাপ্তি ও আমাদের করণীয়, শীর্ষক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন আনু মুহাম্মদ। বাসদ কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরামের সমন্বয়ক মাসুদ রানার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন সংগঠনের সদস্য ড. জয়দেব ভট্টাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মোশাহিদা সুলতানা ঋতু প্রমুখ। আনু মুহাম্মদ আরও বলেন, বিনা ভোটে ক্ষমতা দখল করে রাখা শেখ হাসিনার সময় দেশে ব্যাপক উন্নয়নের জোয়ার বইছিল। সে সময় বিশ্বব্যাংকের চেয়ারম্যান পর্যন্ত বাংলাদেশ সফর করেছেন। সে সময় পিটার হাসও বিভিন্ন চুক্তির বিষয় নিয়ে শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করেছেন। আনু মুহাম্মদ বলেন, চব্বিশের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হয়েছিল গ্রাফিতির মাধ্যমে। সেগুলোর মধ্য দিয়ে বৈষম্যহীন বাংলাদেশের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হয়েছে। বৈষম্যহীন মানেই বামপন্থি। কিন্তু গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী যারা ক্ষমতাসীন হয়েছে তারা সবাই বৈষম্যবাদী ডানপন্থি শক্তি। এটাই সমাজের অন্যতম দ্বন্দ্ব। সমাজের মধ্যে বৈষম্যহীন আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়ন করতে হলে বামপন্থি রাজনীতিকে নানা দিক থেকে সক্রিয় ও শক্তিশালী করতে হবে।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:৩১.০৭.২০২৬ আসাদ)

রোহিঙ্গা আশ্রয় শিবির পরিদর্শন যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দূতের

মিয়ানমার থেকে বাস্তুচ্যুত কক্সবাজারের উখিয়া আশ্রয় শিবিরে অবস্থানরত রোহিঙ্গাদের বর্তমান পরিস্থিতি সরেজমিনে পরিদর্শন করেছে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক বিশেষ দূত সার্জিও গরের নেতৃত্বাধীন একটি উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি দল। শুক্রবার বেলা সাড়ে ১২টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত তারা রোহিঙ্গা আশ্রয় শিবিরের বিভিন্ন ক্যাম্প পরিদর্শন করেন। প্রাণ বাঁচাতে মিয়ানমার থেকে এসে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গাদের সাথে কথা বলেন এবং তাদের কথা শোনেন। শুক্রবার বেলা ১২ টার দিকে সার্জিও গরের নেতৃত্বে ১৪ সদস্যের মার্কিন প্রতিনিধি দলটি কক্সবাজার বিমানবন্দরের পৌঁছান। এরপর দলটির সদস্যরা রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শনে রওনা দেন। পরে দুপুর ২ টার দিকে প্রতিনিধি দলটি উখিয়ার ৮-ডব্লিউ রোহিঙ্গা ক্যাম্পে পৌঁছান। ক্যাম্পটির ওয়াচ টাওয়ার থেকে রোহিঙ্গা ক্যাম্পের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন মার্কিন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। প্রায় ২০ মিনিটের মত সেখানে পর্যবেক্ষণ শেষে ৬ নম্বর রোহিঙ্গা ক্যাম্পের বিডিআরসিএস পরিচালিত হাসপাতালের চিকিৎসা কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এসময় হাসপাতালের রোগী, নার্স ও চিকিৎসকের সাথে কথা বলেন। এরপর বিকাল সাড়ে ৩টার দিকে উচ্চ পর্যায়ের মার্কিন প্রতিনিধি দলটি উখিয়ার ৪ নম্বর রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ইউএনএইচসিআর পরিচালিত রেজিস্টেশন সেন্টার পরিদর্শনে যান। সেখানে দলটির সদস্যরা কার্যক্রমের খোঁজ-খবর নেন এবং সংস্থাটির সংশ্লিষ্টদের সাথে আলাপ করেন। পরে বিকাল সোয়া ৪ টার দিকে উখিয়ার ৪-এক্সটেনশন নম্বর রোহিঙ্গা ক্যাম্পে মার্কিন প্রতিনিধি দলটির সদস্যরা জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী পরিচালিত খাদ্য বিতরণ কেন্দ্রে যান। সেখানে তারা খাদ্য বিতরণ কার্যক্রম পরিদর্শনের পাশাপাশি রোহিঙ্গাদের সাথে কথা বলেন এবং সংস্থাটির সংশ্লিষ্টদের সাথেও আলাপ করেন। রোহিঙ্গা ক্যাম্পে সার্বিক পরিদর্শন কার্যক্রম শেষে বিকাল পৌণে ৫ টায় উখিয়া উপজেলা সদরের নর্থ এন্ড ক্যাফে শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারসহ সংশ্লিষ্ট

কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে সার্জিও গর ও বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি. ক্রিস্টেনসেন সহ প্রতিনিধি দলের সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন। বৈঠক শেষে শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার মোহাম্মদ মিজানুর রহমান বলেন, রোহিঙ্গা সংকটের শুরু থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সর্বোচ্চ দাতা দেশ হিসেবে সহায়তা করে আসছে। মূলত যুক্তরাষ্ট্রের দেয়া অনুদানগুলো কিভাবে রোহিঙ্গাদের সহায়তা কার্যক্রমে ব্যবহৃত হচ্ছে তা সরেজমিন দেখতে মার্কিন প্রতিনিধি দলের এই সফর। ক্যাম্পে পরিদর্শন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা বাংলাদেশের সার্বিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:৩১.০৭.২০২৬ আসাদ)

বিএনপিকে ফ্যাসিবাদের পথ থেকে ফিরে আসার আহ্বান পরওয়ারের

বিএনপিকে ফ্যাসিবাদের পথ থেকে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার। তিনি বলেন, বিএনপি ফ্যাসিবাদের যে পথে পা বাড়িয়েছে, সেখান থেকে তাদের ফিরে আসা উচিত। শুক্রবার যশোর জেলা পরিষদ মিলনায়তনে `২৪-এর গণঅভ্যুত্থান: প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি, শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। গোলাম পরওয়ার বলেন, রাষ্ট্র সংস্কারের নামে কেবল সংবিধান সংশোধন যথেষ্ট নয়; রাষ্ট্রের মৌলিক কাঠামোতে প্রয়োজনীয় সংস্কার আনতে হবে। গণভোটে জনগণের যে প্রত্যাশা প্রকাশ পেয়েছে, তা বাস্তবায়ন না হলে নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন পূরণ হবে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি। প্রয়োজনে সংসদের পাশাপাশি রাজপথেও আন্দোলনের মাধ্যমে গণভোটের রায় বাস্তবায়নের কথা জানান তিনি। বিএনপি সরকারের সমালোচনা করে জামায়াতের এ শীর্ষ নেতা বলেন, সর্বত্র আজ দলীয়করণের বাসা বেঁধেছে। সিটি করপোরেশন, জেলা-উপজেলা প্রকল্পে ভাগবাটোয়ারা হচ্ছে। এজন্য তো গণঅভ্যুত্থান হয়নি। সরকার জুলাই সনদে শুভঙ্করের ফাঁকি দিয়েছে মন্তব্য করে মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, সংশোধন আর সংস্কার তো এক জিনিস না। জুলাই সনদে ভিন্ন মতগুলো বাদ দিয়ে সংস্কারের ছড়ি ঘুরাবেন; জনগণ সেটা মেনে নেবে না।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:৩১.০৭.২০২৬ আসাদ)

প্রধানমন্ত্রী না চাইলে সরকারের সবাই দুর্নীতিতে জড়ায় কীভাবে: জামায়াত আমির

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান যদি না চান, তাহলে সরকারের সবাই কীভাবে দুর্নীতিতে জড়িয়েছে- এই প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধীদলীয় নেতা ডা. শফিকুর রহমান। জামায়াত আমির বলেন, যখন সরকার নিজেই ব্যর্থতার দায় স্বীকার করেছে, তখন নৈতিক দিক থেকে তারা দেশ পরিচালনার অধিকার হারিয়েছে। শুক্রবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন বিরোধীদলীয় নেতা। গতকাল বৃহস্পতিবার এক অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী ও বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, এই চার-পাঁচ মাসের মন্ত্রিত্বের অভিজ্ঞতায় আমি দেখছি যে, কিছুই বদলায়নি। যারা ঘুষ খেত তারা একইভাবে ঘুষ খাওয়ার ফন্দিফিকির করছে, একইভাবে যারা আটকে দিতো ভালো একটা কাজকে, আটকে দিচ্ছে। মির্জা ফখরুলের ভাষ্য অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ছাড়া পাঁচ মাসে আর কোনো বদল হয়নি ।এ বক্তব্যের প্রসঙ্গ ধরে বিরোধীদলীয় নেতা বলেন, আমরা দেখি প্রধানমন্ত্রীর ইশারায় সব কিছু চলে। তাহলে তার ইশারায় দুর্নীতি বন্ধ হয় না কেন। ব্যর্থতার দায় যখন নিজেরাই স্বীকার করছেন, তখন এই সরকারের আর ক্ষমতায় থাকার নৈতিকতা থাকে কি না, সেটাই প্রশ্ন ।বিরোধীদলীয় নেতা বলেন, তাঁর (মির্জা ফখরুল) ভাষ্যমতে, একজন ছাড়া সবাই দুর্নীতিতে লিপ্ত, আর সেই একজন হলেন তারেক রহমান। বিষয়টি আমার বোধগম্য নয়। তারেক রহমান তো প্রধানমন্ত্রী। তিনি যদি দুর্নীতি না চান, তাহলে সবাই কীভাবে দুর্নীতিতে জড়ায়। আমরা তো দেখি, তার ইশারাতেই সবকিছু চলে। তাহলে তার ইশারায় কি দুর্নীতি বন্ধ হয় না। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:৩১.০৭.২০২৬ আসাদ)

গ্যাসের দাম বাড়ালে পেট্রোবাংলা ঘেরাও করা হবে:নাহিদ ইসলাম

গ্যাসের দাম বৃদ্ধি করলে পেট্রোবাংলা ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ ও জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। তিনি অভিযোগ করে বলেন, এই সরকার মাত্র পাঁচ মাসে দফায় দফায় জ্বালানির দাম বৃদ্ধি করেছে। গ্যাস না থাকলেও প্রতি মাসে বিল দিতে হচ্ছে। শুক্রবার আগারগাঁওয়ে জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটে হবিগঞ্জে সংঘর্ষে চোখ হারানো আলিফ চৌধুরীর খোঁজ খবর নিতে এসে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপে এসব কথা বলেন তিনি। আহত আলিফের স্বাস্থ্যের সবশেষ অবস্থা জানিয়ে নাহিদ ইসলাম বলেন, `আগামীকাল (শনিবার) বোর্ড মিটিংয়ের পরে আলিফের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে জানাবেন চিকিৎসক।, হবিগঞ্জে দলীয় এনসিপি নেতাকর্মীদের হামলার শিকার হওয়া নিয়ে বিএনপির দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন দলটির আহ্বায়ক। তিনি বলেন, `হামলাকারীর বিরুদ্ধে কোনও সাংগঠনিক ও আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। সরকার বার্তা দিলো, ছাত্রদল যুবদল চাইলে যে কাউকে মারতে পারে তার কোন প্রতিবাদ হয় না। এলাকায় গেলে সরকারি দলের এমপিদের আসল চরিত্র বোঝা যায়।, নাহিদ অভিযোগ করেন, `সন্ত্রাস চাদাবাজ ও দখলদারিত্বে চারদিকে ছেয়ে গিয়েছে। ১২টি প্রতিষ্ঠানে দলীয় লোক বসিয়েছে।, যদিও তিনি কোন ১২টি প্রতিষ্ঠানের দিকে ইঙ্গিত করেছে, তা তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি ।এনসিপি আহ্বায়ক সতর্ক করে বলেন, `সরকার খুব শিগগিরই জনগনের প্রবল প্রতিরোধের মুখে পড়তে যাচ্ছে। জনগণ যাতে প্রস্তুত হয়,

সরকারের এমন আচরণ আমরা কখনোই মেনে নিব না।, এ সময় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকেও ছেড়ে কথা বলেননি নাহিদ। অভিযোগের সুরে বলেছেন, `তারেক রহমান দল ও দেশ চালাতে ব্যর্থ হয়েছেন।,

(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:৩১.০৭.২০২৬ আসাদ)

যারা ৭১ ভুলে যেতে চায় তারা বাংলাদেশকে বিশ্বাস করে না: মির্জা ফখরুল

বাংলাদেশে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানসহ সব সম্প্রদায়ের মানুষ হাজার বছর ধরে একসঙ্গে বসবাস করে আসছে, তাই এখানে বিভাজনের কোনো সুযোগ নেই বলে মন্তব্য করেছেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেন, `যারা একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধকে ভুলে যেতে চায় কিংবা ভুলিয়ে দিতে চায়, তারা কখনোই বাংলাদেশকে বিশ্বাস করে না।, শুক্রবার রাজধানীতে `সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বিধান, শীর্ষক এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। মির্জা ফখরুল বলেন, `আমাদের মূল দুর্বলতা হলো আমরা এখনও একটি পূর্ণাঙ্গ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তুলতে পারিনি। বিগত ১৫ বছরে দেশের গণতন্ত্রকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল। তবে আমরা অতীতের সেই ক্ষত কাটিয়ে এখন নতুন করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চাই।, একটি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী ধর্মের নামে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, `সামনে অনেক সমস্যা ও বড় বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে। জুলাই আন্দোলনকে ছোট করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। তবে যারা ধর্মকে ব্যবহার করে সমাজে ফাটল ধরাতে চায়, তাদের যে কোনো মূল্যে রুখে দিতে হবে।, যে কোনো উপায়ে দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও বৈচিত্র্য রক্ষা করার আহ্বান জানিয়ে স্থানীয় সরকার মন্ত্রী বলেন, `সব ধর্মের মানুষের নিরাপত্তা বিধান এবং সমান অধিকার নিশ্চিত করাই একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্ব।,

(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:৩১.০৭.২০২৬ আসাদ)

বাংলাদেশে বিভেদ-বিভাজনের কোনো চক্রান্ত বাস্তবায়ন হতে দেওয়া হবে না: তথ্যমন্ত্রী

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন বলেছেন, পাহাড়ি, সমতল কিংবা ভাষা, বর্ণ, লিঙ্গ ও ধর্মের ভিত্তিতে বাংলাদেশে মানুষের মধ্যে কোনো ধরনের বিভেদ-বিভাজন তৈরি করার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনো চক্রান্ত বাস্তবায়ন হতে দেওয়া হবে না। তিনি বলেন, `কোনো ধর্মাবলম্বীকে যদি কেউ রাজনৈতিক বা স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে চায় কিংবা ধর্মের মাধ্যমে রাষ্ট্রকে গ্রাস করতে চায়, তাহলে বুঝতে হবে সে সৃষ্টিকর্তা, মানবতা এবং ধর্মের মূল মর্মবাণীর বিরোধিতা করছে।, আজ শুক্রবার বরিশাল জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ বরিশাল জেলার দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। রাজনীতি ও ধর্মের ভিন্নতা ব্যাখ্যা করে জহির উদ্দিন স্বপন বলেন, `রাজনীতিতে দর্শন, চিন্তা ও আদর্শ কোনো ধর্মীয় বিষয় নয়। ধর্মীয় দর্শন আবর্তিত হয় সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তাকে ঘিরে, আর রাজনীতির চিন্তাভাবনা আবর্তিত হয় জনগণের কল্যাণ ও সামাজিক স্বার্থকে কেন্দ্র করে। রাজনীতির কোনো প্রতীক বা মার্কা দেবত্ব প্রদত্ত নয়; দল বা নেতা কোনো দেব-দেবী নন। তাদের বক্তব্য ও কর্মসূচি যতক্ষণ জনগণ নিজের কল্যাণ হিসেবে গ্রহণ করবে, ততক্ষণ তা থাকবে। অন্যথায় জনগণ তা বর্জন করবে।, ধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষা ও সচেতনতার গুরুত্ব তুলে ধরে তিনি বলেন, ধর্ম চর্চাকারীরা যখন ধর্মব্যবসায়ীদের চিনতে পারবেন, তখনই প্রকৃত ধর্মচর্চা সার্থক হবে। যে যার ধর্ম গভীরভাবে বিশ্বাস ও চর্চা করার মাধ্যমেই অন্য ধর্মকে সমানভাবে শ্রদ্ধা করার মানসিকতা তৈরি হয়। যখনই কোনো মহল ধর্মীয় অনুভূতিকে সূক্ষ্মভাবে সাম্প্রদায়িক পকেটে পরিণত করার ষড়যন্ত্র করবে, তখনই ধর্মপ্রাণ মানুষকে সোচ্চার হয়ে সেই ধর্মব্যবসায়ীদের চিহ্নিত করতে হবে। দেশের মানুষের সমান অধিকার নিশ্চিতে সরকারের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, `আমরা যারা রাজনীতিতে সকল মানুষের সমান অধিকার নিয়ে কথা বলি, তাদের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিনিধি হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। আমরা ইতিহাসের শিক্ষা ভুলিনি। জনগণের কাছে দেওয়া ওয়াদা পূরণ না করলে ইতিহাস আবার নিজের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে পারে। এ কারণেই প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান স্পষ্টভাবে বলেছেন' ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার।, বরিশাল জেলা পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের সভাপতি মানিক মুখার্জি কুডুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক বিলকিস আক্তার জাহান শিরিন এবং জেলা পরিষদের প্রশাসক আকন কুদ্দুসুর রহমান। অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য দেন বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক সাংবাদিক সন্তোষ শর্মা। এর আগে জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন প্রধান অতিথি। পরে বেলুন ও শান্তির প্রতীক পায়রা উড়িয়ে দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধন করা হয়। আলোচনা সভার শুরুতে পাঁচজন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে বিশেষ সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:৩১.০৭.২০২৬ আসাদ)

সরকারের লক্ষ্য মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করা: ডা. এজেডএম জাহিদ হোসেন

সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রী অধ্যাপক ডা. এজেডএম জাহিদ হোসেন বলেছেন, সরকারের লক্ষ্য মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করা। কে কী মন্তব্য করল বা কে কী করল, সেটি নিয়ে সময় নষ্ট করার সুযোগ নেই। জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করাই আমাদের মূল দায়িত্ব। `বৃক্ষ রোপণে সাজাই দেশ, সবার আগে বাংলাদেশ,-এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আজ শুক্রবার দিনাজপুর নবাবগঞ্জ উপজেলায় ৩ দিনব্যাপি বৃক্ষ রোপণ অভিযান ও বৃক্ষ

মেলা উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এ সব কথা বলেন। নবাবগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বিধান কান্তি হালদার অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। মন্ত্রী বলেন, আমরা জনগণের কল্যাণে কাজ করছি এবং সেই কাজের ধারাবাহিকতাই বজায় থাকবে। সরকার জনগণের উন্নয়ন, সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং দেশের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সমালোচনা কিংবা রাজনৈতিক বক্তব্যে বিভ্রান্ত না হয়ে সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে আরও বেগবান করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি। তিনি বলেন, দেশের সার্বিক উন্নয়ন, অসহায় ও সুবিধা-বঞ্চিত মানুষের জীবনমান উন্নয়ন এবং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতা বাড়াতে সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করছে। উন্নয়নের এ ধারা অব্যাহত রাখতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। মন্ত্রী আরো বলেন, দেশের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষ রোপনের বিকল্প নেই। এজন্য দেশের প্রত্যেকটি উপজেলাতেই জনসাধারণকে বৃক্ষ রোপণে উৎসাহ দিতে বৃক্ষ মেলার আয়োজন করা হচ্ছে। প্রত্যেক নাগরিক তাদের পছন্দমত ফলদ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা ক্রয় করে বাড়ি আশে-পাশে পতিত জায়গাতে রোপণ করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। পরে সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রী নবাবগঞ্জ উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়াম মেরামত ও সৌন্দর্য বর্ধন কাজের উদ্বোধন করেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বিশেষ এলাকার জন্য উন্নয়ন সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর উপকারভোগীদের মাঝে ২৩'টি সেলাই মেশিন বিতরণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৫২ জন ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ৩৬ জন দুঃস্থ ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে অনুদানের চেক বিতরণ করেন। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:৩১.০৭.২০২৬ আসাদ)

হবিগঞ্জে হামলায় দৃষ্টিশক্তি হারানো আলিফকে দেখতে গেলেন জামায়াত আমির

হবিগঞ্জে জাতীয় নাগরিক পার্টির ‵জুলাই পদযাত্রা, কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে হামলায় এক চোখের দৃষ্টিশক্তি হারানো আলিফ চৌধুরীকে দেখতে রাজধানীর জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে গেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ও বিরোধীদলীয় নেতা ডা. শফিকুর রহমান। এ সময় তিনি হামলার নিন্দা জানিয়ে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। শুক্রবার বিকেলে জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আলিফ চৌধুরীর খোঁজখবর নেন ডা. শফিকুর রহমান। চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলে তার শারীরিক অবস্থারও খোঁজ নেন তিনি। পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে জামায়াত আমির বলেন, চব্বিশ-পরবর্তী বাংলাদেশে আর কোনো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড কিংবা ফ্যাসিবাদের ছায়া দেখতে চায় না দেশের মানুষ। জনগণের রক্ত ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে যে ফ্যাসিবাদের অবসান হয়েছে, তার পুনরাবৃত্তি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। হবিগঞ্জে এনসিপির ‵জুলাই পদযাত্রা,কে কেন্দ্র করে সংঘটিত হামলার ঘটনায় পুনরায় নিন্দা ও উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি বলেন, যারা এ হামলার সঙ্গে জড়িত, তাদের অবিলম্বে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। অপরাধী যে দলেরই হোক না কেন, তার বিরুদ্ধে সমানভাবে আইন প্রয়োগের দাবি জানান তিনি। ডা. শফিকুর রহমান বলেন, পরিবর্তিত বাংলাদেশে রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনা হতাশাজনক। হামলার শিকার ব্যক্তিদের মামলা করতেও নানা প্রতিবন্ধকতার মুখে পড়তে হয়েছে বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, সরকারের দায়িত্ব আইনের শাসন নিশ্চিত করা এবং ভুক্তভোগীদের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:৩১.০৭.২০২৬ আসাদ)

বাংলাদেশ ভ্রমণে বড় পরিবর্তন আনলো যুক্তরাষ্ট্র

বাংলাদেশ ভ্রমণের বিষয়ে সার্বিক সতর্কতায় পরিবর্তন এনেছে যুক্তরাষ্ট্র। তৃতীয় মাত্রার ‵ভ্রমণ পুনর্বিবেচনা করুন, পর্যায় থেকে বাংলাদেশ ভ্রমণে দ্বিতীয়মাত্রার ‵বাড়তি সতর্কতা, পালনের কথা বলা হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ভ্রমণ সতর্কতায় পরিবর্তনের অর্থ যুক্তরাষ্ট্রের বিবেচনায় বাংলাদেশ এখন ভ্রমণের জন্য আরও নিরাপদ।ৎরাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমানের সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিশেষ দূত সার্জিও গোরের বৈঠকের পর এই খবর জানানো হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, বৈঠকের পরপরই পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলকে এসএমএস পাঠিয়ে এ তথ্য দিয়েছেন সার্জিও গোর।সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ভ্রমণ সতর্কতায় এমন উন্নতি বাংলাদেশের সার্বিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি ও স্থিতিশীলতার ওপর যুক্তরাষ্ট্রের আস্থার প্রতিফলন ঘটাচ্ছে। গত ছয় মাসে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন সরকার সারাদেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি জোরদারে দৃশ্যমান অগ্রগতি অর্জন করেছে। এই উন্নতিকে নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা নিশ্চিতে এবং আন্তর্জাতিক ভ্রমণ, বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও জনগণের সঙ্গে জনগণের যোগাযোগ তৈরির ক্ষেত্রে নিরন্তর প্রচেষ্টার স্বীকৃতি হিসাবে দেখছে বাংলাদেশ সরকার। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:৩১.০৭.২০২৬ আসাদ)

বিএনপির আচরণ ব্রেইনলেস আওয়ামী লীগের মতোঃ সারজিস আলম

জাতীয় নাগরিক পার্টির উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম বলেছেন, বর্তমানে বিএনপি আমাদের যেভাবে বাধা দেওয়ার, প্রতিরোধ করার বা গলা টিপে ধরার চেষ্টা করছে, সেটা হুবহু ব্রেইনলেস আওয়ামী লীগের মতো আচরণ। আওয়ামী লীগের তো তবু ওইটুকুই ছিল, এখন বিএনপি সেটুকুও ঠিকমতো করতে পারছে না।হবিগঞ্জে হামলা ও পরবর্তীতে এনসিপির শীর্ষ নেতাদের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়েরের প্রতিক্রিয়ায় শুক্রবার দুপুরে সিলেট

সার্কিট হাউসে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন। এজাহারে ছিনতাইয়ের অভিযোগ প্রসঙ্গে সারজিস আলম বলেন, আমরা শুনলাম আমাদের বিরুদ্ধে নাকি ছিনতাই মামলা হয়েছে। আসলে একটি জিনিসই ছিনতাই হয়েছে আর তা হলো তারেক রহমান এবং বিএনপির নিজেদের মান-সম্মান। তারা নিজেদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমেই সেই মান-সম্মান ছিনতাই করে বসেছেন। এখন বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের সামনে তাদের মুখ দেখানোর মতো কোনো পরিস্থিতি নেই। তিনি আরও বলেন, ছাত্রদের সঙ্গে এ ধরনের নিকৃষ্ট আচরণ করার পরও তারা বারবার যা করে যাচ্ছে, তা দেশের মানুষের কাছে স্রেফ হাসির খোরাক জোগাচ্ছে। এটি মূলত তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক দেউলিয়াত্ব এবং দেউলিয়া রাজনৈতিক পরিস্থিতিরই বাস্তব প্রতিফলন। সারজিস আলম বলেন, আমার শুধু এটাই মনে হয় যেখানে মামলাটি নেওয়া হলো এবং যে পুলিশ কর্মকর্তা এটি লিখতে বাধ্য হয়েছেন, তিনিও হয়তো এজাহারটি লেখার সময় মনে মনে ওদের গালি দিচ্ছিলেন, যারা তাকে এমন একটি ভিত্তিহীন মামলা লিখতে বাধ্য করেছে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:৩১.০৭.২০২৬ আসাদ)

নাসীরুদ্দীন-সারজিসসহ এনসিপির ১০ নেতার বিরুদ্ধে হত্যাচেষ্টার মামলা

হবিগঞ্জে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কেন্দ্রীয় মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারী, উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলমসহ দলটির ১০ নেতার বিরুদ্ধে হত্যাচেষ্টা, হামলা, ভাঙচুর ও ছিনতাইয়ের অভিযোগে মামলা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৩১ জুলাই) রাত ১০টার দিকে হবিগঞ্জ সদর মডেল থানায় মামলার আবেদন করেন জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. ইকবাল হোসেন রুকন। মামলায় ১০ জনের নাম উল্লেখের পাশাপাশি অজ্ঞাতনামা আরও ৪০ থেকে ৫০ জনকে আসামি করা হয়েছে। মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, গত ২৮ জুলাই বিকেল ৫টা থেকে রাত ৮টার মধ্যে হবিগঞ্জ পৌরসভার কোর্ট মসজিদ এলাকার সামনে এনসিপি ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়। অভিযোগ অনুযায়ী, দেশীয় অস্ত্র নিয়ে ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের ওপর হামলা চালানো হয়। বাদীর দাবি, কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে জুলাই আন্দোলনের শহীদ রিপন শীলের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং শোকসভায় যোগ দিতে ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা সেখানে জড়ো হয়েছিলেন। এ সময় নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারী, সারজিস আলম, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, মাহবুবুল বারী চৌধুরীসহ ৪০ থেকে ৫০ জনের একটি দল তাদের ওপর হামলা চালায়। এজাহারে আরও বলা হয়েছে, হামলায় জেলা ছাত্রদলের নেতা মাহফুজ চৌধুরী, মোজাক্কির হোসেন ইমনসহ কয়েকজন আহত হন। তাদের লোহার রড, রামদা, ফিকল ও ইটসহ বিভিন্ন দেশীয় অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। মামলায় আরও অভিযোগ করা হয়, সংঘর্ষের সময় বাদীর আইফোন-১৩, মোজাক্কির হোসেন ইমনের আইফোন-১১, মাহফুজ চৌধুরীর আইফোন-১৪, মাহমুদুল হাসান গাজীর স্যামসাং এস-২২, রুক্সি ইসলামের কাছে থাকা ৫০ হাজার টাকা এবং শিমুল হাসানের আইফোন-১৫ ছিনিয়ে নেওয়া হয়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালে অভিযুক্তরা সরে যায় এবং আহতদের হবিগঞ্জ সদর আধুনিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয় বলে এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে। মামলার নামীয় আসামিরা হলেন—নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারী, সারজিস আলম, হবিগঞ্জ জেলা জাতীয় শক্তির আহ্বায়ক নুর আলম চৌধুরী, জেলা কমিটির সদস্য ফখরুল জাকির, আ. হাই কামাল, রুহাম গাজী, সদস্যসচিব মাহবুবুল বারী চৌধুরী মুবিন, কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক নাহিদ উদ্দিন তারেক, জেলা আহ্বায়ক আবু হেনা মোস্তফা কামাল এবং জেলা কমিটির সদস্য ওয়াদুদ মাহমুদ চৌধুরী।

অন্যদিকে, একই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এর আগেই এনসিপির পক্ষ থেকেও ছাত্রদলের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ আনা হয়েছিল। দলটির দাবি, ২৮ জুলাই পদযাত্রা ও পথসভা শেষে সার্কিট হাউসে ফেরার পথে ছাত্রদলের হামলায় সারজিস আলমসহ অন্তত ১৫ জন নেতাকর্মী আহত হন। তাদের অভিযোগ, ওই হামলায় এনসিপির এক কর্মী একটি চোখের দৃষ্টিশক্তি হারান। পাশাপাশি কয়েকটি সংবাদমাধ্যমের গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটে। এনসিপির ভাষ্য অনুযায়ী, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারী ও সারজিস আলম নিরাপত্তার জন্য থানার পাশের সোনালী ব্যাংক ভবনে আশ্রয় নেন। পরে পুলিশ তাদের উদ্ধার করে সার্কিট হাউসে নিয়ে যায় এবং রাতে পুলিশি নিরাপত্তায় মৌলভীবাজারে পৌঁছে দেয়। হবিগঞ্জ সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহিদুল হক মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে মামলাটি রেকর্ড করা হয়েছে। অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে এখন পর্যন্ত এ মামলায় কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। এদিকে, হবিগঞ্জ জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মো. জিল্লুর রহমান ও সাংগঠনিক সম্পাদক মো. মাহবুব আহমেদও মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। একই ঘটনাকে ঘিরে দায়ের হওয়া পাল্টাপাল্টি অভিযোগ ও মামলাগুলো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক আলোচনা সৃষ্টি করেছে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ৩১.০৭.২০২৬ এলিনা)

গণভোটের রায় নিয়ে ছিনিমিনি খেলা মেনে নেয়া হবে না : জামায়াত আমির

বিএনপি নির্বাচনী ইশতেহারে কর্মসংস্থানের কথা বলে এখন টেম্পু স্টান্ডে চাকরি দিচ্ছে। এই চাঁদাবাজির চাকরি জনগণ চায় না বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামী আমির ডা. শফিকুর রহমান। শুক্রবার জাতীয় প্রেসক্লাবে বেলা সাড়ে ১১টায় বাংলাদেশ পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের ত্রি বার্ষিক জাতীয় সম্মেলনে এসব কথা বলেন তিনি। বিএনপির মহাসচিবের কথার উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, এই সরকারের সময় দুর্নীতি বন্ধ করা যায়নি, উল্টো দুর্নীতি বৃদ্ধি পেয়েছে।

এমন অবস্থায় সরকার নৈতিক দিক থেকে দেশ পরিচালনার নৈতিকতা হারিয়েছে। তিনি আরও বলেন, কোনো আধিপত্যের কাছে মাথানত করব না। অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে মানুষের অধিকার ছিনিয়ে আনা হবে। গণভোটের রায় নিয়ে ছিনিমিনি খেলা মেনে নেয়া হবে না। একই অনুষ্ঠানে জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান বলেন, `চাঁদাবাজিমুক্ত সরকার প্রতিষ্ঠা ছাড়া পরিবহন খাতে চাঁদাবাজি বন্ধ করা সম্ভব নয়।,শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করতে হলে বৈষম্যহীন, ন্যায়ভিত্তিক ও ইনসাফের রাষ্ট্র গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ৩১.০৭.২০২৬ এলিনা)

শেখ হাসিনা দেশে ফিরলে সরকার আইনের বাইরে কোনো পদক্ষেপ নেবে না

আইন সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবনাগুলো জুলাই সনদের আলোকেই বাস্তবায়ন করা হবে বলে জানিয়েছেন আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান। শুক্রবার (৩১ জুলাই) বেলা ১১টার দিকে ঝিনাইদহ শহরের পুরাতন ডিসি কোর্ট চত্বরে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ও মাসব্যাপী বৃক্ষমেলার উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, আইন সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবনার আলোকে অন্তর্বর্তী সরকার ১৩৩টি অধ্যাদেশ জারি করেছিল। আমরা সেই অধ্যাদেশগুলোর মধ্যে প্রায় সবগুলোর সংস্কার গ্রহণ করেছি। এর বাইরে যেগুলো বাকি রয়েছে, সেগুলো সংশোধনের জন্য বিশেষ কমিটি গঠন করেছি। জুলাই সনদের আলোকে সংস্কার কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হবে। শেখ হাসিনার দেশে ফেরা প্রসঙ্গে আইনমন্ত্রী বলেন, তিনি যদি দেশে ফিরতে চান, তাহলে সরকার আইন অনুযায়ী যা যা করণীয়, তা করবে। তিনি (শেখ হাসিনা) নিজেই বলেছেন, তিনি দেশে ফিরবেন। নিজে এলে সেটি ভালো। দেশে এলে তিনি আদালতের মুখোমুখি হবেন। এ ক্ষেত্রে সরকার আইনের বাইরে কোনো পদক্ষেপ নেবে না। হবিগঞ্জে এনসিপির কেন্দ্রীয় নেতাদের ওপর হামলার ঘটনায় মামলা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সরকার যদি আইন, আদালত, পুলিশ ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ওপর নিয়ন্ত্রণ করত, তাহলে মামলাই হতো না। কিন্তু ওই ঘটনায় মামলা হয়েছে। এখন আইনগত প্রক্রিয়া অনুযায়ী মামলার তদন্ত হবে। তদন্তে যারা অভিযুক্ত হিসেবে চিহ্নিত হবেন, তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে। জেলা প্রশাসনের আয়োজনে অনুষ্ঠিত বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ও মাসব্যাপী বৃক্ষমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত, প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সহকারী রাশেদ খান, ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসক নোমান হোসেন, জেলা পরিষদের প্রশাসক এম এ মজিদসহ অন্যান্যরা।

(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ৩১.০৭.২০২৬ এলিনা)

বৈশ্বিক বাজারের ১২ শতাংশ দখল করতে পারে বাংলাদেশ

নীতিগত সংস্কার, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং শিল্পের সক্ষমতা উন্নয়ন নিশ্চিত করা গেলে ২০৩০ সালের মধ্যে ৩৭৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বৈশ্বিক ম্যান-মেড ফাইবার (এমএমএফ) পোশাক বাজারের ১২ শতাংশ দখল করতে পারে বাংলাদেশ। এতে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে তুলার ওপর নির্ভরতা কমার পাশাপাশি রপ্তানি বহুমুখীকরণ এবং বৈশ্বিক পোশাক বাজারে বাংলাদেশের অবস্থান আরও শক্তিশালী হবে বলে বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউটের (বিএফটিআই) এক গবেষণা প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিশ্ব পোশাকশিল্প দ্রুত তুলাভিত্তিক পণ্য থেকে কৃত্রিম তন্তু বা ম্যান-মেড ফাইবারভিত্তিক পোশাকের দিকে ঝুঁকছে। এই পরিবর্তন বাংলাদেশের জন্য রপ্তানি পণ্যের বৈচিত্র্য বাড়ানো এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা জোরদারের একটি বড় সুযোগ তৈরি করেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০৩০ সালের মধ্যে বৈশ্বিক এমএমএফ পোশাক বাজারের আকার প্রায় ৩৭৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছাতে পারে। তাই দীর্ঘমেয়াদি রপ্তানি কৌশলের অংশ হিসেবে এ বাজারে উল্লেখযোগ্য অংশীদারত্ব অর্জনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা প্রয়োজন। বিএফটিআইয়ের দায়িত্বে থাকা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ড. সাইফ উদ্দিন আহমেদ গবেষণা প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে বলেন, বাংলাদেশের জন্য এই পরিবর্তনের সুযোগ হাতছাড়া করার সুযোগ নেই। বৈশ্বিক এমএমএফ বাজারে উল্লেখযোগ্য অংশীদারত্ব নিশ্চিত করতে পারলে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ধরে রাখা, প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়ানো এবং দেশের পোশাকশিল্পের দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তি আরও শক্তিশালী হবে।

গবেষণায় বাংলাদেশকে এমএমএফ পোশাক উৎপাদনের একটি আঞ্চলিক কেন্দ্রে পরিণত করার রোডম্যাপও তুলে ধরা হয়েছে। এতে ধাপে ধাপে নীতিগত সংস্কার, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ, ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্পের বিকাশ এবং প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এ খাতের প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে এমএমএফ কাঁচামালের শুল্ক কাঠামো যৌক্তিক করা, বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (এফডিআই) অনুমোদনের প্রক্রিয়া দ্রুত করা, দেশে পলিয়েস্টার স্ট্যাপল ফাইবার ও সিনথেটিক সুতা উৎপাদন সম্প্রসারণ, সহজ শর্তে অর্থায়নের সুযোগ সৃষ্টি এবং দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম পোশাক রপ্তানিকারক দেশ হলেও বাংলাদেশের রপ্তানি এখনো মূলত তুলাভিত্তিক পণ্যের ওপর নির্ভরশীল। অথচ বৈশ্বিক বাজারের চাহিদা ক্রমেই সিনথেটিক ও মিশ্র তন্তুর পোশাকের দিকে সরে যাচ্ছে। ফলে এলডিসি-পরবর্তী বাণিজ্য পরিবেশে প্রতিযোগিতা ধরে রাখতে এমএমএফ খাতের সম্প্রসারণ অর্থনৈতিক প্রয়োজন হয়ে উঠেছে।

ড. সাইফ উদ্দিন আহমেদ বলেন, শক্তিশালী নীতিগত সহায়তা এবং সমন্বিত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা গেলে এমএমএফ উৎপাদনে শীর্ষস্থানীয় দেশগুলোর সঙ্গে আরও কার্যকরভাবে প্রতিযোগিতা করতে পারবে বাংলাদেশ। প্রতিবেদনে এমএমএফ উৎপাদনকারীদের জন্য বন্ডেড ওয়্যারহাউস সুবিধা সম্প্রসারণ, বিশেষায়িত ঋণ কর্মসূচি চালু, প্রযুক্তি স্থানান্তরে উৎসাহ দেওয়া এবং অ্যাকটিভওয়্যার, স্পোর্টসওয়্যার ও টেকনিক্যাল টেক্সটাইলের মতো উচ্চমূল্য সংযোজিত পণ্যের উৎপাদন বাড়ানোর সুপারিশ করা হয়েছে। এতে দেশের রপ্তানি পণ্যের বৈচিত্র্য আরও বাড়বে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। ড. সাইফ উদ্দিন আহমেদ আশা প্রকাশ করেন, সরকারের প্রণীত রোডম্যাপ সময়মতো বাস্তবায়ন এবং সরকারি ও বেসরকারি খাতের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা নিশ্চিত করা গেলে আগামী এক দশকে কৃত্রিম তন্তুর পোশাক উৎপাদন ও রপ্তানিতে বাংলাদেশ বৈশ্বিক বাজারের অন্যতম প্রধান সরবরাহকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ৩১.০৭.২০২৬ এলিনা)

বাংলাদেশ ভ্রমণে বড় পরিবর্তন আনলো যুক্তরাষ্ট্র

বাংলাদেশ ভ্রমণের বিষয়ে সার্বিক সতর্কতায় পরিবর্তন এনেছে যুক্তরাষ্ট্র। তৃতীয় মাত্রার `ভ্রমণ পুনর্বিবেচনা করুন, পর্যায় থেকে বাংলাদেশ ভ্রমণে দ্বিতীয়মাত্রার `বাড়তি সতর্কতা, পালনের কথা বলা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৩০ জুলাই) রাতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ভ্রমণ সতর্কতায় পরিবর্তনের অর্থ যুক্তরাষ্ট্রের বিবেচনায় বাংলাদেশ এখন ভ্রমণের জন্য আরও নিরাপদ। রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমানের সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিশেষ দূত সার্জিও গোরের বৈঠকের পর এই খবর জানানো হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, বৈঠকের পরপরই পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলকে এসএমএস পাঠিয়ে এ তথ্য দিয়েছেন সার্জিও গোর। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ভ্রমণ সতর্কতায় এমন উন্নতি বাংলাদেশের সার্বিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি ও স্থিতিশীলতার ওপর যুক্তরাষ্ট্রের আস্থার প্রতিফলন ঘটাচ্ছে। গত ছয় মাসে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন সরকার সারাদেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি জোরদারে দৃশ্যমান অগ্রগতি অর্জন করেছে। এই উন্নতিকে নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা নিশ্চিতে এবং আন্তর্জাতিক ভ্রমণ, বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও জনগণের সঙ্গে জনগণের যোগাযোগ তৈরির ক্ষেত্রে নিরন্তর প্রচেষ্টার স্বীকৃতি হিসাবে দেখছে বাংলাদেশ সরকার। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ৩১.০৭.২০২৬ এলিনা)

নতুন দায়িত্বে ফজলুর রহমান

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের পুনর্গঠিত নির্বাহী কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন কিশোরগঞ্জ-৪ আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট মো. ফজলুর রহমান। ট্রাস্টের কার্যক্রম আরও কার্যকর ও গতিশীল করতে সরকার নতুন নির্বাহী কমিটি পুনর্গঠন করেছে। মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জারি করা প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮-এর ১৩ ধারার বিধান অনুসারে এ কমিটি গঠন করা হয়েছে। পুনর্গঠিত কমিটির সভাপতি করা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আহমেদ আযম খানকে। সদস্য হিসেবে রয়েছেন ঢাকা-৬ আসনের সংসদ সদস্য ও মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ইশরাক হোসেন, কিশোরগঞ্জ-৪ আসনের সংসদ সদস্য মো. ফজলুর রহমান, কুমিল্লা-৬ আসনের সংসদ সদস্য মো. মনিরুল হক চৌধুরী এবং নোয়াখালী-২ আসনের সংসদ সদস্য জয়নুল আবদিন ফারুক। এছাড়া অর্থ বিভাগের সচিব, শিল্প সচিব এবং মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব পদাধিকারবলে কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সদস্য-সচিব হিসেবে থাকবেন। নতুন নির্বাহী কমিটি ট্রাস্টের আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি ট্রাস্টি বোর্ডের অর্পিত দায়িত্ব বাস্তবায়ন করবে। একই সঙ্গে ট্রাস্টের সার্বিক কার্যক্রম তদারকি, উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, অধীনস্থ বাণিজ্যিক ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ এবং বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি মূল্যায়নের দায়িত্বও পালন করবে। এছাড়া ট্রাস্টের হিসাব নিরীক্ষা এবং ট্রাস্টি বোর্ডের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নেও নতুন নির্বাহী কমিটি ভূমিকা রাখবে।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ৩১.০৭.২০২৬ এলিনা)

বাংলাদেশসহ ১৪ দেশকে নিয়ে সৌদির নতুন সমুদ্রকেন্দ্রিক সামরিক জোট ঘোষণা

লোহিত সাগর, বাব আল-মান্দেব প্রণালি ও এডেন উপসাগরের নৌপথ সুরক্ষায় বাংলাদেশসহ ১৪টি দেশ নিয়ে একটি বহুজাতিক সামুদ্রিক প্রতিরক্ষা জোট গঠন করেছে সৌদি আরব। এই জোটের মূল লক্ষ্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও জ্বালানি সরবরাহ সুরক্ষিত রাখা এবং সামুদ্রিক নিরাপত্তা জোরদার করা। সৌদি আরব বৃহস্পতিবার ঘোষণা দিয়েছে, কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ বাব আল-মান্দাব প্রণালী এবং এর আশপাশের নৌপথে নিরাপদ নৌচলাচল নিশ্চিত করতে তারা একটি সামুদ্রিক প্রতিরক্ষা জোট গঠন করেছে। ইয়েমেনের ইরান-সমর্থিত হুথি বিদ্রোহীরা গত সপ্তাহে সৌদি আরবের বিরুদ্ধে সামুদ্রিক অবরোধ আরোপের ঘোষণা দেওয়ার পর এই উদ্যোগ নেওয়া হলো। হুথিরা দাবি করেছে, তারা লোহিত সাগরে সৌদি তেলবাহী জাহাজ এবং দেশটির তেল অবকাঠামো লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে। বাব আল-মান্দাব প্রণালী দীর্ঘদিন ধরে আন্তর্জাতিক জ্বালানি বাণিজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ। বিশেষ করে হরমুজ প্রণালীতে যুক্তরাষ্ট্র-ইরান উত্তেজনার কারণে উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে জ্বালানি রপ্তানি ব্যাহত হওয়ার পর এই পথ দিয়ে সৌদি আরবের বিপুল পরিমাণ অপরিশোধিত তেল আন্তর্জাতিক বাজারে পরিবহন করা হয়। সৌদি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

জোটভুক্ত ১৪টি দেশের পক্ষে এক যৌথ বিবৃতিতে জানায়, জোটের সদস্য দেশগুলো হলো— সৌদি আরব, বাহরাইন, বাংলাদেশ, জিবুতি, মিসর, জর্ডান, কুয়েত, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান, কাতার, সোমালিয়া, সুদান, তুরস্ক ও ইয়েমেন। বিবৃতিতে বলা হয়, এই জোটের লক্ষ্য হলো সামুদ্রিক নিরাপত্তা জোরদার করা, নৌচলাচলের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যপথ ও জ্বালানি সরবরাহ লাইন সুরক্ষিত রাখা এবং বাব আল-মান্দাব প্রণালী, লোহিত সাগর ও এডেন উপসাগরে সদস্য দেশগুলোর অভিন্ন সামুদ্রিক স্বার্থ রক্ষা করা। সৌদি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানায়, জোট গঠন নিয়ে বৃহস্পতিবার রিয়াদে অনুষ্ঠিত বৈঠকে ৫১টি দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। এতে ৪৩টি দেশের প্রতিনিধি এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) একটি প্রতিনিধিদল অংশ নেয়। অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর মধ্যে ১৪টি দেশ আনুষ্ঠানিকভাবে জোটে সমর্থন জানিয়েছে এবং অন্য কয়েকটি দেশ সমর্থন দেওয়ার প্রক্রিয়ায় রয়েছে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ৩১.০৭.২০২৬ এলিনা)

BBC

ABOUT 60,000 MIGRANTS ENTER SPANISH TERRITORY OF CEUTA IN 24 HOURS

About 60,000 migrants have crossed into Spain's North African territory of Ceuta from Morocco in the last 24 hours via land and sea, officials estimate. At least 34 people died while trying to reach the territory - some swimming to cross into Spain. This comes after Spain's Supreme Court ruled this month that migrants stopped at sea while trying to reach Ceuta or Melilla, another Spanish exclave, cannot be summarily returned to Morocco. Prime Minister Pedro Sanchez described the situation as an "attack" and said the government was working to return all illegal migrants to Morocco "as soon as possible". Several European leaders have expressed concern, some promising to tighting border controls. Ceuta, on Morocco's northern coast, is separated from mainland Spain by the Strait of Gibraltar and has long been a focal point for migrants attempting to reach Europe.
(BBC News Web Page: 31/07/26, FARUK)

HAMAS AGREED TO DISARM AFTER TRUMP ANNOUNCES BOARD OF PEACE PLAN

US President Donald Trump says the Board of Peace has reached an agreement for the "complete disarmament" of Hamas and other armed groups in Gaza. A senior Hamas official has told the BBC the group has agreed to the Board of Peace's plan to completely disarm in Gaza and that an official statement would be released soon. Israel has yet to comment. The board, created and led by Trump, said in a statement that the agreement concludes months of "intensive, good faith negotiations", and that its focus is now on implementation. It is part of the second phase of a US-brokered Gaza ceasefire plan includes the disarmament of Hamas, the withdrawal of Israeli troops and the reconstruction of Gaza. (BBC News Web Page: 31/07/26, FARUK)

PERU'S EX-PRESIDENT HAS 15-YEAR JAIL SENTENCE FOR CORRUPTION

Peru's constitutional court has overturned a 15-year jail sentence handed to the country's former president after he was found guilty of corruption. Ollanta Humala, who led the country from 2011 to 2016, was convicted in 2025 of accepting illegal funds from the Venezuelan president and Brazilian construction company Odebrecht to fund his election campaigns in 2006 and 2011. The former president had said he would appeal against the verdict, and now Peru's constitutional court has declared the entire criminal proceedings against him null and void. Humala is expected to be released from Barbadillo Prison in the capital Lima, according to local media. (BBC News Web Page: 31/07/26, FARUK)

FIFA SAYS 'NOBODY SELLING FOOTBALL' AS PLAN CONTINUES

Fifa says that "nobody is selling football" as it vowed to continue with the controversial plan to sell stakes in its competitions to private investigators. Uefa - the body that governs European football and has 55 members - voted on Thursday to boycott World Cups if the plan proceeded. Concacaf, which governs football in North and Central America and hosted this year's World Cup, said its 41 member associations also "rejected" the proposal made by Fifa president Gianni Infantino. Fifa oversees world football and Infantino would need 106 of its 211 members to vote in favour for the proposal to go through. Uefa and Concacaf members combined make up 90 of those votes - six Concacaf members are not Fifa members. In a statement released on Friday, Fifa claimed the consultation process had been "disrupted by incorrect media reports". (BBC News Web Page: 31/07/26, FARUK)

FOUR CLIMBERS KILLED SIX FEARED MISSING AFTER PAKISTAN AVALANCHE

Four climbers have died and another six are feared missing after an avalanche on Pakistan's Broad Peak, one of the world's highest mountains. Two of the four bodies have been identified, while authorities are in the process of identifying the other two, according to the tourism minister for region of Gilgit Balistan. Searches began for a ten-member international mountaineering team led by renowned Nepal-born climber Nirmal Purja after reports an avalanche hit on Thursday on the 8,047-metre (26,400 ft) peak in the Karakoram range. An American, a Chinese national, a Pakistani, an Omani and six Nepalese are said to be part of the climbing group, according to the Alpine Club of Pakistan. Purja, the expedition leader, is known for climbing all 14 of the world's 8,000-metre plus mountains in just over six months in 2019. (BBC News Web Page: 31/07/26, FARUK)

INDIA WANTS TO JOIN THE STRAWBERRY SUPERPOWERS

In the west of India, the mountainous region of Mahabaleshwar is home to most of India's strawberry farms. Around 85% of India's strawberry cultivation happens there. An altitude of more than 1,000m gifts the region a long cool growing season between November and March. In addition, light, well-drained soil is well-suited to strawberry cultivation. But that doesn't mean farmers have an easy life - it's a labour intensive and risky way to make a living. Thousands of farmers grow strawberries across the Mahabaleshwar region, making the fruit one of the most profitable horticultural crops in western India. Despite that success the industry still relies on varieties that are imported from California, Florida, Italy and Spain, as no one in India has developed a domestic plant. It can take 10 to 15 years for breeders in the US and Europe to develop a top quality fruit and they patent their varieties. "We import the certified mother plant from the breeder abroad," says Nelson Sequeira, the founder and director of Tara Farms Fresh, a licensed strawberry propagator.

(BBC News Web Page: 31/07/26, FARUK)

MILLIONS OPPOSED MILITARY RULE IN MYANMAR

For the millions of Burmese who have risked their lives and left their homes to oppose military rule, these are disheartening times. They have been dreaming of a revolution which will remake Myanmar as a more democratic and inclusive country, and purge the armed forces from politics. Instead, they are watching the man they hold responsible for igniting the civil war strengthen his hold on power. Last month Myanmar's military ruler General Min Aung Hlaing was given a red-carpet welcome by China's Xi Jinping, capping a joint effort by both countries to transform his image from blood-stained dictator to civilian president, increasingly accepted, if not respected, by neighbouring countries. Chinese diplomatic and military support has been critical in helping the man who deposed the elected government of Aung San Suu Kyi in 2021 to recover from the catastrophic consequences of his coup. Over the past year the military junta recaptured much of the territory it had lost to the hundreds of insurgent groups which formed to resist the coup. A state-managed election earlier this year, from which the main opposition groups were excluded, has now allowed Min Aung Hlaing to present himself as a legitimate, elected leader. (BBC News Web Page: 31/07/26, FARUK)

DANUBE'S LOW LEVELS FORCE SHUTDOWN OF HUNGARY'S NUCLEAR PLANT

Hungary's only nuclear power plant will be forced to shut down entirely for the first time due to record low water levels of the River Danube, Prime Minister Peter Magyar has said. The Soviet-era Paks power plant uses the Danube for cooling but the water level is so low that the suction nozzles cannot reach it. Magyar warned Hungary's energy supply could become "critical" from Monday due to the Paks shutdown and the ongoing heatwave, which will see temperatures hover around 37C for a week. Like much of Europe, Hungary has seen very low rainfall and high temperatures for much of the summer. The waters of the Danube have fallen to the lowest levels for 30 years in several countries, including neighbouring Serbia and Romania. Magyar asked Hungarians to limit activities that required significant energy consumption between the peak times of 17:00 and 22:00, including charging electric cars and using air conditioning equipment. (BBC News Web Page: 31/07/26, FARUK)

RUSSIA'S AFRICA CORPS KILLED MALI CIVILIANS IN AIR STRIKE: HRW

Human Rights Watch has accused Russia's government-controlled paramilitaries of killing eight civilians, including three children, in an air strike in central Mali. In a report published on Friday, the rights watchdog alleged that the attacks by Africa Corps took place on June 15 in the village of Kyrnia, in Mali's Mopti region. The junta has to impartially investigate all

possible war crimes committed on their territory, including the airstrikes in Kyrnia, or be held complicit in abuses," HRW Sahel researcher Ilaria Allegrozzi said. Military-led Mali is battling multiple armed groups linked to al-Qaeda and ISIL (ISIS), and has lost large swaths of territory in recent years. (BBC News Web Page: 31/07/26, FARUK)

IRGC STRIKES US TARGETS IN KUWAIT A DAY AFTER US HITS IRAN

Iran announced on Friday that it had targeted United States military assets at Kuwait's Ahmed Al-Jaber airbase, describing the attack as retaliation for US strikes a day earlier. Here is a recap of the latest developments in the US-Israeli war in Iran over the past 24 hours and a look at how the war could be expanding within the region. The Iranian army said on Friday that its forces had targeted strategic US military facilities at Kuwait's Ahmed Al-Jaber airbase in a drone attack, describing the operation as retaliation for recent US strikes. In a statement reported by Iran's semi-official Tasnim news agency, the army said it had targeted hangars, satellite communication systems and equipment warehouses using drones. (BBC News Web Page: 31/07/26, FARUK)

NEPAL'S PM URGES CALM THREE PEOPLE KILLED AFTER HINDU-MUSLIM UNREST

Nepal's Prime Minister Balendra Shah has called for calm after clashes between Hindu-Muslim groups in the country's south have left three people dead. Shah, who has rarely appeared in public since taking office in March, broke that silence on Thursday with his first major address to the nation. He urged citizens to act responsibly and help "remove the clouds of unrest". The violence began Sunday in a village in Sunsari district, near the Indian border, after a dispute between some Hindus and Muslims over loud music and religious flags during a Hundu procession, officials said. Police opened fire to disperse the crowd, killing two men, according to police spokeswoman Abi Narayan Kafle. A third man died Thursday during a protest in nearby Siraha district, despite a curfew being in place. Authorities have imposed curfews across Sunsari and neighbouring districts to prevent further clashes. (BBC News Web Page: 31/07/26, FARUK)

THE END